নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা, ২৭ চৈত্র, ১৪৩২ – ০৩ বৈশাখ, ১৪৩৩ ঃ ১১ এপ্রিল – ১৭ এপ্রিল, ২০২৬ | Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 24, 11 April - 17 April, 2026 | ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : সুজাপুর, মোথাবাড়ি, কালিয়াচকের ঘটনার মূল অভিযুক্ত

মোফাক্কেরুল ইসলাম ও তার সঙ্গী আক্রামুল বাগানীকে বাগডোগরা বিমান বন্দর থেকে আটক করে সিআইডি। দুজনকেই মালদহ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

রবিবার : একটি সিরিয়ালের শুটিং করতে গিয়ে অভিনেতা রাহুল

অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ঘটনায় ওই সিরিয়ালের প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে রিজেন্ট পার্ক থানায় অভিযোগ দায়ের করলো ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশন পিকচার আর্টিস্টস ফোরাম।

সোমবার : বাংলার ভোটসূচি ঘোষণার পরে অতীত অপরাধের

তথ্য অনুযায়ী প্রতিটি থানা এলাকায় সক্রিয় অপরাধীদের তালিকা তৈরী ও প্রয়োজনে তাদের গ্রেপ্তার করতে নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। সেই নির্দেশ না মেনে তালিকা করাতে কসবা থানার ওসিকে সাসপেন্ড করল নির্বাচন কমিশন।

মঙ্গলবার : বিচারাধীন ৬০ লক্ষের মধ্যে বাদ যাওয়া ২৭ লক্ষের

বেশি ব্যক্তি আপিল করতে পারবে ট্রাইবুনালে। কিন্তু ভোটের আগে তাদের ফয়শালা হবে কিনা তা জানালো না সুপ্রীম কোর্ট। কমিটি করে ট্রাইবুনাল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বুধবার : মণিপুরে অশান্তি অব্যাহত। বিষ্ণুপুর জেলায় সম্ভবত

রকেট হানায় ২ শিশুর মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। জনতা বেশ কিছু ট্যাঙ্কর পোড়ায়, থানা ঘেরাও করে, সিআরপি শিবির আক্রমণ করে। সিআরপির গুলিতে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর।

বৃহস্পতিবার: সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে মালদহের মোথাবাড়িতে

বিচারকদের আটক করে রাখার ঘটনার তদন্ত হাতে নিয়ে এনআইএ ১২ টি এফআইআর দায়ের করলো। এদিকে মুখ্য বিচার বিভাগীয় আদালত এই কাণ্ডে ধৃত ৪৬ জনকে বিচার বিভাগীয় থেকে জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে।

শুক্রবার: কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ফের খুলতে চলেছে

আরজিকর হাসপাতালে পড়ুয়া মহিলা চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের তদন্ত ফাইল। সঞ্জয় রাই ও অন্য সন্দেহভাজনকে প্রয়োজনে ফের সিবিআই জেরা করতে পারবে বলে জানিয়েছে আদালত।

সবজান্তা খবরওয়ালা

জ্ঞানেশ কি বদলাতে পারবেন বাংলার ভোট কালচার

ওঙ্কার মিত্র

'জেলাগুলি থেকে প্রায়ই কংগ্রেস বনাম সিপিএমএর রাজনৈতিক সংঘর্ষের খবর আসছে। বাসে, ট্রামে, লোকাল ট্রেনে সবজায়গায় কান পাতলেই পালা বদলের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিলো। তাই রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা কমবেশি অনিবার্য ভাবে দেখা দিল। ভোটের দিন কয়েকটি হিংসার খবর পাওয়া গেল। নির্বাচনী সংঘর্ষে কয়েকজন মারা যাবার খবরও এল।' এটা পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক কোনও নির্বাচনের খবর নয়। ১৯৬৯–এর বাংলার বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে একটি প্রতিবেদন। এক বছরও কাটেনি। ১৯৭০ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা পতনের পর অন্য একটি প্রতিবেদন বলছে, 'রাষ্ট্রপতি শাসনেও রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতির এতটুকু উন্নতি হল না। বরং রাজনৈতিক জমি দখলের লড়াই চরম আকার নিল। দিনে দুপুরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মারপিট, বোমাবাজি ও খুনের খবর আসতে শুরু করল। আরও বাড়লো রাজনৈতিক হিংসা। ১৯৭১–এর প্রথম থেকেই আজ ২ জন তো কাল ২০ জন খুনের খবর আসতে থাকে।' এরপর এল সেই কুখ্যাত ১৯৭২–এর নির্বাচন। ভোটের দিন সকাল ১১টায় সিপিএমের শীর্ষ নেতা

জ্যোতি বসু সাংবাদিকদের ডেকে বললেন, 'কংগ্রেস জনগণের রায় নিতে ভয় পায়। তাই ব্যাপক রিগিং করে ভোট করল। আমরা এই নির্বাচন বয়কট করছি। এটা তো ভোটের নামে প্রহসন। যুব কংগ্রেসের গুন্ডা বাহিনী বুথে বুথে ঢুকে জোর করে ব্যালট পেপার কেড়ে নিয়ে ইচ্ছা মত স্ট্যাম্প মেরেছে। এই রায় সিপিএম মানছে না, মানবে না।'

১৯৭৭–এর নির্বাচনে অনুষ্ঠিত হল পালা বদলের পালা। ক্ষমতায় এল বামফ্রন্ট। বাংলা দেখতে শুরু করল উন্নত থেকে উন্নততর সায়েন্টিফিক রিগিং। সেই সময়কার আর একটা প্রতিবেদন বলছে, '১৯৮২ সালের বিধানসভা ভোটে সাধারণ মানুষ সিপিএম–কে ক্ষমতাচ্যুত করতে বদ্ধপরিকর ছিল। কিন্তু সিপিএম দেখিয়ে দিল– তারা এত তাড়াতাড়ি চলে যেতে নারাজ। সিপিএম যতটা জনপ্রিয়তা হারিয়েছে, ততটা ঘাটতি ভরাট করতে ভোটে ব্যাপক হারে ছাপ্পা ভোট ও রিগিং করে ম্যানেজ করে নিল।' এরপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। কখনও 'উন্নততর বামফ্রন্ট', কখনও 'শিল্পায়ন', কখনও 'ব্র্যান্ড বুদ্ধ' স্লোগানকে সামনে রেখে রিগিং এর নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কার করেছে বামফ্রন্ট। একসময় পাপের ঘড়া পূর্ণ হল। আক্রান্ত হল মেহনতি খেটে খাওয়া মানুষ।

নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখিয়ে ১৯১১তে এল তৃণমূল কংগ্রেস। স্বপ্ন ফিকে হতে বেশি দিন লাগল না। বাম আমলের নিঃশব্দ ভোট সন্ত্রাস সশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ল বঙ্গবাসীর উপর। ক্ষমতায় থাকতে ভোটের আগে, পরে, নমিনেশনে, ভোটের দিনে, গণনার দিনে শাসক দলের একমাত্র হাতিয়ার হল সন্ত্রাস আর রিগিং। লোকসভা, বিধানসভা, পঞ্চায়েত, পুরসভা, সমবায়, কোনো নির্বাচন এর আওতা থেকে বাদ পড়ল না। শান্তিপ্রিয় বাংলার মানুষের কাছে ভোট হয়ে উঠল একটা বিভীষকা।

এরপর দুয়ের পাতায়

বিচার শেষ, আপিল শুরু

ভোট ব্যাঙ্ক লুঠের আশঙ্কা দুই শিবিরে

শক্তি ধর

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় পরিমার্জন সম্পূর্ণ হওয়ার পর যে ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে তাতে পশ্চিমবঙ্গের আগামী বিধানসভা নির্বাচনে যুযুধান প্রধান দুই পক্ষই মনে করছে তাদের ভোট ব্যাঙ্কের আমানত চুরি হয়ে গিয়েছে। তথ্য বলছে বিচার পর্ব শেষে যে প্রায় ২৭ লক্ষ ভোটার অযোগ্য বলে ভোটার তালিকা থেকে বাদ চলে গেল তার ৯০ শতাংশ মুসলিম সম্প্রদায়ের। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কের এই আমানতের প্রায় পুরোটাই রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের। আর বাকি ১০ শতাংশের সিংহ ভাগ আমানত হল মতুয়া ভোট ব্যাঙ্কের, বিশ্লেষকদের মতে যার পুরোটাই প্রধান বিরোধী দল বিজেপির। কোনো ব্যাঙ্ক যখন দেউলিয়া বা লুঠ হয় তখন যার বেশি আমানত জমা থাকে তার ক্ষতি হয় বেশি। তাই মুসলিম ভোটের আমানত হারাবার হা–হুতাশ তৃণমূল দলে শোনা যাচ্ছে অধিক। এই হতাশার বহিঃপ্রকাশ তৃণমূলে চরমে উঠেছে হামলা ভাবিয়ে তুলেছে তৃণমূল নেতৃত্বকে। মুসলিম ভোট যতটুকু এসআইআর–এর পরে বেঁচে আছে তা যাতে না হারাতে হয় তার মরিয়া চেষ্টা জন্ম দিয়েছে হুমায়ুনকে নিয়ে

তার কারণ খোয়া যাওয়ার বাইরে যে মুসলিম ভোটের আমানত এখনও জমা রয়েছে তাও লুঠ করতে হামলা চালাচ্ছে আসাদুদ্দিন, হুমায়ুন, নওশাদরা। স্বাভাবিকভাবেই এই একটা স্ট্রিং ভিডিও, যেখানে দেখা যাচ্ছে হুমায়ুন টাকার বিনিময়ে বিজেপির হয়ে মুসলিম ভোট বিচ্ছিন্ন করার মতলব করেছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

গঙ্গাসাগর সহ চার মেলা আন্তর্জাতিক হবে : অমিত শাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১০ এপ্রিল সল্টলেকের নভোটেল হোটেলে প্রকাশিত হল বিজেপির ভরসার শপথ যার মধ্যে রয়েছে ১৫ প্রতিশ্রুতি। প্রকাশ করলেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন শমীক ভট্টাচার্য, শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদার, শান্তনু ঠাকুর ও সংকল্প পত্র কমিটির প্রধান তাপস রায়।

এইসব প্রতিশ্রুতির মধ্যে বার বার জায়গা করে নিয়েছে সুন্দরবন এলাকার জীবন জীবিকার কথা। কৃষি উন্নয়ন বিভাগে রাজ্যের মৎস্যজীবীদের জন্য রয়েছে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় নথিভুক্ত করার প্রতিশ্রুতি। সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য বিভাগে রয়েছে গঙ্গাসাগর মেলা, মাহেশের রথ, বারুণী মেলা এবং বন্দনা উৎসবকে আন্তর্জাতিক মানের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক উৎসবে উন্নীত করার। এছাড়াও পরিবেশ বিভাগে স্থান করে নিয়েছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সংরক্ষণ ও সুরক্ষা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, মহিলা সশক্তিকরণ, যুবদের কর্মসংস্থান, মহার্ঘ ভাতা সহ বঙ্গ সমাজের প্রায় প্রত্যেকটা স্তরকেই ছুঁয়ে গিয়েছে কোনো ভরসার প্রতিশ্রুতি।

এরপর দুয়ের পাতায়

গোসাবা, ক্যানিং পশ্চিমে তৃণমূলে বড় ভাঙ্গন, চোরা স্রোত বাসন্তীতেও

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার কি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের তিনটি ব্লকে গেরুয়া সুনামি হতে চলেছে? কারণ, তৃণমূলের শক্ত দুর্গ সুন্দরবনে ক্রমশই তৃণমূল কংগ্রেসে বড় ভাঙ্গন প্রকট হয়ে উঠেছে। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ৫ এপ্রিল গোসাবার কাছারিবাজারে জনসভা করে যাবার রেশ কাটতে না কাটতেই ৭ এপ্রিল গোসাবা ব্লকের তৃণমূলের ২৭ জন শীর্ষ নেতা ও জনপ্রতিনিধি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর হাত থেকে বিজেপির পতাকা তুলে নিলেন। এই ঘটনায় এলাকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গোসাবায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করেছে সুব্রত মণ্ডলকে, যা অধিকাংশ তৃণমূলের কর্মী নেতা জনপ্রতিনিধিরা মানতে পারেনি। সেই সমস্ত নেতা–নেত্রীরা অভিষেকের জনসভায় অনুপস্থিত ছিলেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সভা মঞ্চ থেকেই হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, 'ভোটের পরে ব্যবস্থা নেবেন।' কিন্তু সেই হুঁশিয়ারিকে তোয়াক্কা না করে তৃণমূলের ২৭ জন শীর্ষ নেতা জনপ্রতিনিধিরা পদ্ম শিবিরে যোগ দিলেন। তারা হলেন, অনিমেষ মণ্ডল–উপাধ্যক্ষ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ, বাসন্তী পাত্র–ব্লক মহিলা নেত্রী গোসাবা,

তাপস মণ্ডল–পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ পঞ্চায়েত সমিতি, গীতা রানী কুইলা–বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ পঞ্চায়েত সমিতি, রঞ্জন মণ্ডল–উপপ্রধান আমতলী গ্রাম পঞ্চায়েত, বরুণ প্রামাণিক–প্রাক্তন প্রধান তিনবারের শম্ভুনগর গ্রাম পঞ্চায়েত, সবিতা প্রামাণিক–প্রধান শম্ভুনগর গ্রাম পঞ্চায়েত, প্রবীর মণ্ডল–উপপ্রধান লাহিড়িপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, বিকাশ নস্কর–অঞ্চল সভাপতি গোসাবা গ্রাম পঞ্চায়েত, হরিদাস হালদার–অঞ্চল সম্পাদক গোসাবা গ্রাম পঞ্চায়েত, প্রবীর মণ্ডল উপপ্রধান গোসাবা গ্রাম পঞ্চায়েত, অঞ্জলি সর্দার–প্রধান আমতলী গ্রাম পঞ্চায়েত, বিমান মণ্ডল–ব্লক সভাপতি বিজেপিতে যোগদান করলেন।

এরপর দুয়ের পাতায়

নাম বাদের তালিকায় শীর্ষে মুর্শিদাবাদ

কুনাল মালিক

৬ এপ্রিলম এসআইআর পর্বের বিচারাধীন তালিকায় যে সমস্ত ভোটারদের নাম ছিল তা বিবেচনা করে যে তালিকা প্রকাশ হয়েছে তাতে করে সারা রাজ্যে প্রায় ৯০ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩৪৫ জন ভোটারের নাম বাদ গেল। সবার শীর্ষে আছে মুর্শিদাবাদ, যেখানে সংখ্যাটি দাঁড়াচ্ছে ৪ লক্ষ ৫৫ হাজারেরও বেশি। এরপর কিছু নাম ঢুকতে পারে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে। তা না হলে ধরে নিতে হবে ভোট কমিশনের একটি সূত্র জানাচ্ছে বিচারাধীন তালিকায় থাকা ৬০ লক্ষ ৬৬ হাজার ৭৫ জন ভোটারের মধ্যে ৩২ লক্ষ ৬৪ হাজার ১১৯ যোগ্য বিবেচিত হয়েছে। ২৭ লক্ষ ১৬ হাজার ৩৯৩ জন অযোগ্য বলে চিহ্নিত হয়েছেন। ২২ হাজার ১৬৩ জন ভোটারের নামের নিষ্পত্তি হলেও তাতে জুডিশিয়াল অফিসারদের স্বাক্ষর করা হয়নি। সে ক্ষেত্রে আরও কিছু নাম সংযুক্ত বা বাদ পড়তে পারে। তাতে অবশ্য খুব একটা বড় পরিবর্তন হবে না বলেই জানা যাচ্ছে। তালিকা ফ্রিজ হয়ে যাওয়ায় সেক্ষেত্রে নতুন করে আর নাম সংযুক্ত করা যাবে না সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি ছাড়া। এসআইআর পূর্বে সারা পশ্চিমবঙ্গে ভোটারের সংখ্যা ছিল ৭.৬৬ কোটি। এখন সেই সংখ্যাটি দাঁড়াচ্ছে ৬.৭৭ কোটি। শেষমেষ সংখ্যাটা কিছুটা পরিবর্তিত হতে পারে। এসআইআর পর্বে শুরু থেকে শাসক তৃণমূলের সঙ্গে কমিশনের সংঘাত দিন দিন বাড়তে থাকে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কলকাতা হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে জুডিশিয়াল পদ্ধতিতে বিচারাধীন ভোটারদের নিষ্পত্তি করা হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একসময় আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিলেন, রাজ্যে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ যেতে পারে। কিন্তু কমিশনের তথ্য অনুযায়ী এই নামের সংখ্যা ১ কোটির গণ্ডি পার হয়নি। এখন দেখার এই এসআইআর পর্বের পর বিধানসভা নির্বাচনে কি প্রভাব পড়ে।

৪০ বছরে প্রায় ১ কিমি রাস্তা নদীগর্ভে

আতঙ্কে গ্রামবাসীরা

রবীন দাস : ভোট আসে ভোট যায় শুধুই মেলে প্রতিশ্রুতি কাজ আর হয় না। গ্রামে কংক্রিটের ঢালাইয়ের রাস্তা হয়েছে। বৈদ্যুতিক বাতিস্তম্ভগুলিতে আলো জ্বলেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আতঙ্কে রয়েছেন কাকদ্বীপ বিধানসভার নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নাদাভাঙা এলাকার বাসিন্দারা। কারণ গত প্রায় ৪০ বছর ধরে এই গ্রামের ১ কিলোমিটারেরও বেশি এলাকা নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রায় ১ হাজার পরিবারকে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হয়েছে। এখন আরো কয়েক হাজার পরিবার সেই আতঙ্ককে বুকে চেপে বসবাস করছেন। কারণ প্রবল নদী ভাঙনের ফলে এই গ্রাম ক্রমশই ছোট হয়ে আসছে। নির্বাচনের আগে গ্রামবাসীদের দাবি, এই এলাকায় স্থায়ী ভাবে নদী বাঁধ নির্মাণ করতে হবে। না হলে আগামীদিনে পুরো গ্রাম নদীগর্ভে তলিয়ে যাবে।

এ বিষয়ে গ্রামবাসী সুভাষ মান্না ও আনন্দ শিকদার বলেন, 'গ্রামের

অনেক উন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু নদী বাঁধের উন্নয়ন হয়নি। বাঁধ নির্মাণ করা হলেও ৬ মাস অথবা প্রতি ১ বছর অন্তর সেটি ভেঙে যাচ্ছে। এখনই স্থায়ীভাবে এখানে কংক্রিটের নদী বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজন রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলির কাছে সেই আবেদন জানানো হচ্ছে।' বিজেপি প্রার্থী দীপঙ্কর জানা বলেন, 'তৃণমূল সরকার নদী বাঁধগুলির উন্নয়নের ব্যাপারে কোনো নজর দেয়নি। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে, প্রথম লক্ষ্য হবে প্রতিটি নদী বাঁধকে স্থায়ীভাবে নির্মাণ করা।'

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মন্টুরাম পাখিরা বলেন, 'নদী বাঁধ নির্মাণ করার জন্য কেন্দ্র সরকার একটিও টাকা দেয় না। নিজস্ব তহবিল থেকে রাজ্য সরকার নদী বাঁধগুলিকে নির্মাণ করে। ওই এলাকায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে বহুবার বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু ওখানকার নদী খরস্রোতা হওয়ার কারণে এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। আগামীদিনে উন্নত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ওই এলাকায় স্থায়ী নদী বাঁধ নির্মাণ করা হবে।'

অনিয়মের অভিযোগ যুবসাথী প্রকল্পে

সুকান্ত কর্মকার : যুবসাথী প্রকল্পের টাকা না পাওয়ার অভিযোগে বাঁকুড়ার খাতড়া ব্লকে ৬ এপ্রিল উত্তাল হয়ে উঠল ব্লক চত্বর। দীর্ঘদিন ধরে টাকা না পাওয়ায় বিক্ষোভকারীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। রাজ্য সরকারের প্রতি অভিযোগ, যুবসাথী প্রকল্পের আবেদন করার পর অনেককেই তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পেয়ে গেছেন। কিন্তু বিপুল সংখ্যক আবেদনকারীরা এখনো পর্যন্ত সেই টাকা পায়নি। বারবার বিডিও অফিসে যোগাযোগ করেও কোন সদুত্তর না মেলায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন অভিযোগকারীরা।

অভিযোগকারীরা ওই দিন বিডিও অফিসে ঘেরাও করে স্লোগান দিতে থাকে প্রশাসনের বিরুদ্ধে। তাদের দাবি অবিলম্বে বকেয়া টাকা মিটিয়ে দিতে হবে এবং কেন এত বিলম্ব হচ্ছে তা সঠিক ভাবে জানিয়ে দিতে হবে।

পথশ্রী প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ

গুণমান নিয়ে প্রশ্ন গ্রামবাসীদের

সৌরভ নস্কর : কোটি টাকার সরকারি প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠল গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। বিষ্ণুপুরের বাসিন্দারা 'পথশ্রী–৪' প্রকল্পের অধীনে হওয়া রাস্তার কাজ অত্যন্ত নিম্নমানের হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, গ্রামবাসীরা জোটবদ্ধ হয়ে রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন।

গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিরঞ্জন পল্লী উন্নয়ন সংস্থা ক্লাব থেকে রাজু শাহুর বাড়ি পর্যন্ত ২,২৯০ মিটার ঢালাই রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। যার জন্য সরকারি বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৩৮৯৯ টাকা। কিন্তু কাজ চলাকালীন এলাকার সাধারণ মানুষ লক্ষ্য করেন, ঢালাই করার মাত্র ৫ থেকে ৭ ঘণ্টার মধ্যেই রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় ফাটল দেখা দিচ্ছে। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, কাজের গুণমান নিয়ে শুরু থেকেই নয়ছয় করা হচ্ছে। সিডিউল অনুযায়ী যেখানে রাস্তার পুরুত্ব ৬ ইঞ্চি হওয়ার কথা, সেখানে

ঠিকাদার সংস্থা মাত্র ৪ ইঞ্চি ঢালাই দিচ্ছে। এছাড়া অভিযোগে আরও বলা হয়েছে– অত্যন্ত নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে। পর্যাপ্ত পরিমাণে সিমেন্ট না দিয়ে বালি ও খোয়ার আধিক্য রাখা হয়েছে। বেধ কমিয়ে দিয়ে সরকারি অর্থের তছরূপ করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন প্রতীক্ষিত এই রাস্তার এমন বেহাল দশা দেখে ক্ষোভে ফুটছেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের সাফ কথা, সরকারি টাকার অপচয় করে এই ধরণের নিম্নমানের কাজ তাঁরা মেনে নেবেন না। বর্তমানে রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুই পক্ষের বক্তব্য নিচে তুলে ধরা হলো– বিজেপি নেতা অরুণাভ দাস তৃণমূল কংগ্রেসকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে বলেন, তৃণমূল বুঝে গেছে তারা আর কাটমানি খাওয়ার সময় পাবে না, কারণ এই দলটা ৪ তারিখের প্রশাসনে থাকা অনিশ্চিত।

এরপর দুয়ের পাতায়

কাজের খবর

অর্থনীতি

বাজারে স্বস্তির নিঃশ্বাস

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

বুধবার যখন এই লেখা লিখছি ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি ২৪,০০০ ক্রস করেছে। গতকাল মাঝরাতের ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ১৫ দিনের জন্য আমেরিকা ইজরায়েল এবং ইরানের আগ্রাসী যুদ্ধ বন্ধ থাকবে এবং হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজগুলোকে বিনা বাধায় যাতায়াত করতে দেওয়া হবে। স্বাভাবিক কারণেই এই দম বন্ধ পরিস্থিতি আমেরিকাকে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। আবার এটাও ঠিক এই অবস্থায় যুদ্ধ যদি চলতে থাকতো তাহলে সারা বিশ্বের অর্থনীতি আরও বিপুল পরিমাণে ক্ষতির সম্মুখীন হত। এই খবরে কাঁচা তেলের দাম প্রায় ১৬% কমে গেছে। সোনা ও রুপোর দাম স্থিতিশীল। এই যুদ্ধে এখনো বিপুল পরিমাণ ক্ষতির পর আগামীতে মুদ্রায় স্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার কেমন ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার দিকেও বাজার লক্ষ্য রাখবে। বিনিয়োগকারীদের বেশি জরুরি হচ্ছে

থেকে ১ দিনেই বাজার ৯০০ পয়েন্ট অতিক্রম করেছে। এখন দেখার এই ১৫ দিন আলোচনার মাধ্যমে এতদিন ধরে যে দীর্ঘ সমস্যা ছিল সেটা পূরণ হয় কিনা। ইরান যেসব শর্ত রেখেছে সেটাকে কার্যকরী করতে হলে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের ক্রমাগত বিক্রি থামছে কিনা সেটাও লক্ষ্য করা। আগামী সপ্তাহে নিরিখে বাজার নিচের দিকে ২৩,২০০ এবং উপরের দিকে ২৪,৮০০ এই রেঞ্জের মধ্যেই থাকার সম্ভবনা।

উন্নত উৎপাদনের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা

প্রীতম দাস : ৮ এপ্রিল কলকাতায় কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির উদ্যোগে 'দ্য জার্নি অফ অ্যাডভান্স ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড রোড অ্যাহেড' শীর্ষক এক জাতীয় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জানানো হয়, 'মেক ইন ইন্ডিয়া' ও 'প্রোডাকশন লিংকড ইনসেনটিভ'–এর মতো সরকারি উদ্যোগের ফলে ভারত গ্লোবাল অ্যাসেম্বলি হাব থেকে উন্নীত হয়ে শক্তিশালী উৎপাদন নেতৃত্বে পৌঁছেছে, যা ও প্রতিক্রিয়াশীল ইকোসিস্টেম তৈরি করে। এআই–নির্ভর ডেটা বিশ্লেষণ প্রেডিক্টিভ মেইনটেন্যান্স, রিয়েল–টাইম কোয়ালিটি কন্ট্রোল ও উন্নত সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়া, রিয়েল–টাইম মনিটরিং ও প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিক্স উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরও দক্ষ ও লাভজনক করে তুলছে।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিআইআই জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান দিলীপ সাইনি। এছাড়াও

বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ ও দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। আলোচনায় উঠে আসে, আগামী দিনে ভারতের লক্ষ্য হবে অ্যাডভান্স ম্যানুফ্যাকচারিং—যেখানে এআই, আইআইওটি, রোবোটিক্স, অটোমেশন ও ডিজিটাল রূপান্তরের মাধ্যমে উদ্ভাবনকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। এতে দক্ষতা বৃদ্ধি ও অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে ভারত একটি উদ্ভাবন ও নেতৃত্বের কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা জানান, আধুনিক উৎপাদনের ভিত্তি হলো ভৌত সম্পদ ও ডিজিটাল সিস্টেমের সমন্বয়, যা একটি স্মার্ট বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন এ টি মোটরসের স্ট্রাটেজিক রিলেশনশিপের অন্যতম প্রধান ড. রেঙ্গারাজন শেষার্দী, টাটা কেমিক্যালস লিমিটেডের চিফ ডিজিটাল এন্টারপ্রাইজের আইটি অ্যান্ড ডিজিটাল কাস্টমার এক্সপেরিয়েন্স অফিসার সরজিৎ ঝাঁ, পিসিবিএল কেমিক্যাল লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর নীলেশ কৌল, সিআইআই মাইনিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন ইকুইপমেন্ট ডিভিশনের চেয়ারম্যান বিবেক ভাটিয়া ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওয়েবেলের চেয়ারম্যান সুতীর্থ ভট্টাচার্য্য।

গঙ্গাসাগর সহ চার মেলা

প্রথম পাতার পর

সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের উত্তরে চলতি রাজনীতি নানা কথা উঠে এসেছে অমিত শাহর আলোচনায়। এই অবসরে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন ক্ষমতায় এলে একজন যোগ্য বাঙালিই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হবেন।

গত মাসের ২০ তারিখ তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় কালীঘাটের বাড়ী থেকে এবারের ভোটের ইস্তাহার প্রকাশ করেছিলেন যার মধ্যে ছিল ১০টি অঙ্গীকার। ছিল লক্ষ্মীদের জয়, স্বনির্ভরতা অক্ষয়, যুবদের পাশে জীবিকার আশ্বাসে, বাজেটে কৃষি কৃষকের হাসি, নিশ্চিত বাসস্থান চিন্তার অবসান, ঘরে ঘরে নল পরিশ্রুত পানীয় জল, স্বাস্থ্যের অধিকার বাংলার সবার, শিক্ষাই সম্পদ ভবিষ্যৎ নিরাপদ, পূর্বের বাণিজ্যের কাণ্ডারী বাংলাই দিশারী, প্রবীণদের পাশে যত্নের আশ্বাসে, প্রশাসনিক সুবিধায় নতুন দিগন্ত বাংলায়।

পথশ্রী প্রকল্পে দুর্নীতির

প্রথম পাতার পর

তাই যে যেভাবে পারছে লুটে নিচ্ছে। এক কোটি টাকার ওপরের কাজ এরা ৫০ লক্ষ টাকার কমে কমপ্লিট করতে চাইছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, এই রাস্তার মূল কন্ট্রাক্টরের বাড়ি ডায়মন্ড হারবারে এবং সাব–কন্ট্রাক্টর হিসেবে যিনি কাজ করছেন তিনি এক মন্ত্রীর জামাই। অরুণাভ বাবু স্পষ্ট জানান, যতক্ষণ না সিডিউল বা ওয়ার্ক অর্ডার মেনে কাজ হচ্ছে, ততক্ষণ কাজ বন্ধ থাকবে এবং তিনি এলাকাবাসীদের এই দাবির পাশে আছেন। অন্যদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য তথা জিবিডিএ–র ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপ কুমার পাত্র জানান, 'মা তারা এন্টারপ্রাইজ' এই কাজটি করছে। প্রাথমিক পর্যায়ে টেকনিক্যাল কোনো ত্রুটির কারণে বা মাটি বসে যাওয়ার ফলে রাস্তায় ফাটল দেখা দিয়েছে। এলাকাবাসীর আবেদনের ভিত্তিতে কাজ আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। তিনি আরও যোগ করেন যে, বিষয়টি ইঞ্জিনিয়ারকে জানানো হয়েছে। তবে বর্তমানে নির্বাচনের কারণে সব দপ্তর বন্ধ থাকায় কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ইঞ্জিনিয়ার এসে উপযুক্ত সমাধানের মাধ্যমে পুনরায় কাজ শুরু করার ব্যবস্থা করবেন। গ্রামবাসীদের দাবি, যথাযথ সরকারি নজরদারিতে সিডিউল মেনে গুণমান বজায় রেখেই যেন নতুন করে রাস্তাটি নির্মাণ করা হয়।

ভারতীয় টাঁকশালে ৭৬ অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় টাকশাল বিভাগ জুনিয়র অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট ও জুনিয়র টেকনিশিয়ান পদে ৭৬ জন লোক নিচ্ছে।

কারা কোন পদে আবেদনের যোগ্য: জুনিয়র অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট: যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা

কম্পিউটারে ইংরিজি টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত ৪০টি শব্দ তোলার গতি থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ : আই.জি.এম.এম. এ ৩টি (জেনাঃ ১. তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। আই.জি.এম.এইচ.–এ ৬টি (জেনাঃ ৩, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। আই.জি.এম.এন–এ ৪টি (জেনাঃ ১. তাজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)।

জুনিয়র টেকনিশিয়ান (ফিটার): মাধ্যমিক পাশর। আই.টি.আই. থেকে ফিটার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ: আই.জি.এম.এম.–এ ১৮টি (জেনাঃ ১০, ই.ডব্লু.এস. ১. তঃজাঃ ২. তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৪)। আই.জি.এম.কে.–এ ১৩টি (জেনাঃ ৮, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩)। আই.জি.এম.এইচ. –এ ১৩টি (জেনাঃ ৬, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩)। আই.জি.এম.এন–এ ৩টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১)।

জুনিয়র টেকনিশিয়ান (অ্যাটেন্ড্যান্ট অপারেটর কেমিক্যাল প্ল্যান্ট): মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে কেমিক্যাল প্ল্যান্ট অপারেটর, অ্যাটেন্ড্যান্ট অপারেটর (কেমিক্যাল প্ল্যান্ট) ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ: আই.জি.এম.এম.–এ ৩টি (জেনাঃ)।

জুনিয়র টেকনিশিয়ান (টার্নার): মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে টার্নার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ: আই.জি.এম.এম.–এ ২টি (জেনাঃ ১. তঃজাঃ ১)। আই.জি.এম.কে. –এ ৫টি (জেনাঃ ৪. ও.বি.সি. ১)। আই.জি.এম.এন –এ ২টি (জেনাঃ)।

জুনিয়র টেকনিশিয়ান (কার্পেন্ট্রি): মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে কার্পেন্টার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ: আই.জি.এম.এম–এ ১টি (ও.বি.সি.)। জুনিয়র টেকনিশিয়ান (ইলেক্ট্রিশিয়ান): মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ: আই.জি.এম.এম –এ ২টি (তঃজাঃ ১. ও.বি.সি. ১)। জুনিয়র টেকনিশিয়ান (গোল্ডস্মিথ) মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে গোল্ডস্মিথ ট্রেডের ২ বছরের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা ১ বছরের ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিস সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। আই.টি.আই থেকে ফিটার ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা ১ বছরের ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। শূন্যপদ: আই.জি.এম.এইচ–এ ১টি (জেনাঃ)। জুনিয়র টেকনিশিয়ান (মেল্টার): মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে ফাউন্ড্রি ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। শূন্যপদ আই.জি.এম.কে–এ ২টি (জেনাঃ)। ওপরের সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ২৭–৪–২০২৬–র হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, ট্রেড টেস্ট ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে মে–জুন মাস নাগাদ। টাইপিং টেস্ট হবে জুন–জুলাই মাসে। ফল বেরোবে জুলাই–আগস্ট মাসে।দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ২৭ এপ্রিলের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: https://igmnoida.spmcil.com এজন্য বৈধ ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও যাবতীয় প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১,০০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ২০০) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

সিএসআইআর–এ বৈজ্ঞানিক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট(সিএসআইআর)–এ ৮ এপ্রিল শুরু হল 'কম্পিউটেশনাল এবং ডেটা–চালিত অ্যাডভান্সড ম্যাটেরিয়ালস–২০২৬' শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সম্মেলন। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ঐতিহ্যবাহী প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে, যা এক উজ্জ্বল ও জ্ঞানসমৃদ্ধ আয়োজনের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে স্বাগত ভাষণ ও প্রসঙ্গ নির্ধারণ করেন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক প্রফেসর বিক্রমজিৎ

বসু আধুনিক উপাদান বিজ্ঞানে কম্পিউটেশনাল ও ডেটাচালিত গবেষণার গুরুত্ব তুলে ধরে সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। এরপর বক্তব্য রাখেন সিএসআইআর–ফোর্থ প্যারাডিম ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. জি কে পাত্র। তিনি গবেষণায় উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটিং এবং ডেটা অ্যানালিটিক্সের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার উপর জোর দেন। এস এন বোস ন্যাশনাল সেন্টার ফর বেসিক সাইন্সের পরিচালক প্রফেসর তনুশ্রী সাহা দাশগুপ্তের বক্তব্যে তিনি আন্তঃবিভাগীয় গবেষণা এবং নতুন প্রজন্মের বিজ্ঞানীদের জন্য এই ধরনের সম্মেলনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ড. ইন্দ্রজিৎ তাহের। দেশ–বিদেশের গবেষকদের মধ্যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ছবি : বুদ্ধদেব মিশ্র

চোরা স্রোত বাসন্তীতেও

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে, ওই দিনই ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের শৈবাল লাহিড়ী যিনি জেলা পরিষদের একসময় সহকারী সভাধিপতি ছিলেন তিনি এবং তার সঙ্গে কৃষ্ণ মণ্ডল–প্রাক্তন উপপ্রধান বাঁসড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, সিরাজউদ্দিন–প্রাক্তন উপপ্রধান বাঁশরা গ্রাম পঞ্চায়েত, প্রতিমা সরদার–প্রধান হাটপুকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, রফিক শেখ– কনভেনার তৃণমূল কংগ্রেস, দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ বারের প্রধান অর্ণব রায় সহ ১৩ জন নেতা–নেত্রী পদ্ম শিবিরে যোগ দিয়েছেন। পাশাপাশি আরো একটি সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, বাসন্তী বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের অন্দরে একটা চোরা স্রোত বইছে। এই কেন্দ্রে বিধায়ক ছিলেন শ্যামল মণ্ডল তিনি দীর্ঘদিনের তৃণমূলের সঙ্গী এবং একসময় জেলা পরিষদে যখন তৃণমূলের ৪ জন সদস্য ছিল তখনও তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন, একদা বিধানসভা কেন্দ্রে জয়লাভ করে তিনি মন্ত্রীও হয়েছিলেন পরবর্তী সময়ে। তার বিধানসভা পরিবর্তন করে বাসন্তীতে দেওয়া হয় যেখান থেকে তিনি জিতেছিলেন। কিন্তু এবার তৃণমূল কংগ্রেস তাকে প্রার্থী না করে জেলা পরিষদের বর্তমান সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশালকে প্রার্থী করেছে। সূত্রের খবর শ্যামল মণ্ডলের অনুগামীরা এই বিষয়টিকে মেনে নিতে পারেনি। তাই ভিতরে একটা চোরা স্রোত বইছে। অন্যদিকে, এই কেন্দ্রে আইএসএফের প্রার্থী হয়েছেন অসিত রায় এবং আরএসপি–র প্রার্থী হয়েছেন সমর বিশ্বাস এবং বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন বিকাশ সর্দার। বাসন্তী ব্লকে আইএসএফের একটা বেশ প্রভাব আছে। এখানে সংখ্যালঘু ভোট যদি তৃণমূল কংগ্রেস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ অংশটা যদি আইএসএফ কিংবা আরএসপি বা বিজেপির দিকে চলে যায় তাহলে এই আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের জেতাও খুব টাফ হয়ে যাবে। এখন দেখার শাসকদল এই চ্যালেঞ্জকে কিভাবে গ্রহণ করে নির্বাচনের বৈতরণী পারাপার করে। সুন্দরবন এলাকার বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা বলে মনে হল সর্বত্রই একটা চোরা স্রোত বইছে? যদি নির্বাচনের দিন অবাধ এবং সুষ্ঠুভাবে পরিবেশ থাকে তাহলে সুন্দরবন এলাকায় এবার গেরুয়া সুনামি হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে। যদিও তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রের খবর তারা এ সমস্ত বিষয়কে গুরুত্ব দিচ্ছে না, এলাকার উন্নয়নের জন্যই মানুষ আবার তৃণমূলকেই ভোট দেবে।

জ্ঞানেশ কি বদলাতে পারবেন

প্রথম পাতার পর

এবার ২০২৬, ফের আর একটা বিধানসভা নির্বাচনের দ্রোহ কাল চলছে বাংলায়। নির্বাচন কমিশন কোমর বেঁধে উঠে পড়ে লেগেছে বাংলার এই নির্বাচনকে সন্ত্রাস ও ভয় মুক্ত করতে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার সম্ভবত তাঁর আমলা জীবনের সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করেছেন। অভিযান শুরু করেছেন ২৪ বছর ধরে থেমে থাকা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় পরিমার্জন চালু করে। ২০২৩ সালে আলিপুর বার্তায় 'গণতন্ত্রের কান্না' ধারাবাহিকের প্রথম শিরোনাম ছিল, 'গণতন্ত্রের প্রথম সিঁড়িটাই বড় পিচ্ছিল, হড়কে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।' কারণ নির্ভেজাল জনমত ছাড়া প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। আর এই জনমতের চাবিকাঠি হল স্বচ্ছ ভোটার তালিকা। আশার কথা কমিশনের এসআইআর–এ সেটাই মান্যতা পেয়েছে এবং বহু কাঁটা মাড়িয়ে, ঘষে মেজে সেই পিচ্ছিলতা কেটেছে বলে মনে করছে নির্বাচন কমিশন, অবশেষে প্রকাশিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। বাদ গিয়েছে প্রায় ৯১ লক্ষ নাম।

ভোটার তালিকার নজিরবিহীন পরিমার্জনের পাশাপাশি এ রাজ্যে ভোট পরিচালনার অভিজ্ঞতা বাংলাকে রূপ দিয়েছে এক যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে মুখোমুখি বাংলার ভোট হিংসা ও নির্বাচন কমিশন। লক্ষ্য, পশ্চিমবঙ্গে স্বচ্ছ ও ভয়হীন ভোট প্রতিষ্ঠা। ভয়ঙ্কর নখ, দাঁত বার করে দখলদারির রাজনীতি যখন হুমকি, উস্কানি, প্ররোচনা মজুত করছে তখন পর্যবেক্ষক, সিসি ক্যামেরা, আধা সামরিক বাহিনী, সাঁজোয়া গাড়ি দিয়ে কমিশন সাজাচ্ছে তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা। চলছে বাহিনীর টহল, বুলেটপ্রুফ যানের আগমন। তবু প্রশাসনিক দুর্বলতায় পরিস্থিতির আশানুরূপ উন্নতি হচ্ছে না বলেই যত দিন যাচ্ছে বাড়ছে বাহিনী সহ যুদ্ধ সামগ্রীর পরিমাণ। প্রথম দফার ভোটের আর দিন ১০/১২ বাকি। কমিশন বলছে এ যুদ্ধ তারাই জিতবে, হারবে বাংলার ভোটের এতদিনের কুৎসিত কালচার। কমিশনের মত বাংলার মানুষও এটাই বিশ্বাস করতে চায়, তবু বিশ্বাস ভঙ্গের আশঙ্কা তৈরী করে অতীতের স্মৃতিগুলো। তবে আগামী বাংলার ভবিষ্যৎ গড়তে এ লড়াইতে নির্বাচন কমিশনকে একা ছেড়ে দিলে হবে না। বুকে সাহস নিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে এলাকায় এলাকায় মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে ভোট হিংসার বিরুদ্ধে, পাশে থাকতে হবে কমিশনের। বিশ্বাস রাখতে হবে জনশক্তির উপরে। এগিয়ে আসুন, সবাই মিলে ঘোচাতে হবে বাংলার বদনাম।

ভোট ব্যাঙ্ক লুঠের আশঙ্কা দুই শিবিরে

প্রথম পাতার পর

তৃণমূল, বিজেপি, হুমায়ুন সবাই এই ভিডিও পরীক্ষার জন্য ফরেন্সিক ল্যাবরেটারিতে পাঠাবার কথা বললেও কেউই কিন্তু লিখিত অভিযোগ জানাচ্ছে না বা আদালতে যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে ভোটের আগে এমন আরও ভিডিও নাকি বিঁধতে পারে নওশাদ,আসাদুদ্দিন এমনকি শুভেন্দু অধিকারীকেও। মুসলিম ভোট নিয়ে এ লড়াই আরও তীব্র হবে বলেই রাজনৈতিক মহল মনে করছে। ওদিকে মতুয়া ভোট আমানত হারিয়ে বিজেপির মধ্যেও যে হা–হুতাশ নেই তা নয় তবে তৃণমূলের বিপুল ক্ষতি দিয়ে তারা তা মানিয়ে নিতে মন প্রস্তুত করে ফেলেছে। মতুয়া নেতা শান্তনু ঠাকুর বলেছেন, মুসলিম ভোট বাদ দিতে গিয়ে কিছু মতুয়াকে যদি সাময়িকভাবে থেমে থাকতে হয় তাতে ক্ষতি নেই। অতএব দুঃখ থাকলেও তা আপাতত চেপে রেখেই তারা লড়াইয়ে সামিল হয়েছে। তবে ভোট ব্যাঙ্ক খালি হয়ে যাবার এই হতাশা স্বাভাবিক, কারণ কোনো আমানতই পৈতৃক সূত্রে পাওয়া নয়, অনেক কষ্ট করে করে ধীরে ধীরে নানাকৌশলে তা জোগাড় করতে হয়েছে। বিশ্লেষণ বলছে, ২০১১ সালের পরিবর্তনের তীব্র হওয়াতেও মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কে তৃণমূলের আমানত নিরঙ্কুশ ছিল না। যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা ৩৫ শতাংশ থেকে ৬৬ শতাংশ সেই মুর্শিদাবাদ (৬৬.৩%), মালদা (৫১.৩%), উত্তর দিনাজপুর (৪৯.৯%),বীরভূম (৩৭.১%) এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা (৩৫.৬%)–র ৮৫টি আসনের ১৪টি ছিল কংগ্রেসের দখলে। বামেদের ঝুলিতে ছিল ৬টি আর দক্ষিণ ২৪ পরগনা হাতে থাকায় টিএমসি ৩৬ টি আসন পেয়েছিল ঠিকই কিন্তু মুর্শিদাবাদ ও মালদায় টিএমসির ছিল ১টি করে আসন এবং কংগ্রেসের ছিল যথাক্রমে ১৪টি ও ৮টি আসন। এরপর তৃণমূল নানা প্রকল্পের মাধ্যমে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কে জমা করতে থাকে। যার ফল মিলেছে ২০১৬ সালে। টিএমসি এক লাফে দখল করে নেয় ৪৬টি মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ আসন। তুষ্টিকরণের অভিযোগে আমল না দিয়ে এরপরও তৃণমূল এমন সব প্রকল্প চালু করে যা ২০২১–এর নির্বাচনে তাদের ঝুলি ভরে দেয় মুসলিম ভোট। কংগ্রেস ও বামকে নিশ্চিহ্ন করে ৮৫টির মধ্যে দখল করে নেয় ৭৫টি। এত কসরৎ করে জমা করা সেই মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কে হাত পড়লে উত্তেজনা স্বাভাবিক।

এবার তাকানো যাক মতুয়া ভোট ব্যাঙ্কের দিকে। মতুয়ারা একটি বিশিষ্ট তফশিলী জাতি, যাদের অধিকাংশই নমশুদ্র। ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে তারা বাংলাদেশ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) থেকে চলে এসেছিলেন। জনসংখ্যার ১৭.৪ শতাংশ নিয়ে তারা এখন রাজবংশী ও বাগদিদের পর বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম তফসিলি জনগোষ্ঠী। রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ৪৫টিতে তাদের আধিপত্য রয়েছে। এরা দক্ষিণবঙ্গের নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান ও হাওড়া এবং উত্তরবঙ্গের কোচবিহার ও মালদা সহ বেশ কয়েকটি জেলায় বিস্তৃত। ২০১৬ থেকে ২০২১–এ বিজেপি হিন্দু শরণার্থীদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে, সিএএ চালু করে তাদের মতুয়া ভোট ব্যাঙ্ক এ আমানত বাড়িয়েছে যা গত লোকসভা নির্বাচনে কাজে লেগেছে। এবারেও বহু মতুয়াকে নাগরিকত্ব দিয়ে তাদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান করে দিয়েছে বিজেপি। আবার এটাও ঠিক যে, নথিপত্রের জটিলতা, সময়ের অভাবে মতুয়াদের একটা বড় অংশকে এবারের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যায় নি যার অভিঘাত পড়তে পারে আগামী ভোটে। তবে তা মুসলমানদের তুলনায় অনেকটা কম বলে বিজেপির হা–হুতাশ কম।

এখন লক্ষণীয় হল, বাংলায় সব দল অযোগ্য বলে বিবেচিত ২৭ লক্ষ ভোটারের জন্য কেঁদে ভাসালেও বুক ঠুকে কেউ দাবী করতে পারছে না যে ট্রাইবুনাল প্রক্রিয়া শেষ করে তবেই ভোট হোক। অর্থাৎ সব শেষে কালজয়ী সেই বাংলা প্রবাদ অনুযায়ী রাজায় রাজায় যুদ্ধের ফলে উলুখাগড়া হয়ে গেল সাধারণ মানুষই। সবাই পালিয়ে গেল এদের ফেলে। যে দল বাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার সেই তৃণমূলের কাছে এই পরিস্থিতি শাঁখের করাত। পিছোলে শেষ পর্যন্ত পাশে না থাকার বদনাম, এগোলে রাষ্ট্রপতি শাসনের ভয়। কারণ তৃণমূল জানে এসআইআর নিয়ে যে জটিলতা তারা তৈরী করেছে এখন বুমেরাং হয়ে তা ফিরে এসেছে তাদের কাছে। ফলে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কের আরও ক্ষয় আটকাতে জনমানসে বিজেপির ভয় ছড়ানো, হুমকি দেওয়া, উল্টো পাল্টা ভিডিও প্রকাশ ছাড়া আর কোনো উপায় তাদের কাছে বাকি নেই। দিনের শেষে রাজনৈতিক কচকচি ছেড়ে জনগণের প্রশ্ন হল, গণতন্ত্রের প্রথম ধাপ ভোটার তালিকার পিচ্ছিল ময়লা কি তোলা গেল? এত কসরৎ করে তৈরী এবারের ভোটার তালিকা কি একটা ছাপ্পাহীন, স্বচ্ছ, শান্তিপূর্ণ ভোট বাংলাকে উপহার দিতে পারবে? ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি কি প্রভাব ফেলবে আগামী নির্বাচনে? উত্তর দেবে ২৩ ও ২৯ এপ্রিল বাংলার ভোট।

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী
যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

১১ এপ্রিল –১৭ এপ্রিল, ২০২৬

মেষ রাশি : আপনি কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে পারেন। তাই, কাজে কোনো রকম অবহেলা বা আলস্য পরিহার করুন। আপনি প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসও অনুভব করবেন। কখনও কখনও, পরিস্থিতির কারণে, আপনি কাজ স্থগিত করার চেষ্টা করতে পারেন, যার ফলে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন।

বৃষ রাশি : একজন ধার্মিক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ আপনার চিন্তাভাবনায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে এবং আপনি জীবনকে আরও ভালো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করবেন। শিক্ষার্থীরা সাক্ষাৎকার বা কর্মজীবন–সম্পর্কিত পরীক্ষায় সফল হতে পারে। বন্ধুদের সাথে তুচ্ছ ঘোরাঘুরিতে সময় নষ্ট করবেন না।

মিথুন রাশি : সপ্তাহে আপনি ব্যক্তিগত ও শখের কাজে বেশি সময় কাটাবেন। এছাড়াও, আপনি বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার কাজেও আনন্দময় সময় কাটাবেন। বন্ধুদের সাথে ঘোরাঘুরি তাদের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

কর্কট রাশি : আপনি শক্তি ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকবেন। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে যেকোনো কঠিন কাজ সম্পন্ন করার ক্ষমতা আপনার থাকবে। আলোচনার মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করুন; আপনি অবশ্যই একটি উপযুক্ত সমাধান খুঁজে পাবেন। আপনার রাগ এবং অহংকার নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি।

সিংহ রাশি : আপনার ব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও, আপনি আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখবেন, যা আপনাদের সম্পর্ককে সৌহার্দ্যপূর্ণ রাখবে। কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাৎও ফলপ্রসূ হবে। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা যেকোনো সমস্যা বা উদ্বেগের সমাধান হবে।

কন্যা রাশি : পরিবারের কোনো অবিবাহিত সদস্য বিয়ের প্রস্তাব পেতে পারেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ফলপ্রসূ ও সম্মানজনক হবে। এই সময়ে গ্রহের অবস্থান আপনার জন্য নতুন সাফল্য তৈরি করছে, যা অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে। এই সপ্তাহে খরচ বেশি হবে। নেতিবাচক প্রবণতার মানুষদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন, অন্যথায় আপনি আপনার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হতে পারেন। রাগ পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলতে পারে, তাই এই বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক থাকুন।

তুলা রাশি : বাড়িতে কোনো শুভ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হবে। গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক বিষয়ে আলোচনায় আপনার পরামর্শকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হবে। আপনার জীবনে কিছু অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটবে, যা আপনার জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনবে। আপনার সন্তানের কোনো অজানা নেতিবাচক আচরণ আপনাকে বিচলিত করতে পারে

বৃশ্চিক রাশি : গ্রহের অবস্থান এবং ভাগ্য আপনার অনুকূলে থাকবে। আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমর্থন আপনার জন্য অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করবে। আপনার ব্যস্ততার মাঝেও আপনি পরিবারের সাথে কেনাকাটা ও ভ্রমণের জন্য কিছুটা সময় পাবেন। তবে মনে রাখবেন, অতিরিক্ত তাড়াহুড়ো এবং আবেগ বিশ্বাসঘাতকতার কারণ হতে পারে।

ধনু রাশি : আপনি সবকিছু কীভাবে গুছিয়ে নেবেন তা বুঝে উঠতে পারবেন না। তবে, পরে পরিস্থিতি অনুকূলে আসবে এবং আপনার কাজ আপনাআপনি হয়ে যেতে শুরু করবে। যদি আপনি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, তবে তা পরিশোধ করে ফেরত পেতে পারেন। মানুষের সাথে মেলামেশার সময় সচেতন থাকুন যে আপনার কিছু গোপনীয় বিষয় ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

মকর রাশি : বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শ ও অভিজ্ঞতা অনুসরণ করা উপকারী হবে। আপনি জীবনের ইতিবাচক দিকগুলো উপলব্ধি করার সুযোগও পাবেন। ধর্মীয় কার্যকলাপের প্রতি আপনার ঝোঁকও বৃদ্ধি পাবে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার প্রতি উদাসীন হওয়া উচিত নয়, কারণ এটি তাদের ফলাফলের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত টাকার লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করো।

কুম্ভ রাশি : পরিবারের কোনো সদস্যের অসামান্য সাফল্যের কারণে বাড়িতে উৎসবের আমেজ থাকবে। কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাৎ আপনার জনপ্রিয়তা বাড়াবে এবং আপনার সামাজিক পরিধি প্রসারিত করবে। আর্থিক লেনদেন করার সময় আপনাকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। আপনি প্রতারিত হতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্য চমৎকার থাকবে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে মাঝে মাঝে অলসতা বোধ হতে পারে।

মীন রাশি : আকর্ষণীয় কার্যকলাপে অতিবাহিত হবে, যা আপনাকে নতুন করে শক্তি জোগাবে। শিক্ষার্থীরা তাদের কর্মজীবন সম্পর্কে কিছু ভালো খবর পেতে পারে। তবে মনে রাখবেন যে আপনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাদ দিয়ে ফেলতে পারেন। তাই, অবহেলা পরিহার করুন এবং আপনার দৈনন্দিন রুটিন গুছিয়ে নেওয়া জরুরি। কোনো বড় বিনিয়োগ করার আগে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে নিন।

শব্দবার্তা ৩৮৬

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১. বড়ো পুকুর, দিঘি ৪. বৈষ্ণবদের সংকীর্তন ও ভোজের উৎসব ৫. রাবণ ৭. চোখের পাতা না পড়া, পলকহীন ৯. সতর্কতা ১০. তরবারি, অসি।

উপর–নীচ

১. খবর ২. রোজার মাস ৩. মৃত্যুসময় ৬. তরিতরকারি, আনাজপাতি ৭. খোলা ৮. ভ্রমণশীল ফকির।

সমাধান : ৩৮৫

পাশাপাশি : ১. অনাচার ৪. ফাগ ৫. জবাবদিহি ৭. তলব ৯. কবিতা ১০. পরামানিক ১১. ঘর ১২. আমর্শন।

উপর–নীচ : ১. গঙ্গা ২. চাষবাস ৩. ইলাহি ৪. ফাটলধরা ৬. দিবাবিহার ৮. বেনিয়ম ১০. পরাগ ১১. ঘন।

ভোটের আগে বীরভূমে কড়া নজরদারি

বিশাল দাস, শান্তিনিকেতন : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বীরভূম জেলাজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে তৎপর হয়ে উঠেছে প্রশাসন। ৭ এপ্রিল কীর্ণাহার থানার উদ্যোগে দাসকলগ্রাম কড়েয়া ২ নম্বর অঞ্চলের ৫টি গ্রামে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের যৌথ রুট মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। তারা পাটনীল,

পলসা, দেবগ্রাম, আনাইপুর ও বালিয়ারা—এই ৫টি গ্রামের বিভিন্ন পাড়া, মোড় এবং চিহ্নিত সংবেদনশীল এলাকা ঘুরে দেখেন। শুধু টহলদারি নয় রুট মার্চ চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। গ্রামবাসীদের কাছে তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও আশঙ্কা বা উদ্বেগ রয়েছে কি না, ভোটকে কেন্দ্র করে কেউ ভয়ভীতি দেখাচ্ছে কি না, কোনও রাজনৈতিক চাপ বা প্রভাব খাটানোর চেষ্টা হচ্ছে কি না—এসব বিষয়ও খতিয়ে দেখা হয়। পুলিশ আধিকারিকরা গ্রামবাসীদের স্পষ্ট বার্তা দেন—'নির্ভয়ে ভোট দিন, প্রশাসন আপনাদের পাশে রয়েছে। ভোট কেন্দ্র করে কেউ যদি হুমকি দেয়, অশান্তি তৈরির চেষ্টা করে বা ভোটারদের প্রভাবিত করতে চায়, তাহলে অবিলম্বে প্রশাসনকে জানান।' এদিনের রুট মার্চে কীর্ণাহার থানার ওসি নিজ উদ্যোগে সাধারণ মানুষের হাতে বিভিন্ন জরুরি সরকারি দপ্তর, থানার যোগাযোগ নম্বর এবং প্রশাসনিক সহায়তার প্রয়োজনীয় ফোন নম্বর তুলে দেন।

পুলিশ ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচন কমিশনের কড়া নির্দেশিকা মেনেই বীরভূম জেলার বিভিন্ন এলাকায় ধাপে ধাপে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ চালানো হচ্ছে। কীর্ণাহারের পাশাপাশি এর আগেও বোলপুর, ইলামবাজার-সহ জেলার একাধিক স্পর্শকাতর এলাকায় যৌথ টহল ও রুট মার্চ হয়েছে।এই রুট মার্চের মূল উদ্দেশ্য হল- এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, ভোটারদের মধ্যে আস্থা ও নিরাপত্তাবোধ তৈরি করা, সংবেদনশীল এলাকায় প্রশাসনিক উপস্থিতি জোরদার করা এবং সম্ভাব্য অশান্তি বা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি আগেভাগেই প্রতিরোধ করা।

জেলার রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই নির্বাচনের উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচার, জনসংযোগ এবং পাল্টাপাল্টি কর্মসূচির মধ্যে উত্তেজনার পারদও ধীরে ধীরে চড়ছে। সেই আবহে প্রশাসনের এই সক্রিয় উপস্থিতি অনেকটাই স্বস্তি দিচ্ছে সাধারণ ভোটারদের।

মানুষকে ভোটমুখী করতে কমিশনের নয়া উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ : গণতন্ত্রের উৎসবকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলতে কাকদ্বীপে এক অভিনব উদ্যোগ নিল নির্বাচন কমিশন। ৮ এপ্রিল কাকদ্বীপ বিধানসভার নামখানা নারায়ণ বিদ্যামন্দির সংলগ্ন এলাকায় তৈরি করা হয় 'ডেমোক্রেসি সিগনেচার ওয়াল' নামে একটি কৃত্রিম ও অস্থায়ী দেওয়াল। প্রায় ২০ বাই ১০ ফুটের একটি বড় ফ্লেক্সের উপর গড়ে ওঠা এই দেওয়ালটি যেন মুহূর্তেই পরিণত হয় গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের আবেগ ও দায়বদ্ধতার প্রতীকে।

সকাল থেকেই ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের সাধারণ মানুষ ভিড় জমাতে থাকেন এই দেওয়ালের সামনে। প্রত্যেকে নিজের নাম স্বাক্ষর করে জানান দেন—তাঁরা গণতন্ত্রের পক্ষে, তারা ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন। এই উদ্যোগ যেন একদিকে যেমন মানুষের মধ্যে ভোটদানের গুরুত্ব তুলে ধরেছে, তেমনি অন্যদিকে তৈরি করেছে উৎসবমুখর পরিবেশ। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, নির্বাচনে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং ভোটাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতেই এই বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন। গণতন্ত্রের মূল শক্তি যে সাধারণ মানুষ, সেই বার্তাই এই 'সিগনেচার ওয়াল'-এর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

এদিন স্বাক্ষর করতে এসে ভোটার দীপান্বিতা বেরা বলেন, 'গণতন্ত্রের এই উৎসবে শামিল হতে পেরে ভালো লাগছে। আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত ভোট দেওয়া এবং অন্যদেরও উৎসাহিত করা। কারণ, আমাদের এক একটি ভোটই ভবিষ্যৎ গড়ার শক্তি।' সব মিলিয়ে কাকদ্বীপের এই উদ্যোগ শুধু একটি দেওয়ালে স্বাক্ষর নয়, বরং গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করার এক প্রতীকী অঙ্গীকার হয়ে উঠেছে। আগামীদিনে আরও বেশি মানুষকে ভোটমুখী করতে এই ধরনের উদ্যোগ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

জেলার চাল ও সংগ্রহ ভালোর দিকে

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

২৪ পরগণা জেলায় চাল সংগ্রহ ভালই হচ্ছে। জানা গেল, ১০৭৩৪ মেট্রিকটন চাল ইতিমধ্যে সংগৃহীত হয়েছে। এবছরের চাল সংগ্রহের লক্ষ্য মাত্রা হচ্ছে ১৭৫০০ মেট্রিকটন। প্রকাশ লেভি ফাঁকিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলাশাসক সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন। সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ চাল উৎপাদকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে ৫০৯৬ মেট্রিকটন। ইচ্ছাকৃত বিক্রয়ের মাধ্যমে ১৪৫৯ মেট্রিকটন, চাল কল মালিকদের উপর লেভি ধার্য্য করে ৪০৬ মেট্রিকটন এবং জেলা পুলিশ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত চালের পরিমাণ হচ্ছে ২৫০ মেট্রিকটন। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র আরও জানালেন, জেলার লেভি ফাঁকিবাজদের ধরতে পারলে সংগ্রহের লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছোনো যাবে।

১০ম বর্ষ, ১০ এপ্রিল ১৯৭৬, শনিবার, ১৮ সংখ্যা

নেতাজির ভিটেতে প্রবেশ করা নিয়ে জোড়া ফুল ও পদ্মফুলের সংঘাত

সুব্রত মণ্ডল, সোনারপুর : কোনরকম অনুমতি ছাড়াই নেতাজির পৈতৃক ভিটেতে ঢোকার চেষ্টা পদ্মফুলের। সেটাকে নিয়েই শুরু হয়েছে দুই দলের তরজার পালা। শাসকদল পরিচালিত রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান পল্লব দাসের বিরুদ্ধে ওই বাড়িতে অনুমতি না দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে গেরুয়া শিবির। অন্যদিকে, চেয়ারম্যান পল্লব দাসও পাল্টা বিজেপিকে নিশানা করেছেন। পল্লব দাস

বলেন, ভিতরে ঢুকতে গেলে নেতাজি কৃষ্টি কেন্দ্র অথবা বসু পরিবারের কাছে অনুমতি নিতে হয়। সেটা বিজেপি নেয়নি। বিজেপি আমাকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কালিমা লিপ্ত করার চেষ্টা করছে। কিছুদিন আগে সোনারপুর দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী রুপা গঙ্গোপাধ্যায় দলের কিছু কর্মীকে নিয়ে কোদালিয়ায় নেতাজির পৈত্রিক ভিটেতে আসেন। এসে দেখেন তালা দেওয়া আছে। তখন কেয়ারটেকারকে গেট খুলতে বলা হয়। তিনি জানিয়ে দেন, অনুমতি ছাড়া গেট খোলার অনুমতি আমার নেই। সেই মুহূর্তে ক্ষোভে ফেটে পড়েন গেরুয়া শিবির।' এই সংক্রান্ত একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। তাতে বিজেপি প্রার্থীকে বলতে শোনা গিয়েছে, আমরা অনুমতি নিয়ে এসেছিলাম। তবুও ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কেয়ারটেকার আমাদের জানান, চেয়ারম্যানের নাকি অনুমতি নেই। অবশ্যই গেরুয়া শিবির তখন জানালেন, আপনারা সাধারণ মানুষের সঙ্গে এমন ব্যবহার করলেন? মানুষ আপনাকে ভোটে জবাব দেবে। কেয়ারটেকার জানালেন, আমাকেও নানাভাবে শাসানি দিতে থাকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয়েছে নানা রকম বিতর্ক। যদিও বিজেপির যাবতীয় অভিযোগ নস্যাৎ করে দেন পুরসভার চেয়ারম্যান। তিনিও পাল্টা এক ভিডিও বার্তায় বলেন, '২৩ ও ২৬ জানুয়ারি এবং ১৫ আগস্ট জনসাধারণের জন্য এই পৈত্রিক ভিটে খুলে দেওয়া হয়। কিন্তু অন্যান্য দিনে কেউ ভিতরে ঢুকতে গেলে তাকে হয় বসু পরিবার না হলে নেতাজি কৃষ্টি কেন্দ্রের কাছে অনুমতি নিতে হয়। আমি এই কেন্দ্রের সম্পাদক। বিজেপি দিন কয়েক আগে এখানে অভিযোগ করে তাদের অনুমতি

দেওয়া হয়নি। বাস্তবে তাদের পক্ষ থেকে ভিতরে ঢোকার লিখিত অনুমতি চাওয়া হয়নি। বিজেপি প্রার্থীকে ভুল বিভ্রান্ত করেছেন, দলেরই কিছু লোকজন।'

এলো নোটিশ ক্ষোভে ফুঁসছে মানিকপুর

সুমন আদক, হাওড়া : হাওড়ার সাঁকরাইল ব্লকের মানিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনায় রীতিমতো ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার বাসিন্দারা। অভিযোগ, গত জানুয়ারি মাসের এসআইআর এর শুনানির নোটিশ হাতে এসেছে প্রায় আড়াই মাস পর। অভিযোগ, এখানকার ৬টি বুথে প্রায় ১,১০০ জন ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় নেই। যার মধ্যে বেশিরভাগই সংখ্যালঘু মুসলিম ভোটার। এই ১,১০০ ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় কেন নেই তা জানতে গত কয়েকমাস ধরে নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে যখন ছুটে বেড়াচ্ছেন ভুক্তভোগী বাসিন্দারা, ঠিক তখন ৮ এপ্রিল আচমকাই ওই বুথের বিএলও ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নোটিশ দিয়ে আসেন। আর সেই নোটিশে তাঁরা দেখেন, '১৫ জানুয়ারি ২০২৬ সালে তাঁদের দুপুর ৩ টে থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে সাঁকরাইলের বিডিও অফিসে শুনানিতে গিয়ে হাজির হতে হবে।' ফলে শুনানির জন্য নির্ধারিত দিনের প্রায় আড়াই মাস পর তাঁদের শুনানিতে যাওয়ার জন্য নোটিশ হাতে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আর এরপরই সাঁকরাইলের মানিকপুর ফাঁড়ির সামনে তীব্র বিক্ষোভ শুরু হয়। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ভোটার তালিকা নিয়ে এভাবে তাদের সঙ্গে ছিনিমিনি খেলা হল। তারা দাবি তোলেন, যারা এই গাফিলতি করেছেন কমিশনের সেই সমস্ত আধিকারিক ও কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে। এভাবে চক্রান্ত করে ভোটার তালিকা থেকে নাম কেটে দেওয়া যাবেনা। খবর পেয়েই এদিন ঘটনাস্থলে ছুটে যান সাঁকরাইলের বিডিও। তিনি এই প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। বিক্ষোভকারীদের আরও অভিযোগ, কাগজের ভুলকে ধামাচাপা দিতে এদিন বিডিও ওই ১৫ জানুয়ারির তারিখ কেটে দিয়ে নোটিশের তলায় ০৮.০৪.২০২৬ তারিখটি লিখে দেন। তৃণমূল কংগ্রেসের সাঁকরাইল ব্লকের সভাপতি অমৃত বোস জানান, 'নির্বাচন কমিশনের খামখেয়ালিপনা নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে কমিশন এতগুলো সংখ্যালঘু ভাই বোনেদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিলে তা আমরা কমিশনের কাছে জানতে চাইছি। আমরা এদের বিপদে পাশে থাকব।'

ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত খয়রাডিহি গ্রামে

অভীক মিত্র, সিউড়ি : সামনের নির্বাচনে ভোটদানে গ্রামের ৬৫ জন বঞ্চিত হচ্ছে এর পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামবাসীদের উদ্যোগে ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত বীরভূম জেলার খয়রাডিহি গ্রামে। নতুন ভোটার ও পুরাতন ভোটারদের উৎসাহ প্রদান তথা গণতন্ত্র উৎসবে যোগদান পাশাপাশি নিজের পছন্দের প্রার্থীকে নির্ভয়ে

ভালোবেসে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে মিছিল সহযোগে। এসআইআর-র কোপে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া ব্যক্তিদের নিয়ে আত্মীয়স্বজন সহ গ্রামবাসীদের মধ্যে দুশ্চিন্তা। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে চলছে মিটিং মিছিল এমনকি ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি। তাও আবার সমস্ত রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রচার যখন তুঙ্গে। গ্রামের মধ্যে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রচার কর্মসূচি থেকে পতাকা ফেস্টুন মিছিল মিটিং পর্যন্ত বন্ধের আহ্বান জানানো হয়েছে। সেরূপ ঘটনার চিত্র ফুটে ওঠে রাজনগর ব্লকের খয়রাডিহি গ্রামে। এই গ্রামের বৈধ ভোটার তালিকা থেকে ৬৫ জনের নাম বাদ যাওয়ার প্রেক্ষিতে গ্রামবাসীরা মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেয় যে, আসন্ন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে গ্রামবাসীদের মধ্যে কেউ ভোটে অংশগ্রহণ করবে না। এমনকি রাজনৈতিক দলের কোন প্রার্থীকেও গ্রামের মধ্যে প্রচার করতে দেবে না। পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দেওয়াল লেখনগুলিও মুছে দেবে শান্তিপূর্ণভাবে। এমনই ভোট বয়কটের দাবি জানিয়েছে, সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত খয়রাডিহি গ্রামের বাসিন্দারা। এই গ্রামের বাসিন্দা তথা স্থানীয় তাঁতিপাড়া গ্রামপঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রতীকে নির্বাচিত প্রধানও গ্রামবাসীদের পক্ষে সহমত পোষণ করে বলে জানা যায়।

জুনিয়র উকিলদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সেমিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চম্পাহাটি : জুনিয়র আইনজীবীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষের জন্য সঠিক বিচার ব্যবস্থা সহজতর করার লক্ষ্যে কুণ্ডু লিগাল ফ্যাটার্নীটি(কেএলএফ)-র উদ্যোগে একটি বিশেষ সেমিনার ও সচেতনমূলক কর্মসূচীর আয়োজন করা হল। সেমিনারে বক্তারা জানান, আইনি পেশায় তরুণ-তরুণী আইনজীবীদের দক্ষ করে তোলার পাশাপাশি সমাজের পিছিয়ে পড়া ও অসহায় মানুষের আইনি সহায়তা নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। কেএলএফের বিশ্বাস ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার সবার রয়েছে এবং এই লক্ষ্যে অর্জনে তরুণ-তরুণী আইনজীবীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। অনুষ্ঠানে জুনিয়র উকিলদের জন্য প্রাকটিক্যাল লিগ্যাল ড্রাফটিং, সওয়াল-জবাব কৌশল এবং নৈতিকতার উপর বিশেষ সেশন অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ মানুষের আইনি অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আইনি সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি হেল্পলাইন ও পরামর্শ

ও পরামর্শকেন্দ্র চালুর পরিকল্পনাও জানানো হয়। কেএলএফ-এর প্রয়াস তরুণ-তরুণী আইনজীবীদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের পাশাপাশি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা পূরণ একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের তিন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তালডাংরার ফাল্গুনী সিংহ, রায়পুরের ঠাকুর মনি সরেন এবং রানীবাঁধের তনুশ্রী হাঁসদার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শোভাযাত্রায় শামিল হলেন বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। ছবি : নিজস্ব

চাম্পাহাটিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নাকা চেকিং

পার্থ কুশারী, চাম্পাহাটি : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং ভোটারদের আস্থা অর্জন করতে চাম্পাহাটিতে তৎপরতা বাড়িয়েছে নির্বাচন কমিশন। ৬ এপ্রিল সকাল থেকেই চাম্পাহাটি চীনের মোড়ে, সাউথ গড়িয়া বটতলা মোড়ে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকারগুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও চাম্পাহাটি পুলিশ ফাঁড়ি যৌথ উদ্যোগে নাকা চেকিং শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, কমিশনের নির্দেশে প্রতিটি যানবাহন, বিশেষ করে বাইক ও প্রাইভেট কারে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। চাম্পাহাটি চীনের মোড়ে পুলিশ পিকেট বসিয়ে চলছে নাকা চেকিং, যেখানে ম্যাজিস্ট্রেট ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের উপস্থিতিতে সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এলাকার

এক বাসিন্দা জানান, ভোটের আগে এমন কড়াকড়ি নিরাপত্তায় তাঁরা নিশ্চিন্ত বোধ করেছেন। পুলিশ প্রশাসন জানিয়েছে, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে এই নাকা চেকিং এবং এলাকায় ডোমিনেশনের কাজ ভোটের দিন পর্যন্ত লাগাতার চলবে।

মহিদাপুরে মুখোমুখি সংঘর্ষে তৃণমূল-সিপিআইএম-আইএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর : ৮ এপ্রিল বীরভূম জেলার বোলপুর থানার অন্তর্গত মহিদাপুর এলাকায় দলীয় পতাকা বাঁধাকে কেন্দ্র করে তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঘটনাকে ঘিরে মুখোমুখি সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিআইএম ও আইএসএফের কর্মীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন সকালে সিপিআইএম ও আইএসএফের কর্মীরা এলাকায় দলীয় পতাকা বাঁধতে গেলে প্রথম থেকেই উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, বিরোধী দলের কর্মীরা ইচ্ছাকৃতভাবে উস্কানিমূলক আচরণ করেন এবং স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের উদ্দেশ্যে কটূক্তি ও অশালীন মন্তব্য করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করেই বচসা বড় আকার ধারণ করে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বোলপুর থানার

বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদেরও মোতায়েন করা হয়।

প্রশাসন সূত্রে খবর, বর্তমানে এলাকায় পরিস্থিতি শান্ত থাকলেও নতুন করে যাতে কোনও অশান্তি না ছড়ায়, তার জন্য কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। এলাকায় পুলিশ পিকেটিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন রাখার কথাও জানানো হয়েছে। এদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

১৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার

উত্তম কর্মকার, কুলপি : নির্বাচনের প্রাক্কালে পাচার হওয়ার আগেই প্রায় ১৪ কেজি গাঁজা সহ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে কুলপি থানার পুলিশ, যার মধ্যে একজন মহিলা রয়েছেন। উদ্ধার হওয়া গাঁজার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। পুলিশ সূত্রে খবর, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয় কলবাড়ি করিমনগর মোড় এলাকায়। সন্দেহভাজন একটি যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে ৩ জনকে আটক করা হয়। পরে তাঁদের কাছ থেকে প্যাকেটবন্দি প্রায় ১৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়।

ধৃতরা হল মন্দিরবাজার থানার গাববেরিয়া এলাকার মুনাফ মোল্লা, উড়িষ্যার সুশান্ত বেহেরা ও তাঁর স্ত্রী। জানা গেছে, অভিযুক্তরা কলকাতা থেকে কুলপি হয়ে বাসে রামগঙ্গার দিকে যাচ্ছিল। সেই সময়ই পুলিশ তাঁদের আটক করে

তল্লাশি চালায়। নির্বাচনের আগে এই বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ক্যানিং পূর্বে লড়াই হবে তৃণমূল বনাম আইএসএফ-এর মধ্যে

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : একদা ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের দাপুটে বিধায়ক হিসেবে পরিচিত এবং জনপ্রিয় নেতা ছিলেন আরাবুল ইসলাম। রাজনীতিতে তাঁর উত্থান ছিল বিতর্কময় অধ্যায়। আরাবুল ইসলাম দলের মধ্যে 'তাজা নেতা' হিসাবে পরিচিত ছিলেন। সময়ের সাথে সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক ও সমীকরণ দুই বদলে গিয়েছে। আর সেই পরিবর্তনের ফলে আরাবুল ইসলামের বর্তমান রাজনৈতিক ঠিকানা আইএসএফ। আইএসএফ এ যোগ দিয়েই ১৩৯ ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছেন তিনি। বুধবার মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ক্যানিং মহকুমা শাসকের দপ্তরের রিটার্নিং অফিসারের কাছে।

মনোনয়ন জমা দিতে যাওয়ার সময় ক্যানিংয়ে নিজের ও আইএসএফ-এর শক্তি প্রদর্শনে কোনও প্রকার ঘাটতি রাখেননি। হাজার হাজার দলীয় সমর্থকদের সাথে নিয়ে বিশাল মিছিল করে ক্যানিং

মহকুমা শাসকের দপ্তরে পৌঁছান। বিধায়ক শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা এলাকায় গণতন্ত্রকে হত্যার অভিযোগ তুলেছেন তিনি। তিনি বলেন, 'সাধারণ মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই, বিরোধী কণ্ঠস্বরকে দমন করা হচ্ছে। এমন ভয়ানক পরিস্থিতির পরিবর্তন জরুরী। সেই পরিবর্তনের জন্যই মানুষ এবার আইএসএফকে ভোট দেবেন।'

তিনি আরো বলেন, 'আমি যখন বিভিন্ন এলাকায় প্রচারে যাচ্ছি, তখন সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমার পাশে দাঁড়াচ্ছেন। মানুষের এই সাড়া আমাকে আশাবাদী করে তুলেছে। আমি ক্যানিং পূর্বের মানুষের জন্য কাজ করতে চাই। উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের অধিকার

রক্ষার জন্য বুক চিতিয়ে লড়াই করবো। মানুষ পরিবর্তন চাইছে, আর সেই পরিবর্তনের প্রতীক হবে আইএসএফ।'

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বাহারুল ইসলাম মনোনয়ন পত্র জমা দিয়ে জানান, 'শওকত মোল্লার আশীর্বাদ রয়েছে। ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ১ লাখের বেশি মার্জিনে জয়ে ব্যাপারে

আশাবাদী এবং আইএসএফ বিজেপি শূণ্য রানে আউট হবে।'

অন্যদিকে, রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ১৩৯ ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রটি এবারের নির্বাচনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে উঠে এসেছে। এই বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস, আইএসএফ, বিজেপি এবং জাতীয় কংগ্রেস সহ অন্যান্যরা প্রার্থী দিয়েছেন। লড়াইটা হবে তৃণমূল কংগ্রেস বনাম আইএসএফ।

আলোকপাত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা, ১১ এপ্রিল – ১৭ এপ্রিল, ২০২৬

হিংসা আটকাতে নেতা নেত্রীরা সংযত হোন

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এক রুচিহীন বাক্ যুদ্ধ প্রকাশ্যে এসে পড়েছে। গণতান্ত্রিক ভারতে সংবিধান মেনে যে কোনও নাগরিক নির্বাচনে প্রার্থী হতেই পারেন। রাজনৈতিক শিষ্টাচার মেনে নির্বাচন প্রচার প্রত্যাশা থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিপক্ষের প্রার্থীদের প্রতি অবজ্ঞা মাত্রাহীন হয়ে উঠেছে। শাসকদলের কাছ থেকে যে সৌজন্য আশা করা যায় একটু বেশী মাত্রায় তা এবারের নির্বাচনে ছিটেফোঁটাও চোখে পড়েনি।

দলীয় উপদলীয় বিবাদ নতুন নয়। কিন্তু পারস্পরিক বাদ–বিবাদ ভারতের বাকি রাজ্যগুলির ভোট যুদ্ধের থেকে কতখানি পৃথক তা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অন্য রাজ্যে ভোট হিংসার খবর প্রায় শূন্য। সম্প্রতি স্লোগানভিত্তিক বঙ্গরাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য পতাকার রঙ কিংবা প্রতীককেও ছাপিয়ে গেছে। যে 'জয়বাংলা' স্লোগান বাংলাদেশের একান্ত ছিল আজ পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের গর্বিত স্লোগান। যাকে অবশ্য 'জয়হিন্দ' কিংবা ধর্মীয় কোনও স্লোগান বলে ধরা যায় না। অন্যদিকে ভারতের সর্বহৃদয়ে 'ভারতমাতা কি জয়', মাঝেমধ্যে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে সোচ্চার হয়। বামপন্থীরা 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' স্লোগানেই অভ্যস্ত। কিন্তু এবারের ভোটে রাজনৈতিক স্লোগান নিয়ে রণদেহি পরিস্থিতি বিভিন্ন জায়গায়। আর.জি.কর. কাণ্ডের ঘটনা দলমতের উর্দ্ধে সাধারণ মানুষকে নাড়া দিয়েছিল। রাতদখলের সেই সব মুহূর্তগুলো এখনো অতীত হয়নি। এবারে সেই অভয়ার মা বিজেপির প্রার্থী পানিহাটি কেন্দ্রে।

স্বাভাবিকভাবেই ভোট ময়দানে বাম ও শাসকদলের সমর্থকরা অতিমাত্রায় অভয়ার মা রত্না দেবনাথের বিরুদ্ধে সরব। তাঁকে কেউ দর্জি কাকিমা, কেউ বা মেয়ের লাশ বিক্রেতা নামে অভিহিত করছে প্রকাশ্যে। নিষ্ঠুরভাবে কন্যাহারা জননীর প্রতি শুধুমাত্র ভোটের মোহে এমন আচরণ অভাবনীয়। অভয়ার মা কন্যাকে হারানোর বেদনায় হয়ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে অসংযত কথাবার্তা ক্ষোভে ও দুঃখে ব্যক্ত করছেন কিন্তু সৌজন্যতার সব সীমা প্রতিপক্ষের সমর্থকরা অতিক্রম করছে যা একেবারেই বঙ্গসংস্কৃতির পরিপন্থী। ছোট্ট মেয়ে তামান্না ভোট হিংসার বলি হয়েছিল। তার মাও আজ বামপ্রার্থী। একসময় রিজানুর রহমান হত্যাকে কেন্দ্র করে তার দাদা বিধায়ক হয়েছেন অথচ আজ নিহত চিকিৎসক তরুণীর মা মেয়ের বিচার চেয়ে ভোট প্রার্থী হওয়াতে প্রতিপক্ষরা নিন্দার ঝড় তুলতে চাইছে। রাজনৈতিক সৌজন্য দেখিয়ে তারা যদি অভয়ার মা এর বিরুদ্ধে প্রার্থী তুলে নিতেন তা হলে এক অন্য ইতিহাস লেখা হত।

বাংলায় হিংসামুক্ত ভোট কী সোনার পাথর বাটি হয়ে উঠেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে ফল প্রকাশের পর লাগাম ছাড়া হিংসা চলেছে। এবারে নির্বাচন কমিশন প্রতিবারের মতই শান্তিপূর্ণ ও অবাধ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বিচারকদের ওপর হামলা বাস্তবকে প্রকট করেছে। নেতা নেত্রীরা যতক্ষণ না পর্যন্ত সংযত হচ্ছেন তাদের সমর্থকরা আরো বেশী উগ্র হয়ে উঠেছে। অন্যান্য রাজ্যের মত বাংলার ভোট কী আদৌ শান্তিপূর্ণ হবে এ প্রশ্ন সব ভোটদাতার।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'স্থিতি প্রকরণ'

অবিদ্যা এবং চিতিশক্তির যে দৃশ্যগ্রাহী ভাব আছে, তা নির্মল আত্মায় থাকে না। আবার অবিদ্যাই নিজের নাশ করে বিদ্যার আবাহন করে, যেমন অস্ত্র ধারণ করেই অস্ত্রধারীকে নিরস্ত্র করা কিংবা যেমন শত্রুই শত্রুকে হনন করে। রাম! মায়ার স্বভাব বড় অদ্ভুত। সে নিজেকে নাশ ক"রে অন্যকে আনন্দিত করে। মায়ার কারণে বিবেক আচ্ছাদিত থাকে, মায়ার দ্বারা জগৎ উৎপাদিত হয়, অথচ সেই মায়া যে কি বা কে, তা জানা যায় না। মায়া নিজে অসত্য হলেও তার কার্য্য সত্যরূপে প্রতীত হয়। এই মায়াই ভেদাতীত পরমপদকে ভেদাত্মক রূপে উপস্থাপন করে। দৃশ্যতঃ মায়ার সৃষ্ট সত্তাসমূহ সত্যরূপে প্রতীত হলেও পরমার্থতঃ মায়া সত্তাবিহীন এমন ভাবনায় প্রবল অনুশীলনে আত্মার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়, তখন আমার আলোচ্য এই আত্মবিদ্যা প্রকৃত হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে। আপাততঃ আমি যা বলছি, তাতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন কর। অবিদ্যা অসত্য, তার কোন বিদ্যমানতা নেই, এই কথায় অবিচল বিশ্বাস থাকা উচিৎ। মনের মননে বিশ্ব–জগৎ দৃশ্য আকারে উপস্থিত হয়। যেহেতু জগৎ মনন জাত, তাই তার কোন সত্যতা নেই। যে ব্যাক্তি হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে, ব্রহ্মই একমাত্র সৎ, তিনিই মুক্তি লাভ করেন। যিনি জগৎকে ভ্রান্তি বলে নিশ্চিৎ জ্ঞান করেছেন, তিনিই প্রকৃত দুঃখজয়ী। জীবনের উদ্দেশ্য যে আত্মজ্ঞানলাভ, তা অর্জন করে তিনি কৃতকৃত্য হয়েছেন। দেহতে যার অহংজ্ঞান রয়েছে, অবিদ্যা তাকে আশ্রয় ক"রে ক্রমশঃ বিস্তৃত হতে থাকে। নির্মল জলে শৈবাল থাকে না, পরমাত্মায়ও তেমনই কোন বিকার থাকে না। নাম–রূপ–বাক্য ইত্যাদি ব্যবহারের সুবিধার্থেই শুধু কল্পিত হয়ে থাকে। আত্মা হতে সেই কল্পিত সত্তাগুলি পৃথক নয়, কিন্তু আত্মায় কল্পিত সত্তা আদৌ থাকে না। ব্যবহারের প্রয়োজনে অসত্য নাম–রূপ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়, আবার ব্যবহার না থাকলে শাস্ত্রজ্ঞানের স্থিতিও সম্ভব হয় না। **উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র**

ফেসবুক বার্তা

নীল পুজো ২০২৬

২০২৬ সালে মায়েদের অন্যতম প্রধান ব্রত, নীলষষ্ঠী পালিত হবে ১৩ এপ্রিল, সোমবার, নীল বাতি জ্বালানোর বিশেষ সময় হল বিকেল ৫:০২ থেকে সন্ধ্যা ৭:১৫ মিনিটের মধ্যে

স্যারের আতঙ্কে সংখ্যালঘু থাবায় তৃণমূল রক্তচাপে

সুবীর পাল

রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন যত দ্রুত এগিয়ে আসছে তত যেন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ভোট ঘোটের কালো মেঘ জাঁকিয়ে বসেছে অনেকটা অবাধ্য আস্ফালনে। এমনকি এর থেকে মুক্তি নেই রাজ্য শাসক দলেরও। অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের নিশ্চিত ভোটারের থলিতে এবার যেন অশনি সংকেতের সিঁদুরে মেঘ ক্রমেই ঘনিয়ে এসেছে দেশজ সংবিধানে আশ্রিত স্যারের বজ্র কঠিন আঁটুনির মধ্যে দিয়ে।

আমাদের রাজ্যে সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ক একটা বড় ফ্যাক্টর। বছর ১৫ আগে পর্যন্ত যা ছিল এক তরফা ভাবে সিপিএমের প্রাণ ভোমরা নির্বাচনের ময়দানে, সম্প্রতি তা প্রায় ১০০ শতাংশই গৃহসঙ্গী হয়ে উঠেছে তৃণমূলের ড্রইংরুমে। এর স্মুথ ট্রান্সফরমেশনের মূল কারণ হল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুধেল গাইয়ের লাথি সহ্য করার অন্ধ নীতি প্রণয়নের অবাধ তত্ত্ব। আর সেই লাথির গভীরতা যে কতদূর সার্থকভাবে পর্যবসিত হতে পারে তা অতি সদ্য মালদার ঘটনা সমগ্র দুনিয়াকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। যেখানে আক্রমণের কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠেছে একাধিক বিচারক। অতএব, পরের দিন সকালেই সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে তীব্র ভৎর্সনা করতে বাধ্য হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে ডাইরেক্ট নিশানা করে। এমনই দৃষ্টান্ত হল মুখ্যমন্ত্রীর এক চোখের নির্লজ্জ একপেশে সংখ্যালঘু তোষণ। আর এই তোষণের সুযোগ্য ভায়েস ভার্সা প্রতিদানের কারণেই এতকালের বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকারের সুখস্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়ে ওঠেনি এমনতর দুধেল গাই সমৃদ্ধ বঙ্গভূমে।

কিন্তু এবার পরিস্থিতিটা যেন একটু অন্যরকমের। সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্কের নিশ্চিত ভেজাল সংখ্যা তত্ত্বে যেন মিস্টার জ্ঞানেশের ভ্যানিস ডোজ কাটাকুটির নাছোড় দস্তুরে মেতে উঠেছে। অনেকটা মনসার নির্দেশে লক্ষীন্দরের লৌহকঠিন বাসরঘরে ছিদ্র সৃষ্টি করার অনুকরণে। এখানে মনসার ভূমিকায় আদৌ দেশের নির্বাচন কমিশন কিনা সেটা পাঠকেরাই ভালো বলতে পারবেন। ফলে ২০১১ সালের পর রাজ্য শাসক তৃণমূল যে আজ ২০২৬ সালের নির্বাচন প্রাক্কালে এসে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে, তা সদ্যজাত একটি নবজাতকও অনুভব করতে পারছে।

বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করলে তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোটে প্রথম ভূকম্পন সৃষ্টি হয় গত বছরের নভেম্বর মাসে। তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হওয়া মুসলিম নেতা হুমায়ুন কবীর তখনই ঘোষণা করে দেন, ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ আদলে মুর্শিদাবাদে তৈরি হবে নয়া বাবরি মসজিদ। এরই পরম্পরার সূত্র ধরে হুমায়ুন কবীরের নতুন রাজনৈতিক দল জনতা উন্নয়ণ পার্টির (জেইউপি) সঙ্গে হাত মেলায় আসাদউদ্দীন ওয়াইসির মিম বা অল ইন্ডিয়া মজলিস–ই–ইত্তেহাদুল মুসলিমীন। ক্রমেই রাজ্যের এই বিরুদ্ধে সরাসরি ময়দানে নেমে পড়েছে।

ফলে তৃণমূল জমানায় এই প্রথম কোনও রকম রাখঢাক না করে মুসলিম ভোটের অন্দরমহলে একটা স্পষ্ট বিকল্প মেরুকরণের বিভাজন ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের এ যাবৎ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে দিয়ে। এই নয়া জোট বা দলগুলো কতটা রাজনৈতিক ভাবে তৃণমূলের ভোট ভান্ডারে ছোবল মারতে পারবে বা নাকি পর্বতের মুশিক প্রসব ঘটবে তা ভোট গণনার দিন বৃক্ষ তোমার নাম কি ফলেন পরিচয় হয়ে যাবে। তবে এই মুহূর্তে এইসব অপ্রত্যাশিত ইকুয়েশন গুলো তৃণমূলের মেরুদন্ডে হিমেল স্রোত বইতে যে যথেষ্ট সক্ষম হয়েছে তা

নবতম জোট অদ্ভুতভাবে রাজ্যের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় শিকড় প্রসারিত করে চলেছে বিদ্যুৎ গতিতে। মালদা ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে তো এই জোট সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পেয়ারের ভোট থলিতে ইতিমধ্যেই জবরদস্ত কামড় বসিয়েছে বলে অনেকেরই অনুমান।

এখানেই শাসকের দুঃস্বপ্নের অন্ত নেই। কলকাতার উপকণ্ঠে দুই ২৪ পরগনার সীমান্তবর্তী এলাকাতেও যে তৃণমূল এতদিন বুক ফুলিয়ে দুধেল গাইয়ের দুধ পান করতো একচেটিয়া ভাবে, সেখানেও কিন্তু শুরু হয়েছে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ। ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকীর পলিটিক্যাল পার্টি ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট বা আইএসএফ এইসব স্থানের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আসনে ইতিমধ্যেই তৃণমূলের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিকতম ধারাবাহিক বডি ল্যাঙ্গুয়েজেই সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

তথ্যগত পরিসংখ্যান বলছে, ২০১১ সালে এই রাজ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ২৭%। বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়েছে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩০%য়ে। আবার জেলাওয়াড়ি এই সংখ্যাতত্ত্বটি যথেষ্ট অবাক করার মতো। মালদা, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুরে সংখ্যালঘুদের বাস প্রায় ৫০%। বীরভূম বা দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৩৫% মুসলিমেরা রয়ে গেছেন। আবার যদি বিধানসভা ভিত্তিক পর্যালোচনা করা যায়, তাহলে ২৯৪টি মোট আসনের মধ্যে ১১২টি কেন্দ্রে ২৫% এবং ৮৯টি নির্বাচনী ক্ষেত্রে ৩০% জনগন হচ্ছেন মুসলিম ধর্মাবলম্বী। সুতরাং রাজ্যের এক তৃতীয়াংশের কাছাকাছি আসনে মুসলিম ভোট নির্বাচনী ফলাফলকে সরাসরি প্রভাবিত এখনও করে চলেছে এই রাজ্যে। আর তারই একশো শতাংশ ডিভিডেন্ডের ফসল ঘরে তুলতে সক্ষম হয়েছে তৃণমূল শেষ পনেরো বছর ধরে লাগাতার। এমতাবস্থায় বিজেপিকে বারবার টিস্যু পেপারে নিজেদের ঘাম মুছে আগলি বার দেখ লুঙ্গা বিবৃতি দিয়েই ক্ষান্ত থাকতে হয়েছে।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এইসব স্পর্শকাতর আসনে বিজেপির ঝুলিতে জমা পড়ে মাত্র ৫টি আসন। সেখানে ২৫% মুসলিম জনগণ ১১২টি আসনের মধ্যে তৃণমূল জিতেছিল ১০৬টি আসন। আবার ৮৭টি আসনে টিএমসি আবীর উড়িয়েছিল ৩০% মুসলিম বিশিষ্ট ৮৯টি কেন্দ্রের মধ্যে। সুতরাং একটা কথা পরিষ্কার, মুসলিম ভোট তৃণমূলকে একচেটিয়া ভাবে অক্সিজেন যুগিয়েছিল ২০২১ সালেও, এতে কোনও দ্বিমতের অবস্থান নেই।

আরও একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে, ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটে তৃণমূল মোট মুসলিম ভোটারদের মধ্যে ৭৫% এর সমর্থন আদায় করতে পেরেছিল একেবারে তুরুপের তাস হাতে পাওয়ার মতো। আবার ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে সেই সংখ্যালঘু ভোট তাদের পক্ষে শ্রাবণ বর্ষণের মতো ঝড়ে পড়ে ৮৩%–এ।

সিএএ ও এনআরসি ইস্যুতেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কিন্তু কয়েক মাস আগেও যথেষ্ট সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। গত বছরের শেষ দিকে 'সেন্টার ফর দ্য স্ট্যাডি ডেভেলপিং সোসাইটি'র একটি জড়িপে উঠে আসে, রাজ্যের মুসলিম জনসংখ্যার মধ্যে ৫৩% মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান। তবে ২৬% কিন্তু উনাকে আর চান না বাংলার প্রশাসক হিসেবে। বাকি ২১% অবশ্যই এখনও কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। সুতরাং ৪৭% সংখ্যালঘুরা কিন্তু বড্ড মাত্রায় ঘোলা জলে প্রাচীরের উপরে বসে পরিস্থিতি নজর রাখছে। যা কিন্তু কিছুটা হলেও তৃণমূলকে ভাবিত করেছিল। এ হেন পরিস্থিতিতে অনেকটাই অপ্রত্যাশিত ভাবে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো অনেকটা চলতি মরশুমে চাগিয়ে উঠেছে মিম, আইএসএস ও জেইউপির মতো মুসলিম ডোমিনেটেড দলগুলোর তেড়ে ফুঁড়ে উঠে আসা। এরা যদি স্ব স্ব আসনে মুসলিম ভোটারদের ঢলে ৮%–১০% ভোট ভোকাট্টা করে দেয় স্রেফ জ্যাতাভিমানের দোহাইয়ে, তবে তো সেই থরহরি কম্পমানের সুনামি অভিঘাত যে কালিঘাটের রাজনৈতিক মাটিতে আছড়ে পড়তে বাধ্য অবশ্যম্ভাবী পর্যায়ে।

এর উপর আবার উড়ে এসে জুড়ে বসেছে রাজ্য জুড়ে স্যার প্রক্রিয়া। ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে। শেষমেষ ভারতীয় বিচারব্যবস্থার স্বঘোষিত ব্যবস্থাপনায়। পরিস্থিতি যে দিকে এগোচ্ছে তাতে মোটামুটি ৯০ লক্ষের ধারে পাশে ঘোরা ফেরা করবে নাম বাদ যাওয়া ভোটারদের তালিকা। গত বছর লোকসভা নির্বাচনের সময় রাজ্যের মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৫৮ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৭৮ জন। সুতরাং তার মধ্যে ৯০ লক্ষ বিয়োজন। তবে বেশ কিছু সংযোজনও হবে সম্পূর্ণ এসআইআর বা স্যার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে। এক্ষেত্রে সংযোজন ও বিয়োজন মোটামুটি পর্যালোচনা করলে প্রাথমিকভাবে মোট ভোটারের সংখ্যা থেকে প্রায় ১০ শতাংশ সরাসরি বাতিল হবে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। যার অধিকাংশই হল ভুতুড়ে ভোটার, মৃত ভোটার এবং অবৈধ মুসলিম অনুপ্রবেশকারী ভোটার হিসেবে ইতিমধ্যেই চিহ্নিতকরণ হয়েছে। অভিযোগ, এইসব সিংহভাগ জালিয়াত ভোটার তৃণমূলের মেশিনারির মদতে ভোটার তালিকায় জায়গা দখল করে নিতে পেরেছিল টিএমসিকে ভোট দেবার শর্তে। আক্ষরিক অর্থেই এই বাদ যাওয়া অধিকাংশ অশরিরী ভোটারই হল ঘাসফুল শিবিরের অটুট ছায়া ভোট সম্পদ।

এবারে আশা যাক আরও একটি পরিসংখ্যানে। ২০২৪ সালের নির্বাচনে রাজ্যে তৃণমূল পেয়েছিল ৪৫% ভোট। বিজেপি পায় ৩৬% সমর্থন। সুতরাং রাজ্যে ১ বছর আগে শাসক দল ৯% ভোট বিরোধী পার্টি থেকে বেশি পেয়ে যায়। আর এখন স্যারের ঝড়ো দাপটে প্রায় ১০% ভুয়ো ভোটার বাদ পড়ার সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ ভোটের বাজারে ৯:১০ অনুপাত কিন্তু গভীর এবং পিচ্ছিল গিরিখাতেরই অনিশ্চিত ইঙ্গিত। সুতরাং এইসব পরপর ঘটনাবলির জেরে টিএমসির রক্তচাপ যে এখন অনেকটাই বিপজ্জনক বর্ডারে উর্ধ্বমুখী তা নিশ্চয়ই রাজ্যবাসীও বুঝে গেছেন।

বাগদা বিধানসভায় নতুন সমীকরণ

কল্যাণ রায় চৌধুরী : ৯৪ নং বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রে ২০২৬–এর নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজনীতির আকাশে জমাট বাঁধছে অনিশ্চয়তার মেঘ। সেই অনিশ্চয়তাকে আরও ঘনীভূত করে নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন প্রাক্তন বিধায়ক দুলাল চন্দ্র বর। রাজনৈতিক মহলে এই ঘটনা শুধু একটি মনোনয়ন জমা দেওয়ার খবর নয়—এ যেন বাগদার ভোটযুদ্ধের মানচিত্রে এক নতুন রেখা টেনে দেওয়া।

দুলাল বর দীর্ঘদিন বিজেপির নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশা ছিল, এবারও তিনি পদ্ম প্রতীকে লড়বেন। কিন্তু দল শেষ পর্যন্ত ভরসা রাখল ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের স্ত্রী সোমা ঠাকুরের উপর। ফলে বিজেপির টিকিট না পেয়ে নির্দল পথে হাঁটলেন দুলাল বর। আর সেই পথেই তৈরি হল এক নতুন রাজনৈতিক বিস্ফোরণ।

দুলাল বরের রাজনৈতিক জীবন দল পরিবর্তনের গল্পে ভরা। কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেপি—একাধিক দল ঘুরে তিনি পরিচিত হয়েছেন 'দলবদলু' বা 'ধান্দাবাজ' তকমায়। সমালোচকরা বলছেন, ক্ষমতার কাছাকাছি থাকাই তাঁর মূল লক্ষ্য। এমনকি কেউ কেউ কটাক্ষ করে বলছেন—"বিজেপির টিকিটে এমএলএ হলে সে তৃণমূলেই চলে যেত!" কিন্তু রাজনীতিতে ইতিহাসের মূল্য শুধু নিন্দা বা প্রশংসায় সীমাবদ্ধ থাকে না। বাস্তবতা হল—দুলাল বর বাগদার মাটিতে এক পরিচিত নাম। তাঁর জনপ্রিয়তা নিয়ে যতই প্রশ্ন থাকুক, ভোটের অঙ্কে তিনি যে একটি ফ্যাক্টর হতে পারেন, তা অস্বীকার করার জায়গা নেই।

ঠাকুরবাড়ির প্রভাব বনাম ভূমিপুত্রের দাবি এই নির্বাচনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য—বাগদা কেন্দ্রের দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দল তৃণমূল ও বিজেপি, উভয়ের প্রার্থীই ঠাকুরবাড়ির পরিচয়ের ছায়ায় দাঁড়িয়ে। একদিকে তৃণমূলের প্রার্থী মধুপর্ণা ঠাকুর, ঠাকুরবাড়ির মেয়ে, মতুয়া সমাজে গুরু পরিচিতি, এবং তাঁর মা রাজ্যসভার সাংসদ হওয়ায় এলাকায় বিশেষ প্রভাব রয়েছে। অন্যদিকে বিজেপির প্রার্থী সোমা ঠাকুর, ঠাকুরবাড়ির বৌ, স্বামী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়ায় তাঁরও রাজনৈতিক পরিচিতি শক্তিশালী। কিন্তু এই দুই প্রার্থীকে নিয়ে সাধারণ কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।বাগদার ভূমিপুত্র বা ভূমিকন্যা দাবি উপেক্ষিত হওয়ায় বাগদার পথে–প্রান্তরে জলঘোলা হয়েছে। অনেকেই বলছেন, "ঠাকুরবাড়ির জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে বাগদার মানুষের কাঁধে।" আর ঠিক এখানেই দুলাল বর নিজেকে তুলে ধরছেন প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে। তাঁর বক্তব্য ও সমর্থকদের দাবি—তিনি ঠাকুরবাড়ির একচেটিয়া প্রভাব ভাঙতে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কুঠারের আঘাত নাকি মরিচিকার রাজনীতি? জল্পনা বাড়ছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দুলাল বর এক অদ্ভুত দ্বৈত পরিচয়ের মানুষ— একদিকে বিতর্কিত দলবদলের ইতিহাস, অন্যদিকে বহুবারের বিধায়ক হিসেবে এলাকাভিত্তিক জনসংযোগ। এ কারণেই কেউ বলছেন, তিনি

১০০ ভোটও পাবেন না, আবার কেউ বলছেন, "এইবার জিত তাঁর নিশ্চিত।" আরও কেউ কেউ মনে করছেন, দুলাল বর শেষ পর্যন্ত আইএসএফ বা অন্য কোনও সংখ্যালঘু–নির্ভর রাজনৈতিক শিবিরের দিকে ঝুঁকতে পারেন। তবে আপাতত তিনি নির্দল থেকেই রাজনৈতিক দাবার ঘুঁটি সাজাচ্ছেন।

বাম–কংগ্রেসও ছাড়ছে না মাঠ। এই কেন্দ্রে লড়াই শুধু তৃণমূল–বিজেপি–দুলাল বরকে ঘিরেই নয়। বামফ্রন্টের প্রার্থী গৌর বিশ্বাস রয়েছেন ভূমিপুত্র পরিচয়ে এবং তাঁর পিতার একাধিকবার বিধায়ক থাকার ঐতিহ্য রয়েছে। কংগ্রেসের প্রবীর কীর্তনীয়াও ভূমিপুত্র হিসেবে নিজস্ব ভোটব্যাংকের আশা ছাড়ছেন না। ফলে ভোটের অঙ্কে বাগদা এখন এমন এক মঞ্চ যেখানে প্রতিটি প্রার্থী নিজের পরিচিতিকে ঢাল বানিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

বাগদার রাজনৈতিক লড়াইয়ের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এখন একটাই—লড়াই কি ত্রি–মুখী হবে? নাকি চতুর্মুখী? এই অবস্থায় ভোটের লড়াই যেন এক দার্শনিক নাটক, যেখানে মানুষ শুধু দল দেখে ভোট দিচ্ছে না, দেখছে আত্মসম্মান, পরিচিতি, ভূমিপুত্রত্ব এবং বহিরাগত প্রভাবের বিরুদ্ধে ক্ষোভের ভাষা।

বাগদার মাটি এবার ইতিহাস লিখবে বাগদা বিধানসভা এখন দাঁড়িয়ে আছে এক সন্ধিক্ষণে। এখানে প্রশ্ন শুধু কে জিতবে তা নয় প্রশ্ন হল, বাগদার মানুষ কি ঠাকুরবাড়ির ছায়ায় থেকে যাবে, নাকি ভূমিপুত্রের ডাক শুনে নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের দরজা খুলবে?

দুলাল বর হয়তো বিতর্কিত, হয়তো বহুজনের চোখে অবিশ্বাস্য। কিন্তু ইতিহাস বলে, অনেক সময় প্রতিবাদের আগুন জ্বলে ওঠে ঠিক সেই মানুষটির হাত ধরেই, যাকে কেউ আগে গুরুত্ব দেয়নি। আর তাই সব টিপ্পনি, সব কটাক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে এটুকু বলা যায়, ২০২৬–এর বাগদা নির্বাচনে দুলাল বর নিঃসন্দেহে একটি বড় ফ্যাক্টর।

পূর্বস্থলীতে পাখির চোখ বিজেপির

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : তৃণমূল প্রার্থী স্বপন দেবনাথের পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র এবারে বিজেপির 'পাখির চোখ'। জেলা বিজেপির সভাপতি স্মৃতিকণা বসু বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বার্তা এবারের নির্বাচনে নিঃসন্দেহে আমাদের আরও অনুপ্রাণিত করবে। জেলার সর্বত্রই বিজেপি যথেষ্ট ভালো ফল তো করবেই এবং আমরা জয়ের ব্যাপারে অত্যন্ত আশাবাদী।' আগামী ২৯ এপ্রিল নির্বাচনী লড়াইয়ে শামিল রাজনৈতিক দলগুলিও নানাভাবে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ৮ এপ্রিল বিদায়ী মন্ত্রীদ্বয় স্বপন দেবনাথ এবং সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী সহ তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। ইতিমধ্যেই দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে রায়না কেন্দ্রের শ্যামসুন্দর কলেজ ময়দানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পূর্বস্থলী দক্ষিণ কেন্দ্রের সমুদ্রগড় হাইস্কুল ফুটবল ময়দানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেগা জনসভা করে গিয়েছেন।

পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে ১১ এপ্রিল দুপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভার ঘোষণা করা হয়। তৃণমূল প্রার্থী স্বপন দেবনাথের গুরুত্ব বুঝে বিজেপি কার্যত 'আদাজল' খেয়ে নির্বাচনী লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছে। যদিও এই এলাকার অনেক জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের তুলনায় বিজেপি সাংগঠনিকভাবে বেশ দুর্বল বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। সেই দলীয় সাংগঠনিক দুর্বলতার ডিভিডেন্ড পাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। যে কারণে স্বপন দেবনাথের নানাবিধ প্রচার কর্মসূচি থেকে শুরু করে মনোনয়নপত্র দাখিলকে কেন্দ্র করে পদযাত্রায় কর্মী–সমর্থক সহ জনতার ঢল দেখা গেল। তবে, এবারে প্রধানমন্ত্রীর মেগা জনসভার আয়োজনকে কেন্দ্র করে জেলাজুড়ে গেরুয়া শিবিরের বিপুল উৎসাহ, উন্মাদনা যদি ইভিএমে প্রতিফলিত হয় তাহলে সেটা কিছু ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের মাথাব্যথা বাড়িয়েও দিতে পারে।

দেশ দেশান্তরে

নিশ্চিত জ্বালানি সরবরাহ

পিআইবি : পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকেই সরকার দেশের মানুষের জ্বালানির চাহিদা মেটাতে এবং সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে সচেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছে। উত্তেজনা প্রশমন ও সংযমের বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি সমস্যা মোকাবিলায় আলোচনা ও কূটনীতির ওপর জোর দিয়েছে ভারত। হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ রাখার প্রয়োজনীয়তাও বার বার তুলে ধরেছে নতুন দিল্লি – যাতে শুধু এই দেশ নয়, সারা বিশ্বের মানুষের স্বার্থই সুরক্ষিত থাকে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ কিংবা ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের মতো বহুপাক্ষিক মঞ্চে ভারত বাণিজ্যিক জাহাজের চলাচল এবং নাবিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত রাখতে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী সমুদ্রপথ সংক্রান্ত যাবতীয় উদ্যোগকে সমর্থন করেছে। উপসাগরীয় অঞ্চলে বসবাসরত প্রায় ১ কোটি ভারতীয় নাগরিকের নিরাপত্তা রক্ষার বিষয়টিতেও আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত প্রসঙ্গে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে এবং জ্বালানি নিয়ে হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াতকারী জাহাজগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ধারাবাহিক কূটনৈতিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দু'দফায় আলোচনা করেছেন পশ্চিম এশিয়ার উপসাগরীয় দেশ ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, বাহরিন, ওমান ও জর্ডনের নেতাদের সঙ্গে। এছাড়াও, ইজরায়েল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, মালয়েশিয়া এবং নেদারল্যান্ডসের নেতাদের সঙ্গেও তিনি কথা বলেছেন। আমাদের বিদেশমন্ত্রীও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির বিদেশ মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছেন।

ইরান এবং অন্য দেশগুলির সঙ্গে ধারাবাহিক আলোচনার সুবাদে হরমুজ প্রণালী দিয়ে এলপিজি বোঝাই ৮টি ভারতীয় জাহাজের নিরাপদ যাতায়াত সম্ভব হয়েছে। নবম জাহাজটিও (জগ লাডকি) সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর ফুজাইরা বন্দর থেকে অপরিশোধিত তেল নিয়ে ভারতে পৌঁছেছে। জগ লাডকি জাহাজটি সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর ওই বন্দরে থাকার সময় সেখানে ড্রোন হামলা হয়েছিল। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে সংঘাতদীর্ণ এলাকা দিয়ে যাতায়াতকারী জাহাজগুলিকে ঠিকভাবে চালনা করা বেশ কঠিন। যুদ্ধ শুরুর সময় হরমুজ প্রণালী পেরোনোর জন্য ভারতের পতাকা লাগানো ২৪টি জাহাজ অপেক্ষা করছিল পারস্য উপসাগরে। এখন পারস্য উপসাগরে ১৬টি ভারতীয় জাহাজ রয়েছে। দেশের মানুষের জন্য জ্বালানি সরবরাহ নির্বিঘ্ন রাখতে কমিউনিটি টু ইনসিউরুং দ্যা এনার্জি সিকিউরিটি নিডস্ অফ আওয়ার পিপিল সম্পূর্ণভাবে দায়বদ্ধ। ভারতমুখী জাহাজগুলির নিরাপত্তা হরমুজ প্রণালী পেরোনোর বিষয়টি নিশ্চিত করার পাশাপাশি এটাও দেখা গিয়েছে যাতে জাহাজগুলি ভারতে আসার সময় উপযুক্ত নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে থাকে। 'অপারেশন সঙ্কল্প'র আওতায় ২০১৯ থেকেই ওমান উপসাগর/আরব সাগরে মোতায়েন রয়েছে ভারতীয় নৌসেনার বেশ কয়েকটি জাহাজ। নৌসেনার এই জাহাজগুলি আমাদের অন্য জাহাজগুলির প্রহরীর কাজ করেছে।

জাহাজগুলির তালিকা

ক্রমিকসংখ্যা	জাহাজেরনাম	হরমুজপ্রণালীপেরিয়েছে	পৌঁছেছে	পণ্যেরপরিমাণ (এমটি)	যে বন্দরে পৌঁছেছে	নাবিকের সংখ্যা
১	শিবালিক	১৪ মার্চ	১৬ মার্চ ২০২৬	৪৬,৩৮৭ এমটি	মুন্দ্রা (গুজরাট)	২৭
২	নন্দ দেবী	১৪ মার্চ	১৭ মার্চ ২০২৬	৪৬,৩২৫ এমটি	ভাদিনার (গুজরাট)	৩০
৩	জগ বসন্ত	২৪ মার্চ	২৭ মার্চ ২০২৬	৪৭,৬১২ এমটি	কান্দলা (গুজরাট)	৩৩
৪	পাইন গ্যাস	২৪ মার্চ	২ এপ্রিল ২০২৬	৪৫,০০০ এমটি	ভাইজ্যাগ বন্দর (ভিজেডএইচ)	২৭
৫	বিডব্লিউ টিওয়াইআর	২৮ মার্চ	৩১ মার্চ ২০২৬	৪৬,৫০০ এমটি	মুম্বাই (এমএইচ)	২৭
৬	বিডব্লিউ ইএলএম	২৮ মার্চ	৪ এপ্রিল ২০২৬	৪৬,৯০০ এমটি	এন্নোর (তামিলনাড়ু)	২৮
৭	গ্রিন সানভি	০৩ এপ্রিল	৭ এপ্রিল ২০২৬	৪৬,৬০০ এমটি	দাহেজ (গুজরাট)	২৫
৮	গ্রিন আশা	০৫ এপ্রিল	৯ এপ্রিল ২০২৬	১৫,৪০০ এমটি/এলপিজি	মুম্বাই, মহারাষ্ট্র	২৬ (সকলেই ভারতীয়)

সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় গুরুতর ঘাটতি রয়েছে: ড. জয়ন্ত রায়

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : ৬ এপ্রিল শিলিগুড়ি বিজেপি মিডিয়া সেন্টারে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ ড. জয়ন্ত রায়। তিনি উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ও চিকিৎসা পরিষেবার বর্তমান অবস্থা নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, উত্তরবঙ্গের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় গুরুতর ঘাটতি রয়েছে। হাসপাতালগুলিতে বেডের তুলনায় রোগীর সংখ্যা বহু গুণ বেশি হওয়ায় পর্যাপ্ত পরিষেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে না। চিকিৎসক, নার্সিং স্টাফ এবং প্যারামেডিকেল কর্মীর অভাবের কারণে চিকিৎসা পরিষেবা প্রায় ন্যূনতম স্তরে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। তিনি আরও জানান, প্রাথমিক হেলথ সেন্টারগুলির অবস্থাও অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বহু ক্ষেত্রে সপ্তাহে মাত্র ১ বা ২ দিন ডাক্তার উপস্থিত থাকেন, ফলে সাধারণ মানুষ প্রাথমিক চিকিৎসা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন। জরুরি পরিষেবা পাওয়া তো দূরের কথা, ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবাও অনেক ক্ষেত্রে নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।

তিনি অভিযোগ করেন, চা বাগান এলাকাগুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবার অবস্থা আরও খারাপ। বহু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় ওষুধ, চিকিৎসক এবং অন্যান্য স্টাফের অভাব রয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ নেই এমন ব্যক্তিদের দিয়ে পরিষেবা চালানো হচ্ছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের অবস্থা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল, রোগীদের ভিড় অত্যধিক এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর ঘাটতি রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, অনেক যন্ত্রপাতি থাকলেও সেগুলি যথাযথভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না। স্বাস্থ্য সাথী কার্ড থাকা সত্ত্বেও বহু ক্ষেত্রে রোগীরা বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসা পাচ্ছেন না, কারণ সঠিক সময়ে অর্থ প্রদান হয় না। এর ফলে সাধারণ মানুষ বাধ্য হয়ে উচ্চ খরচে বেসরকারি চিকিৎসার উপর নির্ভর করছেন।

এছাড়াও তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প রাজ্যে কার্যকরভাবে চালু না হওয়ায় মানুষ উন্নত চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসার জন্য রাজ্যের বাইরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। উত্তরবঙ্গে উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবার অভাবে ক্যানসারসহ গুরুতর রোগের চিকিৎসার জন্য মানুষকে অন্য রাজ্যে যেতে হচ্ছে, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের লক্ষ্যে তিনি জানান, বিজেপি ক্ষমতায় এলে প্রাথমিক থেকে তৃতীয় স্তর পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করা হবে। উত্তরবঙ্গে একটি বড় হাসপাতাল বা এইমস–স্তরের চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে তোলার সম্ভাবনার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় উদ্যোগে ইতিমধ্যে জলপাইগুড়িতে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন, নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ক্যানসার চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের মতো কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শেষে তিনি বলেন, রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করে সাধারণ মানুষের জন্য উন্নত ও সহজলভ্য চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করাই ভবিষ্যৎ লক্ষ্য।

প্রাপ্ত কার্যকর গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে, দীপক রসাইলির নেতৃত্বে সুকনা রেঞ্জ–এর একটি অভিযানে চিতাবাঘের চামড়া সহ গ্রেফতার করা হয় এক ব্যক্তিকে। ছবি : নিজস্ব

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে জে ডি বিরলা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল, এদিন সঠিক পুষ্টি এবং সঠিক খাওয়া–দাওয়া নিয়ে একটি আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন পুষ্টিবিদ হেনা নাফিস এবং রিতেশ বাউরী। ছবি : নিজস্ব

বেহালায় ঝড় তুললেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বেহালা : ৫ এপ্রিল বেহালা পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের পর্ণশ্রীতে বিজেপি কার্যালয়ে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়েছিল। ৬ এপ্রিল সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সেই কার্যালয়ে উপস্থিত হন। হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হয়ে শুভেন্দু অধিকারীর নামে জয়ধ্বনি দিতে থাকেন। বিরোধী দলনেতা কার্যালয়ের দ্বিতলের উপস্থিত হয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। তারপর বিজেপি কার্যকর্তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, গতকালের যে ঘটনা ঘটেছিল কমিশনের চাপে পুলিশ বাধ্য হয়ে তৃণমূলের প্রার্থী সহ ৭ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে বাধ্য হয়। বেলেবল সেকশন থাকায় ৬ জনের জামিন হয়েও গেছে। আরো জানা যাচ্ছে পুলিশ ইতিমধ্যেই তৃণমূলের প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য নোটিশ দিয়েছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আমি বিজেপির কার্যকর্তাদের কুর্নিশ জানাই। এভাবেই সর্বত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। আইন হাতে নেবেন না। বিজেপি প্রার্থী ইন্দ্রনীল খাঁর মনোনয়ন পেশের দিন এমনভাবে শোভাযাত্রা করুন সেটা যেন বিজয়ের শোভাযাত্রা হয়।

প্রসঙ্গত, ৫ এপ্রিল দুপুরের পর থেকে বেহালা পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত উপেন ব্যানার্জি রোডে বিজেপির নির্বাচনী কার্যালয়ে একদল দুষ্কৃতী হামলা চালিয়ে ছিল।

পর্ণশ্রী থানার ঢিল ছোড়া দূরত্বে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। তারপরই বেহালা পশ্চিমকেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডক্টর ইন্দ্রনীল খাঁ কর্মী সমর্থকদের নিয়ে থানায় বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। ইন্দ্রনীলবাবু বলেন, বেহালা পশ্চিমের তৃণমূল প্রার্থী রত্না চ্যাটার্জির উপস্থিতিতেই এই ঘটনা ঘটেছে। তিনি লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করেন থানায় এবং কমিশনে। সেই সঙ্গে সিসিটিভি ফুটেজ জমা করেন থানায় এবং কমিশনে। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছিলেন।

অন্যদিকে, ৮ এপ্রিল বেহালা পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর সিকদার আলিপুর সার্ভে বিল্ডিং–এ মনোনয়ন জমা দিলেন। মনোনয়ন জমা দেবার পূর্বে বেহালার শিলপাড়ায় একটি মঞ্চে বক্তব্য রাখেন তার সমর্থনে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তারপর শোভাযাত্রা সহকারে বর্ণাঢ্য র‍্যালি এগিয়ে চলে আলিপুর সার্ভে বিল্ডিংয়ের দিকে। শোভাযাত্রায় ঢাকঢোল, ছৌ–নাচ এবং কর্মী সমর্থকদের উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এদিন বলেন, কয়েকদিন পূর্বে বেহালা পশ্চিমকেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী ড. ইন্দ্রনীল খাঁর নির্বাচনী কার্যালয়ে তৃণমূল আশ্রিত গুন্ডারা হামলা চালিয়েছিল। সেই ঘটনায় বেহালার বিজেপির কর্মী সমর্থকরা যেভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন তার জন্য তাদের আমি কুর্নিশ জানাই। ৪ ঘন্টা থানায় অবরোধ করে রেখেছিল। পুলিশ বাধ্য হয়ে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়। তৃণমূলের প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও এফআইআর করা হয়েছে। বিরোধী দলনেতা আরো বলেন, 'জেগে গেছে জনতা হেরে যাবে মমতা'। আপনারা শুধু ডোর টু ডোর ভালো করে প্রচার করুন এবং শক্ত এজেন্ট দিন ভোটের দিন। কাশ্মীর থেকে সেনাবাহিনী আসছে বুলেট প্রুফ গাড়িতে তারা এখন অযোধ্যায় রাম মন্দিরে পুজো দিচ্ছে ৪০০ কিলোমিটার দূরে আছে খুব শীঘ্রই বাংলায় এসে যাবে। এবারের নির্বাচন হবে ভয় মুক্ত, অবাধ এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশে। নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। ইতিমধ্যেই ৯১ লক্ষ অবৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। বিরোধী দলনেতা কটাক্ষ করে বলেন, 'যা পিসি তুই চলে যা বাংলাদেশে চলে যা। আজকে পিসি একঝুড়ি লোক নিয়ে নমিনেশন করতে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বলেছেন আবার আমি ফিরে আসবো। বিরোধী দলনেতা বলেন, আর আপনার আসা হবে না। সবকা সাথ সবকা বিকাশ যেমন হবে তেমনি হিসাব ভি হোগা। শুভেন্দু অধিকারী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, বেহালায় এবার পদ্ম ফুটবে। পাল্টানো দরকার চাই বিজেপি সরকার।' ছবি : অরুণ লোধ

মেজিয়ার রাখাপাড়ায় বির্তকিত রাস্তার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘদিনের অপেক্ষা ও বিতর্কের পর অবশেষে মেজিয়া পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে নির্মিত 'রাখা পাড়া' রাস্তার উদ্বোধন

হল। স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার এলাকায় এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা তৈরি হল, যা স্থানীয় মানুষের বহু বছরের দাবি পূরণ করেছে। সরকারি জমি না থাকায় স্থানীয় মানুষের ব্যক্তিগত জমি ব্যবহার করে রাস্তা তৈরি করতে হয়েছে। ফলে কিছু মতবিরোধ ও আলোচনা চললেও শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের হস্তক্ষেপে সমস্যার সমাধান হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেজিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পিংকি ব্যানার্জি, সহ–সভাপতি তথা মেজিয়ার উন্নয়নের কাণ্ডারী মলয় মুখার্জি, জেলা পরিষদের সদস্যা চম্পা মাজি, কর্মাধ্যক্ষ উত্তম মাজি এবং অশোক মণ্ডল। মেজিয়া পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ উত্তম মাজি জানান, 'পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় এই রাস্তা নির্মিত হয়েছে। এই রাস্তা চালু হলে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক উন্নত হবে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের যাতায়াতে বিশেষ সুবিধা হবে।'

স্থানীয়দের মতে, এতদিন কাঁচা রাস্তা ও যাতায়াতের অসুবিধার কারণে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হত। নতুন রাস্তা তৈরি হওয়ায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। ৩৫টি তপশিলি পরিবার বর্ষায় এক কোমর জলে পারাপার করতো।

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ফরওয়ার্ড ব্লক পাঁচটি জেলায় মোট দশজন প্রার্থী দিয়েছে। দলে রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ শিবপ্রসাদ তেওয়ারি জগদ্দল বিধানসভায় নমিনেশন জমা দিয়েছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, নেতাজীর আদর্শে গঠিত এই দল আগামী দিনে দেশের সমস্ত মানুষের হয়ে কাজ করবে। তাঁদের দলীয় ইস্তাহারে নেতাজী সম্পর্কে অনেকগুলি দাবিদাওয়া পূরণের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সম্প্রতি ব্যারাকপুরের তৃণমূল প্রার্থী ও পরিচালক রাজ চক্রবর্তী তাঁর প্রলয়–২ সিনেমায় নেতাজী সম্পর্কে অসম্মানকর নানা উক্তি করায় তাঁরা তীব্র ধিক্কার ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বলে শিবপ্রসাদ তেওয়ারি জানান।

বিশ্বস্বাস্থ্য দিবসে জিমস হাসপাতালের বিশেষ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলী : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজে অবস্থিত জগন্নাথ গুপ্তা ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সাইন্স এন্ড হাসপাতাল দশম বর্ষে পদার্পণ করলো। ২০১৬ সালে এই প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেছিলেন জগন্নাথ গুপ্তা। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান কে কে গুপ্তা। ৭ এপ্রিল বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে জিমস একটি বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। পুজালী, বাটানগর, মহেশতলা, বাওয়ালি এলাকার প্রবীণ ফুটবলারদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে তাদের পরিবার যাতে সুষ্ঠুভাবে স্বাস্থ্য পরিসেবা পায় সে জন্য মেম্বারশিপ কার্ড দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকদেরও সুবিধার জন্য এই মেম্বারশিপ কার্ড প্রদান করা হয়। সংস্থার চেয়ারম্যান কে কে গুপ্তা সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে তাদের হাসপাতালে ১২৫০টি বেড আছে। আইসিসিইউ বেড আছে

২৫০ টি। যা কলকাতার বড় হাসপাতালগুলিতেও নেই। ৫০০ জন প্রখ্যাত চিকিৎসক এখানে রাত্রি বাস করেন তাই সকলেই সুলভ এবং সঠিক চিকিৎসা পেয়ে থাকেন। বর্তমানে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয় বিহার উড়িষ্যা, আন্দামান, ঝাড়খন্ড, আসাম থেকেও রোগীরা আসছে জিমস হাসপাতালে স্বাস্থ্যপরিসেবা পেতে। পাশাপাশি জিমস হাসপাতালে মেডিকেল কলেজ এবং নার্সিং কলেজও আছে। হাসপাতাল শুধু ব্যবসা করার জন্য এই হাসপাতাল তৈরি করেনি, মানুষের বিভিন্ন মানবিক কর্মসূচিতে হাসপাতাল সব সময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছে। ভবিষ্যতেও সাধারণ এবং দুঃস্থ মানুষদের জন্য বিভিন্ন পরিষেবা দেবে জগন্নাথ গুপ্তা ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সাইন্স অ্যান্ড হসপিটাল। এদিন ভারতের প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য সহ অলক দে, বিনয় নন্দী সহ আরো অনেক প্রবীণ ফুটবলারদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। দুপুরে ছিল মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন। বিকালে মহেশতলার ইএসআই হসপিটালের সামনে থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়, যেখানে সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা হয়।

সোমাশ্রীর সমর্থনে অভিষেকের চোখ ধাঁধানো জনসভা

কুনাল মালিক : ৫ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাতগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সোমাশ্রী বেতালের সমর্থনে মুচিশা ফুটবল মাঠে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি জনসভা করলেন। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকা সত্ত্বেও হাজার হাজার মানুষ এদিন জমায়েত হয়েছিল মুচিশা ফুটবল মাঠে। গোসাবা থেকে হেলিকপ্টারে করে মুচিশা ফুটবল মাঠে নামেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অত্যাধুনিক হ্যাঙ্গার প্যান্ডেল এবং ডিজিটাল সাউন্ড ও মঞ্চসজ্জায় অভিনবত্ব ছিল। হাজার হাজার মানুষের উচ্ছ্বাসও ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমি আপনাদের পরিবারেরই একজন। আপনাদের যা সমস্যা হবে আমাকে বলবেন। আমি যতদিন আছি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সাতগাছিয়া বিধানসভায় মুচিশা হসপিটালে ৬ কোটি টাকা ব্যয় করে অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার করা হয়েছে। ৬০০ কোটি টাকা খরচা করে মানুষের ঘরে ঘরে জল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। রাস্তাঘাট সম্প্রসারণ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বাবা বড় কাছারি ধামের সৌন্দর্যায়ন যেখানে প্রচুর ঘর পুড়ে গিয়েছিল সেখানে নতুন করে ঘর নির্মাণ করে ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি মাজারেরও সংস্কার করা হয়েছে। বাংলার আবাস যোজনায় হাজার হাজার মানুষ ঘর পেয়েছেন। যারা ঘর পাননি ফলাফল বের হবে ৪ মে। ২৮ মে–এর মধ্যে আপনারা ঘর পেয়ে যাবেন। অনেকেই বলেন, যে তাদের নাম এসআইআরে কাটা

গেছে। সেই প্রসঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আপনারা রাত নটার মধ্যে সমস্ত নাম পাঠান অঞ্চল সভাপতিদের কাছে আমি সেগুলো ট্রাইবুনালে পাঠিয়ে দেব। কারো নাম কাটা যাবে না। বিজেপি প্রার্থী অগ্নিশ্বর নস্কর সম্পর্কে বলেন, আগেরবার বিষ্ণুপুরে দিলীপ মণ্ডলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে হেরেছিল আবার সেখান থেকে ধাক্কা খেয়ে সাতগাছিয়ায় এসেছে আগামীদিনে এখান থেকে ধাক্কা দিয়ে বজবজে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সাতগাছিয়ায় গত লোকসভা নির্বাচনে ৬০ হাজারের বেশি ভোটে জেতা ছিল আমি আশা করব এবারে সেই মার্জিন আরো বেড়ে যাবে। সাংসদ এদিন বলেন, আগামী ৪ মে সবুজ আবির খেলতে আবার সাতগাছিয়ায় আসবেন। তৃণমূল প্রার্থী সোমাশ্রী বেতালকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বিপুল ভোটে জয়লাভ করানোর জন্য সকলের কাছে আবেদন করেন। ছবি : অরুণ লোধ

১৫ বছর ওদের দেখলেন, একবার পাল্টে দেখুন : সিপিআইএম প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৫ বছর ওদের দেখলেন একবার পাল্টে দেখুন। আমরা গরিবের পার্টি ৫ এপ্রিল চিনপাই বিশ্রামতলায় এক বয়স্ক মানুষের হাত ধরে বললেন সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী মতিউর রহমান। সকালে চিনপাই গ্রামে নির্বাচনী প্রচারে আসেন সিপিআইএম প্রার্থী মতিউর রহমান। কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেঁটে প্রচার করেন। তিনি বলছেন, এবার আমাকে একবার সুযোগ দিয়ে দেখুন। বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ি কিন্তু সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল হয়েছে রামপুরহাটে। বোলপুরকে স্মার্ট সিটি করার কথা ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। সেই তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে সদর শহর সিউড়ি। রেল ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাতেও পিছিয়ে সিউড়ি। জমিজটের জন্য আটকে রয়েছে সিউড়ি–প্রান্তিক রেলপ্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ। সিউড়ি থেকে রাজ্যের রাজধানী কলকাতা যাওয়ার জন্য ভরসা দেওঘর–হাওড়া ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেস, হাওড়া–সিউড়ি হুল এক্সপ্রেস এবং সিউড়ি–শিয়ালদহ মেমু এক্সপ্রেস সহ কয়েকটি সরকারি বাস যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে থেকেই সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রে ভূমিপুত্র প্রার্থী

দেওয়ার দাবি জোরালো হয়েছিল সমাজ মাধ্যমে। সেই দাবিকে স্বীকৃতি দিয়ে রাজ্যের প্রধান ৪ রাজনৈতিক দল– তৃণমূল, বিজেপি, সিপিআইএম, কংগ্রেস তাদের ৪ ভূমিপুত্র উজ্জ্বল চ্যাটার্জী(তৃণমূল), জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়(বিজেপি), মতিউর রহমান(সিপিআইএম), সঞ্জয় অধিকারী(কংগ্রেস) এব কোহিনুর খাতুন(আম জনতা উন্নয়ন পার্টি)–কে প্রার্থী করেছে সিউড়িতে।

প্রচারের মাঝে কখনও খেলছেন ক্রিকেট, কখনও পৌঁছাচ্ছেন মানুষের দুয়ারে

অরিজিৎ মণ্ডল, মগরাহাট : বাপি বাড়ি যা! প্রচারের মাঝে কখনো খুঁদেদের সাথে খেলছেন ক্রিকেট, আবার কখনো বা পৌঁছে যাচ্ছেন মানুষের দুয়ারে শুনছেন তাদের দীর্ঘদিনের অভাব অভিযোগের কথা। তিনি কোন সেলিব্রেটি প্রার্থী নন তবে তিনি প্রচারে বেরোলেই তাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের সেলফি তোলার হিড়িক থাকে চোখে পড়ার মতো তিনি আর কেউ নন মগরাহাট পশ্চিমের এবারের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শামীম আহমেদ। মগরাহাট পশ্চিম থেকে এবারে দীর্ঘ ৩ বারের বিধায়ক তথা প্রাক্তন সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লার পরিবর্তে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে শামীম আহমেদের নাম। আর পার্থী পদ ঘোষণা হওয়ার পরেই সকাল থেকে রাত অব্দি মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে দৌড়ে চলেছেন যুবনেতা তথা মগরাহাট পশ্চিমের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শামীম আহমেদ। মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার মোট ১২টি অঞ্চল নিয়ে এই বিধানসভা গত বিধানসভা নির্বাচনে এই বিধানসভা থেকে ৪৭ হাজার ভোটে জয়লাভ করেছিল প্রাক্তন বিধায়ক লোকসভাতেও এই বিধানসভায় প্রায় ৫৮ হাজার ভোটের লিড ছিল। তবে এবারে পুরানো সমস্ত রেকর্ড ভেঙে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শামীম আহমেদ ১ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জিতবে বলে আশাবাদী তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর অত্যন্ত স্নেহ পরায়ণ দক্ষ সংগঠক হিসাবেই পরিচিত শামীম আহমেদের রাজনৈতিক জীবনের হাতে খড়ি কলেজের ছাত্র রাজনীতি থেকে পরবর্তী সময়ে আস্তে আস্তে দলীয় সংগঠনকে মজবুত করার মধ্য দিয়ে ডায়মন্ডহারবার বিধানসভার পর্যবেক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পান তিনি তার সেনাপতিত্বে গত লোকসভা নির্বাচনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ডায়মন্ড হারবার থেকে রেকর্ড সংখ্যক ঘটে যেতেন। পরবর্তী সময়ে মগরাহাট পশ্চিম ও মহেশতলা বিধানসভার কো–অডিনেটর হিসাবে দায়িত্ব পান শামীম আহমেদ। আর তার ওপরই ভরসা করে এবারে মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার এবারে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে শামীম আহমেদকে। আর তরুণ এই প্রার্থীকে কাছে পেয়ে খুশি মগরাহাট পশ্চিমের

তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। তার প্রচার মানেই মানুষের ঢল না চেয়ে চোখে পড়ার মতো। কখনো মন্দিরে পূজা দিয়ে শুরু হচ্ছে তার প্রচার আবার কখনো বা মসজিদে দোয়া করতে দেখা যাচ্ছে। আর এই সম্প্রীতির ছবি হয়তো খুব কমই দেখা যায়। প্রচারের মাঝে কখনো পাড়ার কচিকাঁচাদের সাথে ক্রিকেট ব্যাট হাতে খেলতে নেমে যাচ্ছে আবার কখনো বা পৌঁছে যাচ্ছেন মানুষের ঘরে শুনছেন তাদের অভাব অভিযোগ। আর মগরাহাট পশ্চিমের মানুষও তাকে দুহাত ভরে আশীর্বাদ করছে। মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার উস্তি এলাকার বাসিন্দা বাসুদেব হালদার জানান, সত্যিই তার মুখের হাসি আর ব্যবহার যেন প্রমাণ করছে মগরাহাট পশ্চিমের তিনি ঘরের ছেলে। আমরা মন খুলে তার সাথে কথা বলতে পারছি জানাতে পারছি আমাদের অভাব অভিযোগের কথা। এসআইআর নিয়ে আমার বেশ কিছু সমস্যা ছিল সেগুলি আমি প্রার্থীকে জানিয়েছি। তিনি জানিয়েছেন, যত শীঘ্রই সম্ভব তার সমাধানের ব্যবস্থা করবেন। আর এই ভাবেই দিনরাত এক করে এখন মগরাহাটের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত থেকে ছুটে চলেছেন তৃণমূল প্রার্থী শামীম আহমেদ। সম্প্রতি মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার লক্ষ্মীকান্তপুর এলাকায় প্রচারে বেরিয়ে তৃণমূল প্রার্থী শামীম আহমেদ জানান, দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যায় ও দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার কাঁধে যে দায়িত্ব তুলে দিয়েছে, তিনি তার সবটুকু দিয়ে সারা বছর মানুষের কাজ করার চেষ্টা করবেন তিনি নিতান্ত একজন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী দল তাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন তিনি। পাশাপাশি মগরাহাট পশ্চিমে যে সমস্ত কাজগুলি এখনো পর্যন্ত অসমাপ্ত রয়েছে সেই বিষয়গুলিও তিনি আগামী দিনে করতে চান। জয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানায় মানুষের আশীর্বাদ থাকলে আগামী দিনে তিনি জয়ী হয়ে মানুষের জন্য কাজ করবেন। ইতিমধ্যেই মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভায় বিজেপি ও সিপিআইএম সমর্থিত আইএসএফ প্রার্থী দিয়েছে। তবে রাজনৈতিক মহলের মতে যেভাবে তৃণমূল প্রার্থী শামীম আহমেদ মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছাচ্ছে বিরোধীরা তার থেকে কয়েকশো ক্রোশ দূরেই বলা যায়। তবে কোন সমালোচনায় কান না দিয়ে এখন দিনরাত এক করে প্রচারে ব্যস্ত শামীম আহমেদ।

বাজারের বেহাল দশা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থা পরিচালিত পৌর বাজার রয়েছে ৫৩টি। আর বেসরকারি বাজার রয়েছে কয়েক হাজার। কিন্তু এই বেসরকারি বাজারগুলির মধ্যে একাধিক বাজারের অবস্থা অত্যন্ত বেহাল এবং এই বাজারগুলিই কলকাতা পৌরসংস্থার মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে উত্তর কলকাতার পাতিপুকুর রেল ব্রিজ সংলগ্ন পাতিপুকুর মাছ বাজার, শ্যামবাজার, মধ্য কলকাতার বউবাজার, লেবুতলা বাজার, দক্ষিণ কলকাতার জগুবাবুর বাজার, কালীঘাট বাজার, বাস্তুহারা বাজার এরকম একাধিক বেসরকারি বাজারগুলোর দুর্দশা নিয়ে মাসিক পৌর অধিবেশনে প্রশ্ন– প্রস্তাব তুলেছে স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধিরা। তারপরেও অত্যন্ত বিপজ্জনক এই বাজারগুলির সংস্কারে একটা হাতও দিতে পারেনি কলকাতা পৌরসংস্থা। যে কোনও বড়ো বিপদ ঘটতে পারে এমন অবস্থায় বাজারগুলিতে চুটিয়ে বিক্রি–বাট্টা চলছে। যে কোনও ঘটনায় ঘটতে পারে বিরাট বিপদ। তবে ঝড়–বর্ষায় বেশি বিপদ ঘটতে পারে বলে অনেকে বলে থাকে।

সাধারণ কলকাতাবাসীর প্রশ্ন এই বাজার গুলির সংস্কার হচ্ছে না কেন? পৌর বাজার দপ্তরের উত্তর, এই বাজারগুলির সবই ব্যক্তি মালিকানাধীন। কলকাতা পৌরসংস্থার এতে তেমন কিছু করার নেই। কারণ এই বাজারগুলির মালিকানার প্রশ্নে অসংখ্য শরিকি জট ও কোর্টে একাধিক মামলা রয়েছে। এই আইনি জটিলতার নিষ্পত্তি না হওয়ায় কলকাতা পৌরসংস্থাও বাজার সংস্কারে কোনও ব্যবস্থা নিতে পারছে না। পৌরসংস্থার বাজার দপ্তর এক মালিককে আগ্রহী করালেও অন্য একাধিক শরিক এসে নানান আপত্তি তুলে কোর্টে মামলা করে বসেন, ফলে সংস্কারের কাজ বিশ বাঁও জলে।

পৌর বাজার দপ্তরের আধিকারিকরা জানান, এই বাজারগুলিতে কোনও অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থাও নেই। ইলেকট্রিকের তারগুলি ছড়িয়ে–ছিটিয়ে এদিক থেকে ওদিকে গিয়েছে। নিজস্ব বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাও অত্যন্ত বিপজ্জনক। বাজারের ভিতরে যে কোনও সময়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার মতো ঘটনাও ঘটতে পারে। এবিষয়ে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, ‘এই সমস্ত বাজারগুলি যে জমির ওপর আছে, সেগুলিও কলকাতা পৌরসংস্থার মালিকানাধীন নয়। এইসব বাজার গুলির সবই ‘ডিলাপিডেটেড বিল্ডিং’। বাজারের চারপাশ কটু দুর্গন্ধময়। যাতায়াতে রাস্তার খারাপ। বাজারের নিজস্ব নিকাশি ব্যবস্থাপনা পুরোটাই ভেঙে পড়েছে। অকিউপায়ারদের নোটিশ দেওয়া হয়। আর যদি দেখা যায়, তারা ভবনগুলির সংস্কারের বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। তবে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে কলকাতা পৌরসংস্থা বাধ্য হবে বাজারগুলি বন্ধ করে দিতে।’

বাড়লো কর আদায়

বরুণ মণ্ডল : ২০২৫–২৬ অর্থবর্ষে কলকাতা পৌরসংস্থার সম্পত্তি কর আদায়ের পরিমাণ বাড়লো। ২০২৪–২৫ অর্থবর্ষে কলকাতা পৌরসংস্থার সম্পত্তি কর আদায় হয়েছিল ১,২৬০ কোটি টাকা (যদিও পৌর বাজেটে প্রকৃত বরাদ্দ হয়েছিল ১,৫২০ কোটি টাকা)। ২০২৫–২৬ অর্থবর্ষে কলকাতা পৌরসংস্থার সম্পত্তি কর আদায় হল ১,২৯৭ কোটি টাকা (যদিও পৌর বাজেটে প্রকৃত বরাদ্দ হয়েছিল ১,৫৩৩ কোটি টাকা)। যা ২০২৪–২৫ অর্থবর্ষের তুলনায় ৩৭ কোটি টাকা বেশি। গত অর্থবর্ষে বেহালা এলাকার এস এস ইউনিটে ভালো রাজস্ব আদায় করেছে। ২০২৪–২৫ অর্থবর্ষে সংযুক্ত এলাকা বেহালা থেকে সম্পত্তি কর আদায় হয়েছিল ৬৭ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা। ২০২৫ – ২৬ অর্থবর্ষে তা ৭ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা বেড়ে হয়েছে ৭৪ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা।

বেহালা অঞ্চলে বকেয়া সম্পত্তি কর আদায়ের ওপর দেওয়ার পাশাপাশি অনেক নতুন সম্পত্তিকে সম্পত্তি করের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এরও পাশাপাশি অনেক ক্রেতা ফ্ল্যাট কিনে দীর্ঘদিন যাবৎ ফ্ল্যাটটির মিউটেশন করাতে পারছিলেন নানাবিধ কারণে। সেই ফ্ল্যাটগুলিকে মিউটেশনের আওতায় আনা হয়েছে। ফ্ল্যাট বাড়ি বৃদ্ধির ফলে বেহালায় সম্পত্তি কর আদায় ৯.৫৯ শতাংশ বেড়েছে। সাউথ ডিভিশনেও এবার ভালো রাজস্ব আদায় করেছে। ২০২৪–২৫ অর্থবর্ষে এই ডিভিশনে সম্পত্তি কর আদায় হয়েছিল ৫২৮ কোটি টাকা। গত ২০২৫ – ২৬ অর্থবর্ষে তা ২৪ কোটি টাকা বেড়ে হয়েছে ৫৫২ কোটি টাকা।

যাদবপুর ইউনিট থেকেও ২০২৫–২৬ অর্থবর্ষে মোটা অঙ্কের রাজস্ব আদায় হয়েছে। যাদবপুরের বরো–১১ ও বরো–১২ মিলিয়ে ২০২৫–২৬ অর্থবর্ষে সম্পত্তি কর আদায় হয় ১৫১ কোটি টাকার কিছু বেশি। গত ২০২৪–২৫ অর্থবর্ষ এই ইউনিট থেকে সম্পত্তি কর আদায় হয়েছিল ১০৬ কোটি টাকা। একইভাবে টলি ট্যাক্স এবং জোকার তিনটি ওয়ার্ড থেকে সম্পত্তি কর আদায় প্রতি বছরে বেড়েছে। টলি ট্যাক্স থেকে ২০২৫–২৬ অর্থবর্ষে সম্পত্তি কর আদায় হয়েছে ১৫৭ কোটি টাকা। এর আগের অর্থবর্ষে আদায় হয়েছিল ১৫৫ কোটি টাকা। জোকার তিনটি ওয়ার্ড থেকে ২০২৫–২৬ অর্থবর্ষে সম্পত্তি কর আদায় হয় ১ কোটি টাকার কিছু বেশি। এর আগের অর্থবর্ষে আদায় হয়েছিল মাত্র ৪৮ কোটি টাকা।

অন্যদিকে, নর্থ ডিভিশনে এবারে সম্পত্তি কর আদায়ে লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছতে পারেনি। নর্থ ডিভিশনে ২০২৪–২৫ অর্থবর্ষে সম্পত্তি কর আদায় হয়েছিল ৩০৩ কোটি টাকার কিছু বেশি। আর এবার ২০২৫–২৬ অর্থবর্ষে মোট রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ২৯৯ কোটি টাকা। যা প্রায় চার কোটি টাকা কম। ১৫ নম্বর বরোর গার্ডেনরিচ থেকে কম রাজস্ব আদায় হয়েছে। ২০২৪–২৫ অর্থবর্ষে সম্পত্তি কর আদায় হয়েছিল ১২ কোটি টাকা। এবার ২০২৫–২৬ অর্থবর্ষে তা ২ কোটি টাকা কমে হয়েছে ১০ কোটি টাকা। এই ইউনিটের এক আধিকারিক জানান, ২০২৪–২৫ অর্থবর্ষে গার্ডেনরিচ শিপিং বিল্ডার্স ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্টে–র আওতায় নিয়ে আসার পর এই অঞ্চলে রাজস্ব আদায়টা এক লাফে অনেকটা বেড়ে যায়।

কলকাতায় বাম প্রার্থীরা প্রচারে কিন্তু প্রশ্ন ভোটবল নিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের অষ্টাদশ বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট কলকাতা পৌর এলাকায় একাধিক প্রাক্তন দাপুটে কর্মবীর পৌরপ্রতিনিধিকে প্রার্থী করেছে। প্রথমেই আসি দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিআইএম প্রার্থী করেছে কলকাতা পৌরসংস্থার প্রাক্তন মহানাগরিক (২০০৫ থেকে ২০১০) আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে। ২০০৫ এর কলকাতা পৌরসংস্থার নির্বাচনে তিনি যাদবপুরের ১০০ নম্বর থেকে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে পরাজিত করে কলকাতা পৌরসংস্থার পৌরপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন। ২০২১–এর বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে বামফ্রন্ট প্রার্থী সুজন চক্রবর্তী পেয়েছিলেন মোট প্রদত্ত ভোটের ২৭.৫০ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী সুজন চক্রবর্তী ৩৮,৮৬৯ ভোটের ব্যবধানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদারের কাছে পরাজিত হন। এই বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থার ৯৬, ৯৯, ১০১– ১০৬, ১০৯ ও ১১০ এই ১০টি ওয়ার্ড। কসবা কেন্দ্রে এবার বামফ্রন্ট প্রার্থী হয়েছেন ৬৭ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিআইএম দলের দাপুটে প্রাক্তন পৌরপ্রতিনিধি দীপু দাস। তিলজলাসহ কসবা কেন্দ্রের একাধিক এলাকার পূর্ব পরিচিত থাকায় বেশকিছু লোকজনকে নিয়ে নিয়মিত সকাল–সন্ধে প্রচারে বের হচ্ছেন দীপু দাস। ২০২১–এর বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে তৃতীয় স্থানাধিকারী বামফ্রন্ট প্রার্থী শতরূপ ঘোষ মোট প্রদত্ত ভোটের মাত্র ১৭.৫৬ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। কসবা বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থার ৬৬, ৬৭, ৯১, ৯২, ১০৭ ও ১০৮ এই ৬টি ওয়ার্ড। বেহালা পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে এবার নিয়ে দ্বিতীয়বার বামফ্রন্ট প্রার্থী হয়েছেন সরসুনার ১২৭ ওয়ার্ডের ২০১৫–র কর্মকুশলী বামফ্রন্ট প্রার্থী পৌরপ্রতিনিধি নীহার ভক্ত। বেহালা পশ্চিমের ১০টি ওয়ার্ডের মধ্যে পাঁচটি বা তারও বেশি ওয়ার্ডে তাঁর নিজস্ব ভালও পরিচিত আছে। তিনিও তাদের প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই বিকেল সন্ধ্যায় প্রচারে বের হচ্ছেন। গতবার এই কেন্দ্রে তৃতীয় স্থানাধিকারী নীহার ভক্ত পেয়েছিলেন মোট প্রদত্ত ভোটের মাত্র ২০.৪৯ শতাংশ। কলকাতা বন্দর কেন্দ্রে এবার বামফ্রন্ট প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন ৭৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন দাপুটে পৌরপ্রতিনিধি ২০০৫ থেকে ২০১০ কলকাতা পৌরসংস্থার তথ্য ও জনসংযোগ, উদ্যান ও বাগিচা এবং ক্রীড়া দফতরের মেয়র পারিষদ ফৈয়াজ আহমেদ খানকে। কলকাতা বন্দর বিধানসভা কেন্দ্রের ওয়ার্ড নম্বর ৭৫, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮০, ১৩৩, ১৩৪ ও ১৩৫ এই ৮টির প্রতিটিতেই তাঁর অল্প বিস্তর পরিচিত রয়েছে। কলকাতা উত্তরের শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্রে এবার বামফ্রন্ট প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন বেলেঘাটার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন ফরওয়ার্ড দলের পৌরপ্রতিনিধি ঝুমা দাস। গতবার ২০২১–এ এই কেন্দ্রে ফরওয়ার্ড ব্লকের জীবন প্রকাশ সাহা মোট প্রদত্ত ভোটের মাত্র ১০.৫২ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। শ্যামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থার ৭ থেকে ১০, ১৭ থেকে ২১, ২৪ ও ২৬ এই ১১টি ওয়ার্ড। কলকাতা উত্তরের মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রে এবার বাম প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন সিপিআইএম দলের পৌরপ্রতিনিধি মৌসুমী ঘোষ। তিনিও বামপ্রার্থী ঘোষণার পর থেকে লোকজন নিয়ে প্রচারে হচ্ছেন। গতবার এই কেন্দ্রে তৃতীয় স্থানাধিকারী বামফ্রন্ট প্রার্থী প্রাক্তন পৌরপ্রতিনিধি রূপা বাগচী মোট প্রদত্ত ভোটের মাত্র ১০.১৬ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। উত্তর কলকাতার মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থার ১১ থেকে ১৬, ৩১ ও ৩২ এই ৮টি ওয়ার্ড। তবে দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে এবার নতুন মুখের সিপিআইএম দলের উঠতি প্রার্থী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক আরফিন বেগম (কলকাতার মধ্যে কনিষ্ঠতম প্রার্থী, বয়স ২৯ বছর) প্রার্থী ঘোষণার পর থেকে নিয়মিত সকালসন্ধে দু’বেলা বালিগঞ্জ কেন্দ্রে সামান্য কিছু লোকজন নিয়ে নিয়মিত প্রচারে বের হচ্ছেন এবং বিভিন্ন মাধ্যমে ভালো প্রচারও পাচ্ছেন। গতবার এই কেন্দ্রে বামফ্রন্ট প্রার্থী ডা.ফুয়াদ হালিম পেয়েছিলেন মোট প্রদত্ত ভোটের মাত্র ৫.৬১ শতাংশ। বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থার ৬০, ৬১, ৬৪, ৬৫, ৬৮, ৬৯ ও ৮৫ এই সাতটি পৌর ওয়ার্ড।

এদিকে বাম প্রার্থীরা কিন্তু আমজনতার সাড়া সেভাবে পাচ্ছেন না। দু’চারজন দলীয় কর্মী ও সমর্থককে নিয়ে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন। আসন জেতা বা হারার চেয়েও রাজ্য জুড়ে বামেদের একটাই চিন্তা ভোটটা শান্তিতে হবে তো? হাজারে–হাজারে কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাপ্পা ভোট কতটা আটকাতে পারবে? কতটা হিংসার ঘটনা ঘটবে?

প্রস্তুতি : বাঁকুড়া রাণীবাঁধ বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী ক্ষুদিরাম টুডু খাতড়া মহাবীর গেস্ট হাউসে কুমড়ি সমাজের প্রধান নেতা অজিত মাহাতো এবং উচ্চ পদাধিকারীদের নিয়ে এক বৈঠক করেন। ছবি : সুকান্ত কর্মকার

দুর্ভাগ্য : সিউড়ি চাঁদমারি মাঠে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা শেষ করে জাজিগ্রাম ফেরার পথে মল্লারপুরের কাছে বাসের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে ১৫জন আহত হয়। জখমদের দেখতে রামপুরহাট হাসপাতালে বিজেপি প্রার্থী রিঙ্কি ঘোষ। ছবি : নিজস্ব

গোড়ায় গলদ: গাদিয়ারা যাওয়ার রাস্তার এক পাশে, উলটে পড়ে আছে আসতো দোতলা বাড়ি। দেওয়ালেও ধরেছে ফাটল, আজকের দিনে শহর হোক বা গ্রাম, অসাধু নির্মাণ কাজ বেড়েছে, চোখে পড়ার মতো। ছবি : অভিজিৎ কর

অভিযান : ৮ এপ্রিল আলিপুর আবগারী জেলার অন্তর্ভুক্ত তিলজলা আবগারী স্টেশন প্রগতি ময়দান থানা এলাকার ডোমপাড়া বস্তি অঞ্চলে একটি বিশেষ অভিযান চালিয়ে প্রায় ৯০ লিটার অবৈধ চোলাই মদ উদ্ধার করে। এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন কসবা রেঞ্জের ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টর। এছাড়াও ছিলেন তিলজলা এক্সাইজ স্টেশন ও কসবা সার্কেলের দুই ওসি। আবগারী প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ধরনের ধারাবাহিক অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হল সমাজ থেকে চোলাই মদের অপব্যবহার নির্মূল করা এবং একটি সুস্থ, নিরাপদ ও সচেতন সমাজ গড়ে তোলা। ভবিষ্যতেও এই ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আশাবাদী। ছবি : নিজস্ব

আধুনিক মিউজিয়ামে রূপান্তরিত টাউন হল

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার সুদীর্ঘ ইতিহাসে রয়েছে প্রচুর বই, নথিসহ একাধিক মনীষীর ব্যবহৃত দ্রব্য যা আগামী প্রজন্মের কাছে দ্রষ্টব্য। আগামী প্রজন্মের কাছে এই ইতিহাস তুলে ধরতে আমাদের প্রয়োজন আধুনিক মিউজিয়াম, ডিজিটালাইজেশন অব দ্য ওল্ড রেকর্ডস, প্রিজার্ভেশন। ঐতিহাসিক কলকাতা এবং আধুনিক কলকাতা এই একই সঙ্গে পথচলা আগামী প্রজন্মকে দেখাবে নয়া কলকাতা। ঐতিহাসিক টাউন হলে কলকাতা পৌরসংস্থার মিউজিয়াম আধুনিকতায় ঘিরে থাকুক। সারা পৃথিবীর কাছে তুলে ধরুক আজকের কলকাতা পৌরসংস্থাকে এবং যেসব নতুন নতুন কাজ বর্তমানে কলকাতা পৌরসংস্থা শুরু করেছে, সেগুলি তাদের ওয়েবসাইটে আরও সুন্দর ভাবে তুলে ধরে। কলকাতার তরুণ যুবক–যুবতীদের এইগুলি জানানোর একটি সুখকর স্মৃতি ও সুখকর জায়গা যদি তৈরি করা যায়।

কলকাতা পৌরসংস্থার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়ের এই প্রস্তাবে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, এটা একটা অত্যন্ত ভালো প্রস্তাব। ডোরিক (রোমান) স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত (স্থপতি ছিলেন জন গার্স্টিন) টাউন হলে এই মিউজিয়াম সম্পর্কিত প্রস্তাব ইতিমধ্যেই গৃহীত হয়েছে। এই মিউজিয়ামে কলকাতা পৌরসংস্থার নিজস্ব সংগৃহীত ঐতিহাসিক নথি, পুস্তিকা, মনীষীদের ব্যবহৃত বিষয় সামগ্রী ইত্যাদি রাখা হয়েছে। শুধু তাই না সুরক্ষিত মূল্যবান ঐতিহাসিক নথি এবং বইপত্রের ডিজিলাইজেশন ও কম্পিউটারাইজেশন কাজ জারি রয়েছে। এখানে যে কোনও বয়সের ব্যক্তিরা এটি পরিদর্শনে আসতে পারেন। গবেষণার কাজে আসতে পারেন। পুরোটাই ডিজিটালাইজেশন। বয়সের কোনও বিষয় নেই।

এছাড়াও কলকাতা পৌরসংস্থার একটি নিজস্ব ‘আর্কাইভ’ আছে। যেটা অত্যন্ত রিসোর্সফুল। আজকের তরুণ সমাজ যাঁরা গবেষণার কাজে আছে, তাঁরাও মাঝে মধ্যে এখানে আসে। বরিষ্ঠ সাংবাদিক দীপঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় এটার দেখাশোনার দায়িত্বে রয়েছে। হক মার্কেটের চারতলায় এই আর্কাইভ রয়েছে। এখানেও বহু তথ্য এই আর্কাইভে রাখা হয়েছে। যা কলকাতা পৌরসংস্থার পুরনো দিনের ইতিহাস জানাতে অনেকটা সহায়তা করবে।

২৫ বছর পর পরিবর্তনের সুর বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার ১৩ নম্বর বরোর ১১৮–১১৯ নম্বর ওয়ার্ড, ১৪ নম্বর বরোর ১২৭–১৩২ নম্বর ওয়ার্ড আর ১৬ নম্বর বরোর ১২৫– ১২৬ নম্বর ওয়ার্ড এই ১০টি তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়ার্ড নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বেহালা পশ্চিম (১৫৪) বিধানসভা কেন্দ্র। ২০০১ থেকে ২০২৬ দীর্ঘ ২৫ টা বছর এই কেন্দ্রের বিধায়ক বহিরাগত তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী টালিগঞ্জের নাকতলার বাসিন্দা পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তারও আগে ১৯৯১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত এই কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন স্থানীয় সরসুনার ১২৭ ওয়ার্ডের সিপিআইএম দলের পৌরপ্রতিনিধি কলকাতা পৌরসংস্থার অধ্যক্ষ নির্মল মুখোপাধ্যায়। এবার রাজ্যে অষ্টাদশ বিধানসভা নির্বাচনে এই বেহালা পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন বেহালা পূর্ব কেন্দ্রের বর্তমান বিদায়ী বিধায়িকা রত্না চট্টোপাধ্যায়। তৃণমূল কংগ্রেস দল এবার রত্না চট্টোপাধ্যায়কে বেহালা পূর্ব কেন্দ্র থেকে সরিয়ে তার নিজের পাড়া এলাকার স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধিকে বিধানসভা কেন্দ্র বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রের প্রার্থী করেছে।

এই রত্না চট্টোপাধ্যায় এবং এই কেন্দ্রের বর্তমান স্থানীয় বাসিন্দাদের সকলেই জানেন যে, এই কেন্দ্রের বর্তমান বিদায়ী বিধায়ক পার্থ চট্টোপাধ্যায় শিক্ষক নিয়োগ দূর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হয়ে ২০২২–এর ২৩ জুলাই থেকে দীর্ঘ ৩ বছর ৩ মাস ১৯ দিন তিনি কাটিয়েছেন হয় প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের কারাগারে নয় তো ইস্টার্ণ মেট্রোপলিটন বাইপাসের কোনও বিশালবহুল হাসপাতালে। তাই পঞ্চমবারে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বেহালার উন্নয়নের কাজকে আর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নি। বিধায়ককে না পেয়ে সাধারণ বাসিন্দারা নানা কাজে পদে পদে বিপদে পড়েছেন। ফলে তিনি ২০২১–এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত বেহালা পশ্চিম বিধানসভা এলাকায় নিজ ‘বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলে’র অর্থানুকূল্যে যা যা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম করে ছিলেন, আজ ২০২৬ এ সেই উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সেই তিমিরেই আটকে রয়েছে। সরসুনা হাসপাতালের নিকটস্থ বি এড কলেজের নির্মাণ কাজ বা বেহালার ম্যান্টনে কন্যাশ্রী জেনারেল ডিগ্রি কলেজসহ বেহালা পশ্চিমের একাধিক নির্মীয়মাণ কাজ আজও একই জায়গায় আটকে রয়েছে। ২০২১ থেকে ২০২৬ পাঁচ বছরের বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রের ‘বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলে’র ৬০ × ৫ = ৩০০ লক্ষ বা প্রায় ৩ কোটি টাকার কোনও কাজই বেহালা পশ্চিমে হয়নি। পুরো কাজটাই বাতিল হয়ে গিয়েছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ওই টাকার বিষয়ে নিজ মুখেই তা স্বীকারও করে নেন। গতবার পার্থ চট্টোপাধ্যায় ভোট পেয়েছিলেন মোট প্রদত্ত ভোটের ৪৯.৫১ শতাংশ। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে তার ব্যবধান ছিল ৫০,৮৮৪ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৎকালীন বিজেপি দলের প্রার্থী অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় পেয়েছিলেন মোট প্রদত্ত ভোটের মাত্র ২৭.৫৬ শতাংশ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গতবছরের ১১ নভেম্বর প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার থেকে ছাড়া পাওয়ার পর গত ২১ ফেব্রুয়ারি শনিবারের অপরাহ্ণে পার্থ চট্টোপাধ্যায় নিজের আড়াই দশকের বিধানসভা কেন্দ্র বেহালা পশ্চিমের ভোটারদের মন বুঝতে পাঠকপাড়া, পর্ণশ্রী, রবীন্দ্রনগর, পোলার ফ্যান মোড় থেকে শুরু করে ম্যান্টন পর্যন্ত অলিগলি ঘুরেও গ্রেফতার হওয়ার আগের মতো আমজনতার সেই সাড়া তিনি পেলেন না। দু’একজন পথচলতি মানুষ মুখোমুখি হতেই তাকিয়ে হালকা হাসি হাসতেও সেভাবে কেউ নিজের অভাব অভিযোগের বিষয়ে বলতে এগিয়ে আসেন নি। দল থেকে সাসপেন্ড হওয়ায় নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের ১০ তৃণমূলী পৌরপ্রতিনিধির কাউকেই এদিন ঘেঁষতে দেখা যায়নি। সেদিনই তিনি বুঝতে পারেন, দল পাশে না থাকলে সাধারণ মানুষও কোনও কথা বলতে এগিয়ে আসে না। ২০০১ থেকে টানা ২৫ বছর এই কেন্দ্রের বিধায়ক হওয়া নিয়ে এদিন তিনি বলেন, ‘বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রের ভোটারদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। টানা পাঁচবার যেভাবে জিতিয়ে বিধানসভার সদস্য করে ছিলেন, সে কৃতজ্ঞতা আমি সর্বদা বজায় রাখবো।’

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান স্নাতক ২০২১–এর বিধানসভা নির্বাচন থেকে সক্রিয় রাজনীতিতে আসা রত্না চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রের কলকাতা পৌরসংস্থার নির্মাণ ও সংস্কার কাজের দায়িত্ব থাকা রাস্তা, পানীয় জল ও বর্ষার নিকাশী ব্যবস্থা আগের থেকে অনেকটা ভালো হয়েছে। তবে কিছু জায়গায় নিকাশি সমস্যা রয়েছে। সেই সমস্যার সমাধান করা। আর সবচেয়ে বড়ো কাজ হল বেহালার বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার উন্নয়নে কী করা যায়, তার ব্যবস্থা দ্রুততার সঙ্গে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করবো। সেই সঙ্গে তিনি আরও জানান, ২০২১–এ তিনি ৩৭,৪২৮ ভোটের (মোট প্রদত্ত ভোটের ৫০.০১ শতাংশ) ব্যবধানে জিতে ছিলেন, এবার আরও বেশি ভোটের ব্যবধানে জিতবেন।

এই বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রে বিজেপি দলের প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন অনকোলজিস্ট ডা. ইন্দ্রনীল খাঁ। ২০২১ – এ তিনি কসবা বিধানসভা কেন্দ্রে থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মোট প্রদত্ত ভোটের মাত্র ২৫.৮৮ শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। তিনি বলেন, ‘একটা বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দারা তাদের বিধায়কের থেকে দীর্ঘ চার বছর কোনও পরিষেবা পেলেন না। জেল থেকে যাও ছাড়া পেলেও তৃণমূল কংগ্রেস তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করায় এবং শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি বেহালার বাসিন্দাদের কোনও পরিষেবাও দিতে পারলেন না। ফলে বিধায়ককে এই না পাওয়ার যন্ত্রণা শুধু এই কেন্দ্রের ভোটাররাই বোঝেন। ভোটাররা তাই এবার ঝুঁকি নেবেন না। সিপিআইএম দলের প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন স্থানীয় ১২৭ নম্বর ওয়ার্ড প্রাক্তন পৌরপ্রতিনিধি নীহার ভক্ত। গত ২০২১ এও তিনি এই কেন্দ্রে সিপিআইএম দলের প্রার্থী হয়েছিলেন। ভোট পেয়েছিলেন মোট প্রদত্ত ভোটের মাত্র ২০.৪৯ শতাংশ।

জাতীয় কংগ্রেস দলের প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন শৈবাল রায়। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, ‘আমি ব্যক্তিগত আক্রমণে বিশ্বাসী নই। এটা আমার শিস্টাচার বিরোধী। তিনি আরও বলেন, আমি কোনও নেতার বিরুদ্ধে না, আমি তাঁর নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করি। এবং আমি ১০০ শতাংশ নিশ্চিত যে আমি বেহালা পশ্চিম কেন্দ্র থেকে জিতছি। মানুষের কাছে আমাদের আবেদন পরিবর্তনটা যেন বাস্তবিক পরিবর্তন হয়। একাধিক ভাতা দিয়ে পরিবর্তন করা যায় না। আমরা তো আগামী রাজ্য সরকার গড়ার জন্যই রাস্তায় নেমেছি। আমি তো গণৎকার নই যে এতো ভোটে জিতবো। বেহালাবাসী ঠিক করবে। তবে জেতার বিষয়ে আমি নিশ্চিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দীর্ঘ ১৬ বছর পর জাতীয় কংগ্রেস রাজ্যে এবার এককভাবে লড়াই করছে। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ২৯৪টি আসনে তাদের দলের প্রার্থী দিতে পারেনি। আর জাতীয় কংগ্রেস দীর্ঘ ৫০ বছর রাজ্য ক্ষমতায় না থেকেও রাজ্যের ২৯৪ আসনে প্রার্থী দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নাটক ‘স্পর্ধার রং’

কৃষ্ণচন্দ্র দে : ১২ মার্চ বেহালা অনুদর্শী নাট্য দল আন্তর্জাতিক নারী দিবস মহা সাড়ম্বরে উদযাপন করলো নাট্য অ্যাকাডেমীর তৃপ্তি মিত্র নাট্যমঞ্চে। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন গায়ত্রী বসু মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মৈত্রেয়ী বসু, নাট্যশিল্পী ও নাট্য নির্দেশক কাবেরী বসু এবং বিশিষ্ট শিক্ষিকা শাশ্বতী দাস গুহ নিয়োগী। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন অবন্তিকা সেনগুপ্ত। অনুষ্ঠানের সূচনা করছিলেন শিল্পী মৌসুমী পাল। মৌসুমী রবীন্দ্র সঙ্গীত আগুনের পরশমণি দিয়ে শুরু করে মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা পাঠে নিমগ্ন হয়েছিলেন। তিনি দুটি কবিতা পাঠ করেছিলেন প্রথমটি নারী ডট্‌কম ও দ্বিতীয়টি রক্তচিহ্ন। শেষ করছিলেন তার স্বকণ্ঠে গীত – নারী পরম ধনগো নারী বড় পরম ধন।

এরপর দলের পক্ষ থেকে অতিথি বর্গকে উত্তরীয় ও উপহার দিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন করেছিলেন।

এরপর প্রথমেই বক্তব্য রেখেছিলেন কাবেরী বসু। কাবেরী নারীবর্ষকে তার মতন করে কিভাবে সঞ্জীবিত করে রাখে তার একটা সুস্পষ্ট নমুনার দাগ চিহ্ন এঁকে দিয়েছিলেন। খুবই প্রণিধান যোগ্য বক্তব্য।

কাবেরী বলেছিলেন, ‘১৮৪৮ সালের কনভেনশনে প্রথম আলোচিত হয়। আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা আগে বলে দিতে চাই।’

আমেরিকার ক্রীতদাসদের বাস্তবতাকে নিয়ে বলছিলেন ক্রীতদাসেরা আজ খুব খুশী। এই প্রসঙ্গে হলিউড ছায়াছবি What woman want এর কথা যথাযথভাবেই উল্লেখ করেন এবং আরও বলেন এটাতেই তৈরী হবে ‘কমন সেন্স’। পৃথিবীর সকলেই লিঙ্গ চিহ্ন নিয়েই জন্মেছেন। কিন্তু পরে কেউ পুরুষ হয়ে উঠেছেন, কেউ ধীরে ধীরে নারী হয়ে উঠেছেন। এটাই জেন্ডার কনস্ট্রাকশন। রাইট টু প্রপার্টি রাইট এর বোধ। সবার আগে আমার দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করতে হবে। কমনসেন্স কালেকটিভ মেমোরি হয়ে মাথায় ঢুকে বসে আছে। কিছু কিছু বিষয়ে ভয় পাওয়াটা লক্ষণ মেয়েদের। মেয়েটা ছোট কিংবা অবলা অর্থাৎ সে পুরুষের মত শক্তিশালী নয়। তবে প্রশ্ন জাগে – শক্তিই কি সব নিয়ন্ত্রণ করে? তাহলে হাতিরা কি দেশ চালাচ্ছে? সেখানে এবারে চলে এলো মেধা। মেধাতে নারী পুরুষের চেয়ে কোনমতেই পিছিয়ে নেই কল্পনা চাওলা বা সুনীতা

উইলিয়ামস্ এর কথা আজ কে না জানে । তাহলে একবার ভাবুন আমরা কি ভাবের ঘরে চুরি করছি না? আমি একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। আমাদের স্পর্ধার রং হোক সাদা। আমি দুর্গা নই। পুরুষের সম্মিলিত শক্তির প্রকাশ হতে আমি চাই না।

মৈত্রেয়ী বসু বলেছিলেন – ‘কনসেপ্ট বা ধারণা মানুষে মানুষে ভিন্ন হয়। আমি কখনই নারী শক্তির জয় হোক বলি না, আমি বলি মানুষের জয় হোক। যুদ্ধ যুদ্ধ মানে শক্তি শক্তি খেলা, যুদ্ধ মানে আমার অবহেলা। বলে গিয়েছেন, ‘মানুষকে স্ব-শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। মানুষের যদি সত্যিই কিছু করতে হয় সর্বাগ্রে মানুষকে শিক্ষিত করতে হবে। মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।’ এটাই সমাজের জন্য বড়ই প্রয়োজন। কিছু ভাতা দিয়ে চুপ করিয়ে দেবার চেয়ে। একশো বছর আগে বলে যাওয়া কবি গুরুর কথাটি আজও বড়ই প্রাসঙ্গিক। স্বামী বিবেকানন্দ, কর্ম জীবনের কথাই বলে গেছেন। ভারত আধ্যাত্ম ভূমি। এই মাটিতে কিছু আলোর দিশা আছে। অপার্থিব সম্পদেই আমাদের সম্পদশালী বর্তমানে রাজনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি প্রত্যেকটি একের সঙ্গে একের পরিপূরক। অর্থনীতিবিদ্ চাণক্য বা কৌটিল্যও তাই মনে করেন। তবে আমি সুভাষ চন্দ্রের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি। তাই নিয়েই চর্চা ও গবেষণা করে চলেছি প্রতিনিয়ত। সাম্য ন্যায়, স্বাধীনতা, প্রেম ও মনুষত্ব এরকম একটা সমাজ গড়ার চেষ্টা করে চলেছি প্রতিনিয়ত। জীবনকে সোজা ভাষায় বুঝতে হবে। ভাতা বা অনুদান অপেক্ষা মানুষকে ভরসা দেওয়া অনেক জরুরী। ১০০ বছর আগে কবি গুরু করতে চেয়েছেন আমাদের মুনি ঋষিরা।

শাশ্বতী দাস গুহ নিয়োগী চিত্রশিল্পী সুনয়না দেবী সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করতে চাইলেন। সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, ‘আমরা যদি সুনয়না দেবীর চিত্রগুলি নজর করি তবে দেখবো রান্না ঘরের হলুদ নিয়ে হলুদ রং গাছের পাতা দিয়ে সবুজ এবং আলতা দিয়ে লাল রং। দাদা অবনীন্দ্র সুনয়না দেবীর সকল চিত্রকলা এদিক ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সবকিছুকে সংকলিত করেছেন যত্নের সঙ্গে। আমাদের বাংলায় চিত্রকলা আলোচনায় সুনয়না দেবীর কথা আসে না। একমাত্র যামিনী রায় এর পটচিত্রের সঙ্গে যদি সুনয়না দেবীর পটচিত্রের সঙ্গে দেখি তাহলেই উভয়েরই মিল ও পার্থক্য বুঝতে পারবো। যামিনী রায় সুনয়না দেবীর পটচিত্রের কথা বারবার বলে গিয়েছেন। সুনয়না দেবীর বয়স ১৫৩তম বছর। অর্থাৎ সার্ধশত বৎসর অতিক্রান্ত। তিনি খুব ভাল সরোদ ও পিয়ানো বাজাতেন। গৃহের অন্দর মহলকে সুস্থ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে গড়ে তুলতেই হবে। ভারতের মেয়েরাই ভারতের সংস্কৃতির ধারক, বাহক এবং রক্ষকও বটে।

এরপর একনারী কাদম্বরী নাট্যানুষ্ঠান। রচনা ও নির্দেশনায় দলের কর্ণধার সুমনা চক্রবর্তী। এটা সুমনার একক অভিনয়। আমরা সবাই এক ঘন্টার জন্য জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির অলিন্দে ঢুকে পড়েছিলাম। অসামান্য দক্ষতায় সুমনা দর্শকদের মোহিত করে দিলো। আমরা দেখলাম ব্যাথার কাজল দিয়ে আঁকা এক নারীর চাওয়া-পাওয়া, না পাওয়ার অশ্রুসিক্ত বেদন হাহাকার। সুমনা দর্শককে পাশ ফিরতে দেয়নি। উপসংহারে একটা কথা বলতে ইচ্ছা হয়, একটি নাটকেই সুমনা ওর জাত চিনিয়ে দিয়েছে। নাট্য সংস্কৃতির ইতিহাসে এক অন্যতম সংযোজন হয়ে চিরকাল থেকে যাবে। এটা আমার বিশ্বাস।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৩২তম পূণ্যতিথিতে শ্রদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে ৮ এপ্রিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৩২তম পূণ্যতিথিতে একটি বিশেষ স্মারক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। কালজয়ী সঙ্গীত বন্দে মাতরম-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সংগ্রহ থেকে বিরল স্মৃতিচিহ্নের একটি প্রদর্শনী প্রদর্শিত হয়, যা মহান সংস্কারক এবং সাহিত্যিক আইকনের জীবন, কাজ এবং প্রভাবকে প্রতিফলিত করে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ড.আর.এন.রবি। সংস্কৃতি ভারতী পশ্চিমবঙ্গের বঙ্কিম ও স্বদেশ চেতনা শিরোনামের একটি সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা সন্ধ্যাকে আরও সমৃদ্ধ করে।

জগন্নাথ আসছেন কলকাতায়

সোমনাথ পাল : শান্তি, ঐক্য ও ভক্তির বার্তা ছড়িয়ে দিতে তিনদিনব্যাপী এক মহৎ আধ্যাত্মিক আয়োজন—“শ্রী জগন্নাথ বিশ্বশান্তি মহাযজ্ঞ” অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী ১৭ থেকে ১৯ এপ্রিল ২০২৬, সল্টলেকের এফ ডি ব্লকের মাঠে। এই মহাযজ্ঞের আয়োজন করছে শ্রী জগন্নাথ দর্শন চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ও শ্রী রাজাধিরাজ জগন্নাথ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, পুরী ধামের জগন্নাথ পরিবারের সহযোগিতায়।

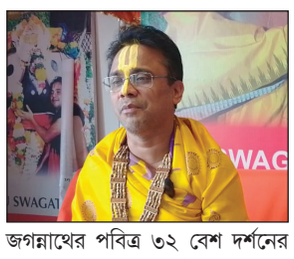

এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গে ভক্তরা শ্রী জগন্নাথের পবিত্র ৩২ বেশ দর্শনের সুযোগ পাবেন। অনুষ্ঠানে থাকবে বৈদিক যজ্ঞ, পূজা-অর্চনা, মহাপ্রসাদ বিতরণ এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আয়োজকদের মতে, এই তিন দিনে প্রায় ৫ থেকে ১০ লক্ষ ভক্তের সমাগম হতে পারে, যা পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহৎ আধ্যাত্মিক সমাবেশে পরিণত হবে। এই প্রসঙ্গে দ্বৈতপতি ভবানী প্রসাদ দাস মহারাজ বলেন, “মহাপ্রভু জগন্নাথ কোনো মন্দিরে সীমাবদ্ধ নন—তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে বিরাজ করেন। এই বিশ্বশান্তি মহাযজ্ঞ মানবজাতিকে ভক্তি ও শান্তির মাধ্যমে একত্রিত হওয়ার এক ঐশ্বরিক আহ্বান।”

তিনি রাজ্যের সকল মানুষকে এই মহাযজ্ঞে উপস্থিত থাকার জন্য আন্তরিক আহ্বান জানিয়েছেন।

অক্সফোর্ডে উন্মোচন হল ‘প্যাচওয়ার্ক উইমেন’

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার ঐতিহ্যবাহী অক্সফোর্ড বুক স্টোর -এ এক অনুপ্রেরণামূলক সাহিত্য সন্ধ্যা আয়োজন করা হয়, লেখিকা মোনা ব্যানার্জি তাঁর সর্বশেষ বই প্যাচওয়ার্ক উইমেন উন্মোচন করেন। পাঠক, লেখক এবং বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশে যারা নারীবাদ, সমতা, মাতৃত্ব এবং জীবনের গভীর তাৎপর্য নিয়ে অর্থপূর্ণ আলোচনা করা হয়। ‘নু ভয়েস প্রেস’ দ্বারা প্রকাশিত প্যাচওয়ার্ক উইমেন একটি চিন্তাশীল ও আবেগঘন বর্ণনা, যা প্রেম, ক্ষতি এবং আত্ম-আবিষ্কারের গল্পকে একসূত্রে গেঁথে উপস্থাপন করে। লেখিকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে রচিত এই বইটি কর্তব্য, আকাঙ্ক্ষা, সামাজিক প্রত্যাশা এবং আত্ম-ভালবাসার জটিলতাগুলি অনুসন্ধান করে এবং এটি নারীত্বের একটি সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। ঐন্দ্রিলা দত্ত আলোচনাটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন। সম্মানিত প্যানেলিস্টরা স্বাতী সেনগুপ্ত, রীতাশ্রী ঘোষ এবং বৈশালী চ্যাটার্জী দত্ত তাঁর সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেন এবং নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বইটির

মূল বিষয়গুলির বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে দি টেলিগ্রাফ-টি-২-এর সম্পাদক স্মিতা রায় চৌধুরীর-এর উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক গুরুত্বকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে।

মোনা সেনগুপ্ত এবং সুশ্রুত সরকার, আহাভা কমিউনিকেশনের পক্ষ থেকে, আহাবা রিডার্স অ্যান্ড রাইটার্স ক্লাব-এর সহযোগিতায় এই আয়োজনটি করেন।

শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোনা ব্যানার্জি আত্ম-ভালবাসা ও আত্ম-গ্রহণের গুরুত্ব নিয়ে গভীরভাবে আলোকপাত করেন। তিনি ‘প্যাচওয়ার্ক’ শব্দটিকে একটি শক্তিশালী রূপক হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। নারীদের সামাজিক নিয়মের প্রতিক্রিয়া তরুণ বয়সে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ বেশি স্পষ্ট হয়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা রূপ নেয় এক নীরব কিন্তু গভীর শক্তিতে।

ইন্টারঅ্যাকটিভ পর্বে এক দর্শক ‘প্যাচওয়ার্ক’ শব্দটির গভীর অর্থ জানতে চাইলে ব্যানার্জি ব্যাখ্যা করেন যে এটি কেবল একটি শিল্প ধারণা নয়, বরং মানবিক সম্পর্কের জটিল ও স্তরবিন্যস্ত প্রকৃতির প্রতীক এবং এও বলেন এই সম্পর্কগুলিকে সচেতনতা, সহানুভূতি এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত। ‘প্যাচওয়ার্ক উইমেন’ নারীত্বের এক শক্তিশালী অনুসন্ধান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যেখানে পতন, পুনরুত্থান এবং শেষ পর্যন্ত আত্ম-অন্বেষণের যাত্রা তুলে ধরা হয়েছে।

পুস্তক সমালোচনা

ভালোবাসার আবেশ জড়ানো

বিধান সাহা

ছোট গল্পে ঘটনার ঘনঘটা নেই। নিতান্তই এক আধটি ঘটনা। তাও ছোটে একমুখী হয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে পাই একটি ঘটনা প্রবাহকে। পাঠক গোটা জীবনের রসাস্বাদন করেন লেখকের পরিবেশনের গুণে। একটা গোটা জীবন কাহিনী ও ৫টি টুকরো ঘটনার ছোট গল্পকে একই মলাটে পরিবেশন করেছেন লেখক প্রবীর নন্দী।

গ্রন্থের ২টি পর্ব বললে অত্যুক্তি হয় না। প্রথম পর্বে প্রকাশিত হয়েছে উপন্যাস ‘ভালোবাসার গল্প’। দুই পরিবারের কাহিনী। একদিকে রয়েছে পিউ, অন্যদিকে রয়েছে দীপ্তিময়। দুজনেই দুজনকে ভালোবাসে। পিউয়ের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষ থেকে কাহিনীর সূত্রপাত। তার ডাক্তার হয়ে ওঠা, বাবা মায়ের মৃত্যু সমস্ত কিছুই একের পর এক ঘটেছে। দীপ্তিময়ের সঙ্গে মিলন হতে গিয়েও হয়নি। আভিজাত্যের অহংকারে মত্ত দীপ্তিময়ের বাবা পিউ ও তার পরিবারকে উপেক্ষা করেছেন। শেষ পর্যন্ত পিউয়ের মৃত্যুতে এই কাহিনীর

পরিসমাপ্তি। উপন্যাস শেষ হচ্ছে ট্র্যাজিক পরিণতিতে। পাঠকের মনে হাহাকার জেগে ওঠে, কেন মিলন হল না! কেন সুন্দর জীবনের সৃষ্টি হল না!

পিউ চরিত্রটি পাঠকের মনে দাগ কেটে যায়। তবে দীপ্তিময়ের চরিত্রটি কিছুটা কাপুরুষোচিত হয়ে উঠেছে। তার দৃঢ়তা নেই। সেজন্যই ট্রাজেডির দিকে কাহিনীটি এগিয়ে গেছে।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে ৫টি ছোট গল্প। ১৯৭১ এর বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রয়েছে আবার দেশভাগ। হিন্দু-মুসলিম দুই পরিবারের একাত্মতার গল্প। শেষ পর্যন্ত হিন্দু পরিবারের ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া- গল্পের ট্র্যাজিক পরিণতি পাঠকের মনকে আর্দ্র করে তোলে। টুকরো টুকরো ছবি ফুটিয়ে তুলেছে সম্প্রীতির বার্তা। দেশভাগের এক জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি হয়ে রইলো গল্পটি। এখানেও লেখকের গল্প বোনার দক্ষতা অনায়াস সাধ্য।

দ্বিতীয় গল্প ‘তৃষা’। সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক প্রাণতোষ এক সকালে তৃষার ফোন পেল। ফ্ল্যাটে যাবার আমন্ত্রণ জানালো বিশেষ প্রয়োজনে। ফোন নামিয়ে রাখতেই চলে এল ফ্ল্যাশ ব্যাক কাহিনী। তৃষার সঙ্গে উঠতি লেখক প্রাণতোষের সম্পর্ক গভীর হলেও তা পরিণতি পায় নি। এক ব্যাঙ্ক চাকুরেকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল তৃষা। প্রাণতোষও পরবর্তীকালে নামজাদা লেখক হয়েছে, সংসারও করেছে। তৃষার আমন্ত্রণ প্রাণতোষকে কিছুটা বেসামাল করে দিল। তৃষার ছেলে চিত্ততোষকে অনুসরণ করে ফ্ল্যাটে পৌঁছলো প্রাণতোষ। তার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। প্রাণতোষের কাছে শেষ পর্যন্ত সে বন্ধু হয়ে থাকার অনুরোধ করলো। বই আর বন্ধু – এই দুটো পেলেই সে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবে। এই সামান্য চাওয়া পাঠকের মনে অনুরণন তোলে।

ছোট গল্প বিভাগের তৃতীয় গল্প সমু ও পিকুর গল্প ‘হারায়ে খুঁজি’। সমু ও পিকুর প্রেম পরিণতি লাভ করেনি। পিকুর বিয়ে ও সন্তান হয়েছে। সমু প্রবাসী। বিয়ে করেনি পিকুকে লাভ করতে পারে নি বলে। পিকু কেমন আছে, সে জন্যেই সে ছুটে এসেছিল। পিকু একান্তে পেয়ে সমুকে বাহুবন্ধনে উজাড় করে দিতে চাইলেও সমু তা গ্রহণ করেনি। এক নিটোল ভালোবাসার গল্প হয়ে উঠেছে ‘হারায়ে খুঁজি’।

পরবর্তী বা চতুর্থ গল্পটি নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে ‘চিঠি’ গল্পটি। এই গল্পে দুটি ‘চিঠি’ মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে। ছন্দার চিঠিটি প্রথমে। শেষে অবশ্যম্ভাবীভাবে জবাব রচনা করেছে শৈবালের চিঠি। বিশ্বাস অবিশ্বাসের সুতোয় বাঁধা গল্পটি ভিন্ন মাত্রা সংযোজিত করে।

গ্রন্থের শেষ গল্প ‘জীবন’ থেকে নেওয়া। এখানেও দেশভাগের যন্ত্রণার স্মৃতি উঠে আসে। ছোট্ট একটি চিঠি দিয়ে গল্পটি শেষ হয়। স্নেহের ভবতোষকে লেখা চিঠিটি ভবতোষের সমস্ত সত্তাকে উথাল পাথাল করে দেয়। ভালোবাসার আবহে গড়া গল্পটি পাঠক মনে সহজেই ঝংকার তোলে।

উপন্যাস ও ছোটগল্পে ভালোবাসার আবেশ ছড়িয়ে দিয়েছেন লেখক। প্রতিটি গল্পেই ছড়িয়ে পড়েছে ভালোবাসার আলো। প্রতিটি রচনাই ভিন্ন ভিন্ন হয়ে পাঠকের মনে ধরা পড়েছে।

বিবেত্র পালের রঙিন প্রচ্ছদ ব্যঞ্জনাময়। গ্রন্থের ছাপা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। বোর্ড বাঁধাই প্রশংসনীয়।

দেশভাগ সম্পর্ক ভালোবাসা –প্রবীর নন্দী। প্রকাশক: লেসিকা পাল সরদার, ব্লুমস প্রকাশনী, চাঁদপুর, সোনারপুর, কলকাতা – ৭০০১৫০, মূল্য – ২৫০ টাকা।

অন্তহীন বসন্ত ও শতবর্ষের সুরের মোহনায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : শেষ বসন্তের রেশ ধরে রশ্মি কলা কেন্দ্র তাদের বসন্ত উৎসবের আয়োজন করেছিল ২৮ মার্চ বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর মহাসভা প্রেক্ষাগৃহের মনোরম পরিবেশে। এবার তাদের অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল প্রথম পর্বে ‘অন্তহীন বসন্ত’। এই পর্বে বসন্তের গান সহ অর্ঘ্য সেনের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, শতবর্ষে নারায়ণ দেবনাথ ও দ্বিতীয় পর্বে ছিল তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও ভূপেন হাজারিকার সংগীত নিয়ে ভাষ্য সহকারে গাঁথা ‘শত বরষের সুরের মোহনায়’। প্রকৃতিতে বসন্ত যায় আসে, মানব জীবনেও এর অন্যথা ঘটে না। কিন্তু কিছু জিনিস থাকে যা অনন্ত, কখনোই পুরনো হয় না। যে ব্যক্তিত্বদের নিয়ে অনুষ্ঠান তারা শতবর্ষ পরেও নবীন। এই ভাবনাকে নির্ভর করে সেদিনের অনুষ্ঠান ছিল।

প্রথম পর্বে ‘অন্তহীন বসন্ত’ নৃত্য গীতি আলেখ্য। ভাবনা ভাষ্য রচনা ও পরিচালনায় সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সহপরিচালনায় দীপ কুমার নন্দী। সঙ্গীতে ছিলেন মধুমিতা ঘোষ ভট্টাচার্য, পার্থজিৎ সেনগুপ্ত, অভিষেক দাস ও সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পার্থজিৎ সেনগুপ্তের ‘তুমি একটু কেবল বসতে দিও কাছে’ ও সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী’ বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করে। নৃত্যে আকাশ ঘোষ সহ সৃজনীর শিল্পীবৃন্দ অসাধারণ। ভাষ্যে শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী। এরপর নানা রঙের গানে ছিলেন ময়ূরী সরকার, সোমাশ্রী ক্ষেত্রী, তপন বণিক, ধীমান পাল, তপতী দাস ও শিশু শিল্পী অর্চিতা চ্যাটার্জি। প্রত্যেকের গানই সুগীত।

নারায়ণ দেবনাথের শতবর্ষে বক্তব্য রাখেন ‘শুকতারা’র সম্পাদক রাজর্ষি মজুমদার এবং ওনার উপস্থিতিতে ‘শ্রুতি ছন্দম’ এর শিশু শিল্পীরা ‘বাঁটুল দি গ্রেট’ ও হাঁদাভোঁদা’র দুটি কমিক্সের শ্রুতি নাটক করে। নাট্যরূপ সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরিচালনায় ছিলেন সমজিৎ দেবরায়। এই প্রথম বাঁটুল ও হাঁদাভোঁদাকে নিয়ে শ্রুতি নাটক মঞ্চস্থ হলো। কিশোর রঞ্জন মজুমদারের

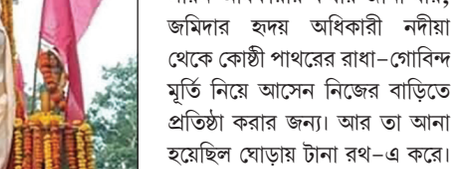

বেহালায় শাস্ত্রীয় সংগীতের সুর দর্শকদের মুগ্ধ করে। ‘শত বরষের সুরের মোহনা’য় ভূপেন হাজারিকার গানে মাতান হিমাদ্রি মুখার্জি। গৌরীপ্রসন্ন ও তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানে দর্শকদের মুগ্ধ করেন পার্থজিৎ সেনগুপ্ত। সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূপেন হাজারিকার সুরে চামেলী মেম সাহেব ছবির ‘টিপাই টিপাই রে’ ভিন্ন স্বাদের গানটি দর্শকদের ভাল লাগে। তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হে চিন্ময়ী’ গানে পার্থজিৎ সেনগুপ্ত পূজার আবহ সৃষ্টি করেন। নৃত্যে আকাশ ও সৃজনীর শিল্পীবৃন্দ এক কথায় অনবদ্য। ভাষ্যে তিলক ভট্টাচার্য ও কৃষ্ণা বসু রায় যথাযথ। যন্ত্রে শ্যামল মণ্ডল, প্রমিত দাস ও সুশান্ত রায়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনায় সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঞ্চালনায় শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী এবং কৃষ্ণা বসু রায়।

পরম্পরা

বাংলার ব্যতিক্রমী রথযাত্রা

অসীম কুমার মিত্র : পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতে রথযাত্রা উৎসব পালিত হয় আষাঢ় মাসে। তবে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত জ্যোৎকল্যাণ- সরিয়ালা গ্রামে চৈত্র মাসে পালিত হয় রথযাত্রা উৎসব। তবে এটি মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবের রথ নয়, এখানে রাধা-গোবিন্দের রথযাত্রা পালিত হয়। প্রায় ২৫০ বছর আগে এই গ্রামের জমিদার হৃদয় অধিকারী তার নিজের বাড়িতে এই রথযাত্রার সূচনা করেন চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে। যার জন্য এর পরিচিতি চৈত্রের রথ হিসাবে। তবে অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণিমা তিথি বৈশাখ মাসে পড়লে, তখন বৈশাখ মাসেও পালিত হয় এই উৎসব। এলাকায় এই রথযাত্রা অধিকারী বাড়ির রথযাত্রা বলেই বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে। আজও অধিকারী পরিবার বংশ পরম্পরায় এই রথযাত্রা অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে পালন করে আসছে। এই রথযাত্রাকে কেন্দ্র করেই এলাকাটি রথতলা নামে পরিচিত।

অধিকারী পরিবারের সদস্য সায়ন অধিকারীর কথায় জানা যায়, জমিদার হৃদয় অধিকারী নদীয়া থেকে কোষ্ঠী পাথরের রাধা-গোবিন্দ মূর্তি নিয়ে আসেন নিজের বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আর তা আনা হয়েছিল ঘোড়ায় টানা রথ-এ করে। বাড়িতে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চৈত্র মাসের পূর্ণিমায়। আর মন্দির প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে হৃদয়বাবু শুরু করেছিলেন রথযাত্রা উৎসব চৈত্র পূর্ণিমায়। কথিত আছে, এই রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হওয়ার দিন গোটা গ্রামের চারপাশে ঢাক-ঢোল বাজানো হত। আর ঢাকের শব্দ যতদূর যেত, ততদূর পর্যন্ত গ্রামবাসীরা আমন্ত্রিত থাকতো এই রথযাত্রায় মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য। এখানে রথের সামনে দুটি ঘোড়া আছে, যার একটির কানকাটা এবং অপরটির জিভ কাটা। শোনা যায়, হৃদয়বাবু নদীয়া থেকে যখন ঘোড়ায় টানা রথে করে রাধা-গোবিন্দের মূর্তি নিয়ে আসছিলেন তার বাড়ির উদ্দেশ্যে, তখন মাঝপথে ঘোড়া দুটি এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে গাড়ি আর সামনের দিকে এগোতে পারছিলনা। সেই সময় রথের সারথী একটি ঘোড়ার কান এবং অন্যটির জিভ কেটে দেয়। আর সেই যন্ত্রনায় তৎক্ষণাৎ ঘোড়া দুটি পুনরায় ছুটতে শুরু করে। সেই দৃশ্য আজও রথের সামনে তুলে ধরা আছে। অধিকারী পরিবারের ঐতিহ্যবাহী এই রথযাত্রায় সোজা রথ অনুষ্ঠিত হয় চৈত্র পূর্ণিমায় এবং উল্টো রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় ৯ দিন পর অর্থাৎ নবম দিনে।

চৈত্রের গাজন

দেবযানী চক্রবর্তী : চৈত্রের গাজন হল পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রাচীন ও জনপ্রিয় হিন্দু লোক উৎসব। এটি মূলতঃ বাংলা বছরের শেষ মাস চৈত্র-সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে পালিত হয়। এখন ১৪৩২ সালের চৈত্রের শেষ দিক চলছে। চৈত্র সংক্রান্তির দিনে চড়ক পূজার মাধ্যমে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

এই উৎসবের প্রধান দিকগুলো তুলে ধরা হল- গাজন মূলতঃ মহাদেব শিবের আরাধনা হলেও ধর্মরাজ এবং নীল দেবতার উদ্দেশ্যেও এই উৎসব পালিত হয়। লোক-বিশ্বাস অনুযায়ী, এটি সূর্য ও পৃথিবীর বিবাহের প্রতীক এবং গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে মুক্তি পেতে বৃষ্টির কামনায় এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। যারা এই ব্রত পালন করেন তাদের সন্ন্যাসী বা ভক্ত্যা বলা হয়। তারা গলায় উত্তরীয় এবং হাতে লাঠি বা দণ্ড ধারণ করেন। উৎসবে সন্ন্যাসীরা কঠোর কৃচ্ছসাধন করেন। আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটা, কাঁটা ঝাঁপ দেওয়া, জিভ বা পিঠে লোহার শিক ফুঁড়ে দেওয়া এবং চড়ক গাছে ঘোরা- এ সবই গাজন বা চড়ক উৎসবের অঙ্গ।

গাজন শব্দটি এসেছে গর্জন শব্দ থেকে যা সন্ন্যাসীদের সম্মিলিত উচ্চস্বর বা ধ্বনিকে নির্দেশ করে। অন্য মতে গা মানে গ্রাম এবং জন মানে জনসাধারণ, অর্থাৎ এটি গ্রামীণ জনসাধারণের নিজস্ব উৎসব।

গাজন উৎসব-কে কেন্দ্র করে গ্রাম বাংলায় বিশেষ মেলা বসে, যা চৈত্র সংক্রান্তির মেলা নামে পরিচিত। বৈশাখের প্রথম দু-তিন দিন পর্যন্তও এই উৎসব চলে।

আর কদিন বাদেই চৈত্র শেষ হয়ে ১৪৩৩ সন শুরু হয়ে যাবে। আমরা বরণ করব নতুন বছর-কে। এইভাবে বাংলার বারে মাসে তেরো পার্বণ চলতে থাকবে। বৈশাখ-কে আবাহন করে বলি, এসো হে বৈশাখ, এসো এসো।

আতশ কাচে

আন্তর্জাতিক দাবা

ভারতের গ্র্যান্ডমাস্টার হরিকা দ্রোণাভাল্লী, গ্রেঙ্কে ফ্রিস্টাইল আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতার মহিলাদের বিভাগে শিরোপা জিতেছেন। জার্মানির কার্লসরুহে পাঁচদিনের এই প্রতিযোগিতায় বিশ্বমানের দাবাড়ুদের সঙ্গে লড়ে প্রথম স্থান দখল করেন তিনি। এর ফলে তিনি প্রথমবারের জন্য হতে চলা মহিলাদের ফিডে ফ্রিস্টাইল দাবা বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলেন।অন্যদিকে উজবেকিস্তানের ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার মুখাম্মাদ-জোখিদ সুয়ারোভ, গ্রেঙ্কে ফ্রিস্টাইল আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতার ক্লাসিকাল বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। জার্মানির কার্লসরুহে, পাঁচদিনের এই প্রতিযোগিতায় ৯ টি গেমে ৮ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হন।

মেয়েদের হকি

ভারতের সিনিয়র মহিলা হকি দল চার ম্যাচের সিরিজে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে খেলবে। ১৩ থেকে ১৭ এপ্রিল বুয়েনস এয়ার্সে এই ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে। আসন্ন বিশ্বকাপ ও এশিয়ান গেমসের প্রস্তুতিতেই এই সফরের আয়োজন করা হয়েছে। ম্যাচগুলি হবে ১৩, ১৪, ১৬ ও ১৭ এপ্রিল। এফ আই এইচ হকি বিশ্বকাপ চলতি বছরের ১৫ থেকে ৩০ শে আগষ্ট বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডসে অনুষ্ঠিত হবে। এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হবে আগামী সেপ্টেম্বর – অক্টোবরে।

সাব জুনিয়র ফুটবল

হুগলির বাঁশবেড়িয়ায় এআইএফএফ-এর সাব জুনিয়র ফুটবলে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ১-০ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে দিয়েছে। একমাত্র গোলটি করেছে টাইসন শর্মা। এই জয়ের সুবাদে মোহনবাগান প্রতিযোগিতার মূল পর্বে পৌঁছেছে।

ভারতের হার

থাইল্যান্ডের পাথুমথানিতে আজ মহিলাদের এ এফ সি অনূর্ধ্ব ২০ এশিয়ান কাপ ফুটবলের ম্যাচে ভারত ০-৫ গোলে অস্ট্রেলিয়ার কাছে পরাজিত হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে স্কাই হ্যালমারিক হ্যাট্রিক করেছেন। ড্যানেলা ব্রুটাস, ডেসি ব্রাউন একটি করে গোল করেছেন। প্রথম দুই ম্যাচে পরাজয়ের ফলে ভারত গ্রুপ সি তে সব শেষে রয়েছে।

বাগানের হার

হাওড়ার ডুমুরজলার আস্ট্রটার্ফ মাঠে কলকাতা প্রিমিয়ার লিগ হকি ম্যাচে ক্যালকাটা কাস্টমস ৬-২ গোলে মোহনবাগানকে পরাজিত করেছে। এবারের লিগে এটাই মোহনবাগানের প্রথম পরাজয়। মোহনবাগান ৫ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার শীর্ষে রয়েছে। তৃতীয় স্থানে রয়েছে কাস্টমস। ৫ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৯।

সাফে হার

ভারতকে টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে হারিয়ে বাংলাদেশ পুরুষদের অনূর্ধ্ব ২০ সাফ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। মালদ্বীপের মালে ফাইনাল ম্যাচটি নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য থাকায় টাইব্রেকারে নিষ্পত্তি হয়।

ইস্টবেঙ্গল জিতল

ইস্টবেঙ্গল মাঠে কন্যাশ্রী কাপ ফুটবলে ইস্টবেঙ্গল ৬-০ গোলে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে হারিয়ে দিয়েছে। সিঙ্কি দেবী তিনটি, নাওরেম প্রিয়ঙ্কা দেবী, অষ্টম ওরাও, সাথী দেবনাথ একটি করে গোল করেছে।

বিশ্ব তীরন্দাজী

বিশ্ব তীরন্দাজী প্যারা সিরিজের কম্পাউন্ড বিভাগে ভারত, অসামান্য দক্ষতায় দলগত বিভাগে তিনটি সোনা জিতেছে। থাইল্যান্ডের ব্যাঙ্ককে আয়োজিত মহিলাদের দলগত কম্পাউন্ড বিভাগে শীতল দেবী এবং পায়েল নাগ ১৫০-১৪৭ এ কাজাখস্তানের প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে দেন। পুরুষদের বিভাগে তোমান কুমার এবং শ্যাম সুন্দর স্বামী, চীনা তাইপেই জুটিকে ১৫৩-১৪৬ এ পরিজিত করেছেন। মিক্সড ইভেন্টে ইন্দোনেশিয়াকে ১৫৩-১৪৬ এ হারিয়ে ভারত আজ দিনের তৃতীয় সোনাটি জেতে।

লোবেরার স্ট্র্যাটেজি নিয়ে প্রশ্ন, চাপে মোহনবাগান!

সুমনা মণ্ডল: ভাল শুরু করেও হঠাৎ খেই হারিয়েছে মোহনবাগান। ৩ ম্যাচে হারিয়েছে ৭ পয়েন্ট। সিঙ্গল লেগের প্রতিযোগিতায় ৭ পয়েন্ট হারানোয় অনেক ব্যাকফুটে মোহনবাগান। গত ম্যাচেই জামশেদপুরের বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তে গোল খেয়ে জেতা ম্যাচ ড্র করেছেন লিস্টনরা। বাগান কোচ সের্জিও লোবেরা বলেছেন,"আমরা এখনো চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইতে প্রবলভাবে আছি।" এরপর থেকেই বাগানের ভুলত্রুটি গুলো প্রকট হচ্ছে। বাগান কোচ সের্জিও লোবেরার দলের প্রধান প্রবণতা হল, দুই উইং দিয়ে উইঙ্গার উঠিয়ে গোলবক্সে বল রাখা। কিন্তু জামশেদপুরের বিরুদ্ধে স্টিফেন ইজে একাই প্রবলভাবে গতিরোধ করেছেন বাগানের এই গেমপ্ল্যানের। সাড়ে ৬ ফুটের লম্বা ডিফেন্ডার এই উঁচু বল উড়িয়েছেন একাই। তারপরেও কেন তাঁকে আটকানোর কথা ভাবল না বাগান? প্রশ্ন উঠছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। কেন দিমি ও কামিন্সকে বারবার পরের দিকে নামানো হচ্ছে ?রবসন নিজেও ফিট নয়। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি যেন নড়ার জায়গায় নেই। রবসনের ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন উঠছে আগেই। আগের ম্যাচে সম্পূর্ণ হতাশ করলেন ম্যাকলারেন। ৩টিও সুযোগ পেয়েও গোল আসেনি তাঁর পা থেকে। একমাত্র লিস্টন কোলাসোর বিশ্বমানের গোল ছাড়া কিছুই প্রাপ্তি নেই বাগানের। আগের ম্যাচে বাগানের ড্রয়ের জন্য ইতিমধ্যেই দায়ী করা হচ্ছে ম্যাকলারেনকে। মোহনবাগান অ্যাকাদেমির ছাত্র ঋত্বিক দাসের করা গোলে জেতা ম্যাচ ড্র করল মোহনবাগান। এখানেই প্রশ্ন উঠছে, কেন ঋত্বিককে নিয়ে কোনও বাড়তি পরিকল্পনা করেনি বাগান?এই আইএসএলে প্রত্যেকটি দল প্রত্যেক দলের বিরুদ্ধে একবার করেই খেলবে। ইতিমধ্যে ৭ পয়েন্ট নষ্ট করে প্রবল চাপে রয়েছে মোহনবাগান। মলিনাকে সরিয়ে আনা হয়েছিল সের্জিও লোবেরাকে। কিন্তু ধীরে ধীরে খেই হারাচ্ছে মোহনবাগান। এই মুহূর্তে ৭ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে মুম্বই সিটি। ৭ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে ২ নম্বরে বাগান। কিন্তু গোল পার্থক্যের বিচারে সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে সমসংখ্যক পয়েন্ট নিয়ে ৩ ও ৪ নম্বরে জামশেদপুর ও বেঙ্গালুরু।

বেঙ্গল প্রো টি ২০ লিগে যুক্ত হল পুরুলিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ এবার শুরু হচ্ছে জুনে। এই টুর্নামেন্টের নবম দল পুরুলিয়া নোভাস রয়্যালসের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ হলো। উপস্থিত ছিলেন সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, সচিব বাবলু কোলে, সহ সভাপতি নীতীশ রঞ্জন দত্ত, যুগ্ম সচিব মদনমোহন ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস প্রমুখ। টুর্নামেন্টের ৯টি দলের কর্ণধারদের স্মারক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। সিএবি যেভাবে একসঙ্গে পুরুষ ও মহিলাদের এই টি২০ লিগ চালু করেছে, প্রতিভাদের কাছে এমন মঞ্চের গুরুত্বের কথা উঠে এলো প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ঝুলন গোস্বামী, কলকাতা নাইট রাইডার্স অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে, সহ অধিনায়ক রিঙ্কু সিং, বাংলা তথা ভারতীয় দলের পেসার মহম্মদ শামির কথায়।

সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, প্রথম সংস্করণ থেকেই বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ ক্রমাগত সাফল্য ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই লিগ পুরুষ ও মহিলাদের ট্যালেন্ট পুল তৈরির ক্ষেত্রেও ইতিবাচক ভূমিকা নিচ্ছে। টুর্নামেন্টে দলের সংখ্যা বেড়ে ৯ হওয়ায় এবার এই লিগ আরও জনপ্রিয়তা লাভ করবে বলে আশাবাদী সিএবি সভাপতি। এই লিগের সঙ্গে এবার যুক্ত হলো জেএসডব্লিউ স্পোর্টস।

এদিকে, শামি এদিন বলেন, সুযোগ পেলে যতদিন পারবেন বাংলার হয়ে রঞ্জি খেলবেন। ভারতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার খিদে এখনও তাঁর মধ্যে অটুট রয়েছে বলে বোঝান শামি। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় শামির ইচ্ছাকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন শামি জাতীয় দলে কামব্যাক করবেন।

ফুটবলে অবহেলার জবাব দিল বাংলার ছেলেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অবহেলা, ক্লান্তি আর অদম্য জেদের এক অনন্য কাব্য লিখল বাংলার ফুটবল দল। প্রথমবার আয়োজিত খেলো ইন্ডিয়া ট্রাইবাল গেমসে সোনার পদক জিতে ইতিহাস গড়ল তারা। শুক্রবার সকালে রায়পুরের কোটায় স্বামী বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে ফাইনালে আয়োজক ছত্তিশগড়কে ১-০ গোলে হারিয়ে বাংলার ছেলেরা ছিনিয়ে আনল শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট। ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেন চাকু মান্ডি। প্রথমার্ধের একেবারে শেষ মুহূর্তে, ৪৪ মিনিটে পাওয়া পেনাল্টি থেকে ঠাণ্ডা মাথায় বল জালে জড়িয়ে দেন তিনি। মাস দুয়েক আগে সন্তোষ ট্রফিতে পেনাল্টি মিসের আক্ষেপ বয়ে বেড়ানো এই ফুটবলারের পায়ে এদিন যেন মুক্তির ছোঁয়া-একটা গোলেই মুছে গেল সব ব্যথা।

এই জয় শুধু একটি ম্যাচ জেতা নয়, এটি এক দীর্ঘ লড়াইয়ের ফল। আট ঘণ্টা লেট ট্রেনে প্রায় ২৪ ঘণ্টার ক্লান্তিকর সফর, নেই কোনও ট্র্যাকস্যুট বা দলের নির্দিষ্ট জার্সি-এই বাস্তবতার মধ্যেই মাঠে নেমেছিল বাংলা। তবুও রঞ্জন ভট্টাচার্যের ছেলেরা প্রমাণ করল, মনোবল থাকলে বাধা তুচ্ছ।

পুরো টুর্নামেন্টে লিগ ও নকআউট-দুই পর্বেই অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলা। সেমিফাইনালে গোয়াকে ৫-২ গোলে উড়িয়ে দিয়ে ফাইনালে ওঠা দলটা শেষ ম্যাচেও দেখিয়েছে আক্রমণাত্মক ফুটবল। প্রথমদিকে পেনাল্টি মিস করেও দমে যায়নি তারা, বরং আরও দৃঢ় হয়েছে। খেলা শেষে আবেগে ভেসে যান কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য। এই দিনটি তাঁর জন্য ব্যক্তিগতভাবেও বিশেষ-মায়ের প্রয়াণবার্ষিকীর দিনে এই সাফল্য যেন এক আবেগঘন শ্রদ্ধাঞ্জলি।তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এই জয় পুরোপুরি ফুটবলারদের পরিশ্রমের ফল। পাশাপাশি আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সচিব অনির্বাণ দত্তকে সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। অধিনায়ক অমিত টুডুও কৃতিত্ব দেন কোচকে, যিনি দলকে একসূত্রে বেঁধে এই সাফল্যের ভিত গড়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নের প্রকল্প 'খেলো ইন্ডিয়া'র এই মঞ্চে, দেশের ৩০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে প্রায় ৩০০০ ক্রীড়াবিদের মধ্যে সেরার সেরা হয়ে ওঠা-এ এক অন্য উচ্চতা। সব বাধা পেরিয়ে, ধামসা-মাদলের তালে, বাংলার ছেলেরা এদিন শুধু সোনা জেতেনি-জিতে নিয়েছে সম্মান, গর্ব আর ইতিহাস।

ফুটবল প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বালিটিকুরি কালীতলা স্পোর্টিং ক্লাবে আয়োজিত ৫৬তম বর্ষের 'ফর গুড কাপ' ফুটবল প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রবিবার প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া পৌরনিগমের প্রাক্তন মেয়র পরিষদ বিভাস হাজরা সহ মোহনবাগান ক্লাবের প্রাক্তন ফুটবলার সুকান্ত লাহা, মোহনবাগান ক্লাবের প্রাক্তন গোলকিপার ভুবন চ্যাটার্জি ও ভারতীয় রেলের প্রাক্তন ফুটবলার পিন্টু রায়।

বৃষ্টিতেও থামেনি লিগ,আইপিএলের মাঝেও স্থানীয় ক্রিকেটে জোর

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইপিএলের চাকচিক্যের মাঝেও নীরবে নিজের কাজ করে চলেছে বাংলার ক্রিকেট সংস্থা। প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও স্থানীয় লিগের একাধিক ম্যাচ নির্বিঘ্নে আয়োজন করে ফের নজর কাড়ল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (সিএবি)। এই সাফল্যের পেছনে বড় ভূমিকা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন-এমনটাই মনে করছেন ক্রিকেটমহলের একাংশ। বৃষ্টির কারণে আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম পঞ্জাব কিংস ম্যাচ ভেস্তে গেলেও, পরেরদিনই সিএবির তৎপরতায় শহরের একাধিক মাঠ দ্রুত খেলার উপযোগী করে তোলা সম্ভব হয়। যদিও আন্তর্জাতিক মানের খেলায় চোটের ঝুঁকি এড়াতে আইপিএলে বৃষ্টি থামার পর ম্যাচ না করার সিদ্ধান্ত নেয় কেকেআর ও পঞ্জাব কিংস, তবুও সিএবির প্রস্তুতি ছিল চোখে পড়ার মতো। আইপিএলের ম্যাচ থাকলেই, ম্যাচের আগে ও পরে সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে বারবার মাঠ খতিয়ে দেখেন।

আইপিএলে ঝাঁ চকচকে খেলার মধ্যেও অবশ্য দুয়োরানি হয়ে যায়নি সিএবি লিগ। ছোট মাঠেও রয়েছে সমান নজর। এই প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে উঠে আসছে সিএবি অবজার্ভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিকের নাম। আইপিএলের জৌলুসের বাইরে থেকেও তিনি ঘুরে ঘুরে স্থানীয় লিগের খেলা পর্যবেক্ষণ করছেন। ক্রিকেটের শিকড়কে মজবুত করার লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর কথায়, বাংলার ক্রিকেটের সাপ্লাই লাইন শক্তিশালী করাই এখন প্রধান লক্ষ্য-গ্রাম থেকে শহর, সর্বত্র প্রতিভা তুলে আনতেই হবে।তবে বাংলার ক্রিকেটের উন্নতি সম্ভব। সব মিলিয়ে, যেখানে অধিকাংশ নজর আইপিএলের দিকে, সেখানে সিএবি প্রমাণ করছে, বাংলার ক্রিকেটের ভিত মজবুত করতে স্থানীয় লিগের উন্নয়নই আসল চাবিকাঠি।

জাতীয় দলের সহকারী কোচ সুজাতা কর

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলার ফুটবল মহলে গর্বের মুহূর্ত। সার্দান সমিতির ইউথ ডেভেলপমেন্ট প্রধান সুজাতা কর এবার ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের সহকারী প্রশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হলেন। বৃহস্পতিবার এই সুখবর সামনে আসতেই উচ্ছ্বাসে ভেসে যায় গোটা ক্লাব পরিবার। ফুটবল কোচিংয়ের জগতে দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন সুজাতা কর। ২০২২ সালের মার্চ মাসে যাদবপুর স্টেডিয়ামে আয়োজিত বাংলার মহিলা ফুটবল লিগে তাঁর তত্ত্বাবধানে সার্দান সমিতি রানারআপ হয়। শুধু মহিলা দল নয়, ২০২৩ এবং ২০২৫ সালে প্রিমিয়ার ডিভিশনে পুরুষ দলের দায়িত্বও যৌথভাবে সামলেছেন তিনি। বর্তমানে চার বছর বয়স থেকে ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত ফুটবলার তৈরি করার কাজে নিয়োজিত সুজাতা কর। ভবিষ্যতের প্রতিভা গড়ে তোলার এই ধারাবাহিক প্রয়াসই তাঁকে আলাদা পরিচিতি দিয়েছে। গত দুই বছর ধরে এএফসি 'এ' লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোচ হিসেবে সার্দান সমিতির ইউথ ডেভেলপমেন্ট হেডের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। জাতীয় দলের সহকারী কোচ হিসেবে তাঁর এই নিয়োগ নিঃসন্দেহে তাঁর পরিশ্রম, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি। ক্লাব কর্তৃপক্ষের মতে, সুজাতার এই সাফল্য শুধু সার্দান সমিতির নয়, সমগ্র বাংলার ফুটবলের জন্যই এক বড় প্রাপ্তি।ফুটবলার পিন্টু রায়।

বডি বিল্ডিংয়ে ত্রিমুকুট জয়ী অরিন্দম

নিজস্ব প্রতিনিধি : যতটা সম্ভব তেল ছাড়া সেদ্ধ খাবার খেতেন, বাইরের জাঙ্ক ফুড এড়িয়ে চলা এবং নিয়মিত কমপক্ষে ৪ ঘণ্টা ঘুম। সুস্থ শরীর আর সতেজ মনের এটাই চাবিকাঠি বলে মনে করেন ভদ্রেশ্বরের অরিন্দম রায় চৌধুরী। ২০১০ সালে পন্ডিচেরিতে ৬০ কেজি বিভাগে জুনিয়র মিস্টার ইন্ডিয়া বডি বিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলার হয়ে সোনা জয় করেন অরিন্দম। এরপর ২০১৩-তে ইনকাম ট্যাক্স অফিসের বেঙ্গল সার্কেলে পুনেতে আয়োজিত ৭০ কেজি বিভাগে মিস্টার ইন্ডিয়াতে চ্যাম্পিয়ন খেতাব অর্জন করেন। ২০১৬-তে কলকাতায় ধর্মতলায় আয়কর ভবনের নিজস্ব বিল্ডিংয়ে ৭০ কেজি ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস তৈরি করেন তিনি। এই প্রতিযোগিতায় ভারত-সহ মোট ৮টি দেশের প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেন। সেখানে একের পর এক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বধ করে অরিন্দম স্বর্ণপদক জয় করেন। তিনি জানান, আমার জীবনের এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত, আমার বাড়ির সদস্যরা ও পাড়ার শুভাকাঙ্ক্ষীদের সমর্থন না থাকলে এই সাফল্য সম্ভব হতো না, তাঁদের প্রতি সে চির কৃতজ্ঞ।

অরিন্দমের বাবা বিভাস রায় চৌধুরী অরিন্দমের শৈশবে মারা যান। অরিন্দমের ছোটবেলা খুব দারিদ্রের মধ্যে কেটেছে। শারীরিক দুর্বলতা কাটাতে এক চিকিৎসক তাকে ব্যায়ামের পরামর্শ দেন, তার পরেই শরীরচর্চা শুরু করেন। যদিও এর আগে ক্যারাটে বা তায়কোন্ডো অনুশীলন করতেন। ২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে চন্দননগর ফিজিক্যাল কালচারাল বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবে প্র্যাকটিস শুরু করেন। পরে বডি বিল্ডিংয়ে নিয়মিত অনুশীলন শুরু হয়। রাজ্যস্তরে ১২ বার বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন হন। ২০১২ সালে কলকাতায় গভর্নমেন্টপ্লেসের ইনকাম ট্যাক্স অফিসে চাকরি পান। বর্তমানে চন্দননগর বাগবাজারে তার একটি জিম আছে। অরিন্দমের স্বপ্ন মনোহর আইচের মতো বডি বিল্ডিংয়ে আরও সাফল্য পাওয়া।

ভোট গণনার আগের দিন নিরাপত্তা সংশয়! বদলে গেল আইএসএলে ডার্বির দিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের উত্তাপের মাঝেই ফুটবলপ্রেমীদের বহুল প্রতীক্ষিত কলকাতা ডার্বি শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গেল। আইএসএলে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল ৩ মে, কিন্তু প্রশাসনিক কারণে সেই ম্যাচ এখন হবে ১৭ মে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। সময় অপরিবর্তিত রেখে সন্ধে ৭:৩০ মিনিটেই শুরু হবে এই হাইভোল্টেজ লড়াই। মোহনবাগান ক্লাবের তরফে জানানো হয়েছে, ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের কারণে গণনার আগের দিন শহরে এত বড় ম্যাচ আয়োজন নিরাপত্তার দিক থেকে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছিল। নির্বাচন কমিশন ১৫ মার্চ ভোটের সূচি ঘোষণা করার পরই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ৩ মে ডার্বি আয়োজন কার্যত অসম্ভব। সেই কারণেই আইএসএল কর্তৃপক্ষ সূচি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। শুধু ডার্বিই নয়, নির্বাচনের প্রভাব পড়েছে আরও ম্যাচে। ২৬ এপ্রিল ইস্টার কাশীর বিরুদ্ধে মোহনবাগানের ম্যাচটিও পিছিয়ে ১২ মে করা হয়েছে। একইসঙ্গে ১৭ মে-ই কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে মহমেডান ও মুম্বই সিটি এফসির ম্যাচ রয়েছে, যদিও সেটি নিয়েও পরিবর্তনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না।

এবারের আইএসএল সুইস ফরম্যাটে হওয়ায় প্রতিটি ম্যাচই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৬ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে মুম্বই সিটি এফসি, তাদের ঠিক পিছনে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে মোহনবাগান। অন্যদিকে, ১১ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে ইস্টবেঙ্গল। ফলে লিগের শেষ লগ্নে এই ডার্বি খেতাব নির্ধারণে বড় ভূমিকা নিতে পারে, যা বাড়তি উত্তেজনা তৈরি করেছে সমর্থকদের মধ্যে।

প্রকাশিত

লাল দ্বীপের বাসিন্দা

যৌনপেশা এবং যৌনকর্মী সমাজ

পলাশ পান

সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন নিকটবর্তী স্টলে

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com